This book is part of the Carey Library and Research Centre at Serampore College.

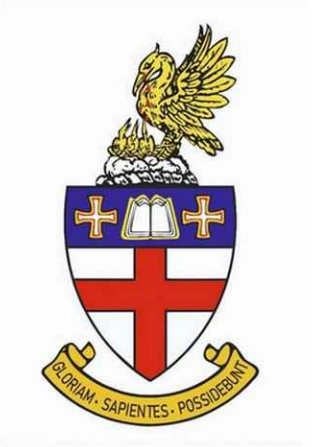

This is a reproduction of a library book that was digitized at the CLRC, Serampore.
The information in this book is freely available to the public and can be quoted with proper reference.

The use of this document may be subject to the Copyright Law of India or to site license or other rights management terms and conditions. The person using this document is liable for any infringement.

বাংলার নব জাগরণে

উইলিয়াম কেরী ও তাঁর পরিজন

বাংলার নবজাগরণে

উইলিয়াম কেরী ও তাঁর পরিজন

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

রত্না প্রকাশন
১৪/১, পিয়ারীমোহন রায় রোড
কলিকাতা-২৭

প্রকাশক :
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দে,
রত্না প্রকাশন,
১৪/১, পিয়ারীমোহন রায় রোড,
কলিকাতা-২৭

প্রথম প্রকাশ :
১৩ই আশ্বিন, ১৩৮১
৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রাকর :
শ্রীনিশিকান্ত হাটই,
তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
২৬, বিধান সরণী,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ :
শ্রীঅরুণ গুপ্ত

ব্লক :
ষ্টাণ্ডার্ড ফোটো এনগ্রেভিং কোম্পানী,
১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

মূল্য : ২৫·০০ টাকা

BANGLAR NABAJAGARANE WILLIAM CAREY O. TAR PARIJAN. (William Carey and his Associates in the awakening of Bengal) by Sunil Kumar Chattopadhyay, Carey Library, Serampore College, Serampore.

Price : Rs. 25·00

উৎসর্গ

বাবা ও মায়ের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

ভূমিকা

শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলার নবজাগরণে উইলিয়াম কেরী ও তাঁর পরিজন এই গ্রন্থে শ্রীরামপুর মিশনের অক্ষয় কীর্ত্তির ইতিহাস উইলিয়াম কেরী, হানা মার্শম্যান, জশুয়া মার্শম্যান, উইলিয়াম ওয়ার্ড, ফেলিক্স কেরী, জন ক্লার্ক মার্শম্যান ও জন ম্যাক এর জীবনীর ঘটনাবলী অবলম্বনে উপস্থাপিত করেছেন। তিনি শ্রীরামপুর কলেজের গ্রন্থাগারিক এবং শিক্ষক। ঐ কলেজের ঐতিহ্য তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। নিষ্ঠার সঙ্গে গবেষণার ফল তিনি এই গ্রন্থে দিয়েছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংলণ্ড থেকে যারা ভারতে এসেছিল তারা এসেছিল অবাধ লুণ্ঠনের এবং অবাধ বাণিজ্যের মাধ্যমে শোষণের প্রবল বাসনা নিয়ে। এই শতাব্দীর শেষ দিকে কর্নওয়ালিসের ব্যবস্থায় নিয়মতান্ত্রিকভাবে এই লুণ্ঠন ও বাণিজ্য সংগঠন করা হয়েছিল। দিনেমাররা এসেছিল ব্যবসা করতে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে তারা ইংরেজ বণিকদের (Free Merchants) এবং কোম্পানীর কর্মচারীদের বেনামী ব্যবসায় এজেণ্ট হয়েই কাজ করত। কর্ণওয়ালিস থেকে বেণ্টিঙ্ক পর্যন্ত মোটামুটিভাবে, ১৭৯০ থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত, এই চার দশককে বলা যায় সাম্প্রতিক কালের অন্ধকার যুগ। সে সময় পুরোন সব ব্যবস্থা ভেঙ্গে গিয়েছে এবং নূতন যুগের বিকাশের নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে না।

বাংলার এই দুর্গতির দিনে উপস্থিত হয়েছিলেন কেরী ও তাঁর পরিজন। তাঁরা কজনকে খৃষ্টান করেছিলেন তার পরিসংখ্যান আমাদের জানা নাই তবে এটা সকলেই জানেন যে, সে সংখ্যা তাঁদের নিকটে মোটেই উৎসাহজনক ছিল না। যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা আমরা দেখতে পাই তা অন্য ধরনের—দেবতার এক নূতন প্রকাশ। যে অসাধারণত্ব আমরা এই কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে পাই তা অনুপ্রাণিত হয়েছিল অসামান্য প্রতিভা ও সহানুভূতি দিয়ে। কেরী ও তাঁর সহকর্মীরা ছিলেন কর্মযোগী। তাঁদের সহযোগী ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু, গোলকনাথ শর্মা, তারিণীচরণ মুন্সী, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, পঞ্চানন কর্মকার, মনোহর কর্মকার প্রভৃতি নিরলস কর্মী। কেরীযুগের

অসাধারণত্ব চিরস্মরণীয়। কোনও স্বর্ণযুগই চিরস্থায়ী হয় না। কিন্তু যে সূচনা হয়েছিল তা বাংলার নূতন ভাবধারাকে কতটা অনুপ্রাণিত করেছিল তা আমরা ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে পারি। কেরী সাহেবের শ্রীরামপুর উদ্যানের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক ব্রুল সাহেবের একটি সুন্দর কথা উদ্ধৃত করেছেন—"Many plants to be seen in Bengal today came of seeds first bird borne or wind sown from Carey's garden"। একথা বাংলায় শিক্ষার নবজন্ম সম্পর্কেও সম্পূর্ণ সত্য। বাংলা দেশ ও বাংলা ভাষা সম্পর্কে এঁদের মমতা ছিল অসাধারণ। ঐতিহাসিকের জন্য শ্রীরামপুর মিশন তাঁদের নিদর্শন রেখে গিয়েছেন সমাচার দর্পণের পুরাতন ফাইল (১৮১৮-১৮৪১, ১৮৪২, ১৮৫১-৫২), Friend of India-র জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদকতার আদর্শ, শ্রীরামপুর কলেজ আর তার সুন্দর গ্রন্থাগার। কিন্তু সম্পূর্ণ পরিচয় এতে পাওয়া যায় না। এই মহান কর্মযজ্ঞের অসাধারণত্ব উপলব্ধি করতে শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থ বিশেষ সাহায্য করবে।

শ্রীরামপুর ঠিক "Christian Benares" হয় নি যা হয়ত মিশন প্রথমে আশা করেছিলেন। কিন্তু কেরী ও তাঁর পরিজন দেখিয়েছেন যে, যখন অধিকাংশ ইংরেজ শুধু অর্থের লোভে আকৃষ্ট হয়ে এখানে এসেছিল আর ইংরেজ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য সব সময় উদগ্রীব ছিল সে সময়ই তাদের কেউ কেউ প্রমাণ করেছিলেন মহান আদর্শ তাঁদের ছিল। একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের ভাষায় "Serampore is redolent with the fragrance of their memory" এই মহান আদর্শ আমরা দেখতে পাই সেই সময়ে ও তার কিছুদিন পরে David Hare আর Drinkwater Bethune এর কাজের মধ্যে। বাঙ্গালী অকৃতজ্ঞ নয় এঁদের সকলের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ
ভূতপূর্ব ইতিহাসের অধ্যাপক
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১২।৯।৭৪

নিবেদন

ছ-এর দশক শ্রীরামপুর মিশন ও কলেজের ইতিহাসে স্মরণীয়রূপে চিহ্নিত। এই দশকে জন্মগ্রহণ করেন প্রতিষ্ঠাতৃবৃন্দ উইলিয়াম কেরী (১৭৬১), হানা মার্শম্যান (১৭৬৭), জশুয়া মার্শম্যান (১৭৬৮) ও উইলিয়াম ওয়ার্ড (১৭৬৯)। গত ছয়ের দশকে এঁদের দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কয়েকটি প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশ করি। অনেকে অনুরোধ করেন ঐগুলি একত্রিত করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করার জন্য। এই অনুরোধ রক্ষায় সচেষ্ট হতে পেরেছি বিশেষ ভাবে এই কথা চিন্তা করে যে বাংলার কল্যাণে এঁরা জীবন উৎসর্গ করলেও বাংলা ভাষায় এঁদের সম্বন্ধে কোন উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয় নি। চিন্তাশীল সুধী সমাজের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করাই আমার এই প্রয়াসের প্রধান উদ্দেশ্য।

বাংলার নবজাগরণে শ্রীরামপুর মিশনারীদের ভূমিকা অনন্য সাধারণ হলেও কেরী ছাড়া অন্যান্যদের সম্পর্কে আলোচনা খুবই কম হয়েছে। অথচ জশুয়া মার্শম্যান, উইলিয়াম ওয়ার্ড, জন ক্লার্ক মার্শম্যান প্রমুখ মিশনারীদের অবদানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্য ধারায় দেশীয় শিক্ষা প্রসার, দেশীয় সাময়িক সাহিত্যের সূচনা, প্রভাবশালী সংবাদপত্র পরিচালনা প্রভৃতিতে মার্শম্যান পরিবারের মত ভূমিকা সে যুগে আর কেউই গ্রহণ করেনি। ভারতীয় মুদ্রণ শিল্প প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে ওয়ার্ডের অতুলনীয় কৃতিত্বের কথা অস্বীকার করা যায় না। বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্য সূচনায় ফেলিক্স কেরী ও ম্যাকের দান অপরিমেয়। কেরীর এবং এঁদের প্রত্যেকেরই পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচিত হওয়া প্রয়োজন। এঁদের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা না করলে উনিশ শতকের ইতিহাস সম্পূর্ণ হবে না। এদিকে সকলের আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্যই বইটি রচিত হয়েছে।

এদেশে পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষা প্রবর্তনে এই মিশনের ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ হলেও আমাদের শিক্ষার ইতিহাসে তা যথোপযুক্তভাবে উল্লিখিত হয় নি। নিজেদের উপার্জিত অর্থ ও বিদ্যানুরাগীদের সানুগ্রহ দানের ওপর নির্ভর করে এই মিশন গ্রামের গরীব জনসাধারণের মধ্যে পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞান প্রসারের কাজে বিস্ময়কর ভাবে সাফল্য লাভ করে। সে যুগে এরূপ প্রয়াসের উদাহরণ আর মেলে না। শিক্ষার সর্বস্তরের মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষাকে এঁরা নির্বাচিত করেন। যদিও তাঁদের এই বলিষ্ঠ প্রয়াসের দৃষ্টান্তকে সে সময় কেউই অনুসরণ করেন নি। তার ফলে আমাদের দেশে আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার অগ্রগতি কতটা ব্যাহত হয়েছে সে আলোচনা বোধহয় খুব কমই

হয়েছে। নব্যধারায় দেশীয় শিক্ষার প্রসারে এই মিশনের প্রয়াসের যে পরিচয় বইটিতে দিয়েছি, তা মনে হয় এই আলোচনার সূত্রপাতে সাহায্য করবে।

খৃষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশে এঁরা এদেশে আসেন। সেজন্য এঁদের সব কাজকেই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বলে ধারণা করার প্রবণতা অনেকের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু এই ধারণা এঁদের কাজের সঠিক মূল্যায়নের পথে বিশেষ বাধা। সেই বাধা অপসারণেরও চেষ্টা করেছি বইটির মধ্যে।

কেরী খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য আগত মিশনারীদের নিয়ে শ্রীরামপুরে এক মিশন পরিবার গঠন করেন। এই পরিবারভুক্ত মিশনারীদের উল্লেখযোগ্য অবদানের কথাই লিপিবদ্ধ হয়েছে বইটিতে। পরিশিষ্টে এঁদের উল্লেখযোগ্য রচনাবলীর তালিকার সঙ্গে মিশনের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু তথ্যও সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এগুলির মধ্য হতে এঁদের শিক্ষা ব্যবস্থার রূপ ও প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যাবে।

এই পুস্তকটি প্রকাশে যাঁদের কাছ থেকে আমি বিশেষ অনুপ্রেরণা ও সাহায্য লাভ করেছি তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত গবেষক ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার অধ্যাপক অমলেন্দু দে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের গ্রন্থাগারিক শ্রীবিনয়ভূষণ রায়ের কাছে আমি সবচেয়ে বেশী কৃতজ্ঞ। বস্তুতঃ তাঁদের সাহায্য ছাড়া এই বই প্রকাশ সম্ভব হোতো না। স্বনামধন্য ঐতিহাসিক ডাঃ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ মহাশয় বইটির মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে বিশেষভাবে অনুগৃহীত করেছেন। তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। নানাভাবে সাহায্য করে আমায় উপকৃত করেছেন অধ্যাপক শান্তিব্রত ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক শরদিন্দু ভট্টাচার্য, অধ্যাপক পদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, জাতীয় গ্রন্থাগারের শ্রীমতী মায়া চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীশান্তনু মুখোপাধ্যায়, শ্রীরামপুর কলেজ গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দ এবং আরও অনেকে। এঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যক্ষ সরলকুমার চট্টোপ্যাধ্যায় মহাশয়কে কলেজের বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রকাশক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দে ও মুদ্রাকর শ্রীনিশিকান্ত হাটই মহাশয়কেও জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও বইটি ত্রুটিশূন্য করতে পারি নি। সেজন্য পাঠকদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

কেরী দিবস
১৭ই আগস্ট, ১৯৭৪

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়
কেরী লাইব্রেরী, শ্রীরামপুর কলেজ

সূচীপত্র

পটভূমি ১
শ্রীরামপুর মিশন ও নব্যধারায় দেশীয় শিক্ষার প্রসার ৬
ডাঃ উইলিয়াম কেরী ৩৪
শ্রীমতী হানা মার্শম্যান ৬৮
ডাঃ জশুয়া মার্শম্যান ৭৬
রেভারেণ্ড উইলিয়াম ওয়ার্ড ৮৬
ফেলিক্স কেরী ৯৮
জন ক্লার্ক মার্শম্যান ১১১
রেভারেণ্ড জন ম্যাক ১২০

পরিশিষ্ট

(১) Hints relative to native schools-এর একটি অংশ ১২৯
(২) The various schools under the superintendence of the Institution for the encouragement of native schools in India founded by Serampore Mission in 1816 ১৩৮
(৩) Books in Bengali printed for the schools under the superintendence of Serampore Mission ১৪০
(৪) Contents of Dig Darshan ১৪১
(৫) Contents of the first Scientific Copy-book ১৪৪
(৬) Questions and answers on the first scientific Copy-Book ১৪৭
(৭) Specimen of the Copy Book ১৫১
(৮) Subscriptions and Donations ; Indian Donors ১৫৩
(৯) Chemical and other Philosophical apparatus ১৬১
(১০) Books collected for the College Library in 1821 ১৬৩
(১১) Specific Objects of the College for Asiatic Christian and other youth ১৭০
(১২) উইলিয়াম কেরীর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী ১৭১
(১৩) জশুয়া মার্শম্যানের ঐ ঐ ১৭৫
(১৪) উইলিয়াম ওয়ার্ডের ঐ ঐ ১৭৫
(১৫) ফেলিক্স কেরীর ঐ ঐ ১৭৬
(১৬) জন ক্লার্ক মার্শম্যানের ঐ ঐ ১৭৭

গ্রন্থপঞ্জী ১৭৯
নির্দেশিকা ১৮১

বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লেখক কর্তৃক প্রকাশিত নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি হতে গ্রন্থটি সংকলিত হয়েছে ঃ

প্রবন্ধ	প্রককাশকাল	পত্রিকা
ফেলিক্স কেরী	এপ্রিল, ১৯৬২	মাসিক বসুমতী
উদ্ভিদ বিজ্ঞানী উইলিয়াম কেরী	জুন, ১৯৬২	ঐ
বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যের সূচনা	মার্চ, ১৯৬২	শ্রীরামপুর কলেজ ম্যাগাজিন
এদেশে বিজ্ঞান চর্চার সূচনায় শ্রীরামপুর মিশনের দান	জুন, ১৯৬৪	মাসিক বসুমতী
উইলিয়াম কেরীর অপ্রকাশিত রচনা	অক্টোবর, ১৯৬৫	গ্রন্থাগার
উইলিয়াম কেরী	আগস্ট, ১৯৬৬	আলোক সরণি
Carey Library-a National Heritage	মার্চ, ১৯৬৭	শ্রীরামপুর কলেজ ম্যাগাজিন
সেকালের বাজার দর	মার্চ, ১৯৬৭	দৈনিক বসুমতী
রেভারেণ্ড জন ম্যাক	মার্চ, ১৯৬৭	আলোক সরণি
ডাঃ জশুয়া মার্শম্যান	জুলাই, ১৯৬৭	ঐ
রেভারেণ্ড উইলিয়াম ওয়ার্ড	ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮	ঐ
জন ক্লার্ক মার্শম্যান	জুলাই, ১৯৬৮	ঐ
One hundred and fifty years of Serampore College	নভেম্বর, ১৯৬৮	শ্রীরামপুর কলেজ ম্যাগাজিন
প্রথম বাংলা সংবাদ পত্র	জানুয়ারী, ১৯৬৯	কণিকা
বাংলায় নব ভাবধারা ঃ উইলিয়াম কেরী	ঐ ১৯৭০	ঐ
Rev. William Ward	ঐ ১৯৭০	শ্রীরামপুর কলেজ ম্যাগাজিন
An Unpublished work of William Carey	মার্চ, ১৯৭৩	Modern Review

পটভূমি

উনবিংশ শতাব্দী বাংলার ইতিহাসে স্মরণীয় নবজাগরণের যুগ। এই নবজাগরণ বা সামগ্রিক জীবনের মানোন্নয়ন পাশ্চাত্য ভাবধারার সংস্পর্শে হয়েছে বলে ঐতিহাসিকেরা নির্দেশ দিয়েছেন। পাশ্চাত্য-দেশে নবজাগরণের সূচনা হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে। তার ঢেউ বাংলার তীরে এসে পৌঁছায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে। সেই ঢেউয়ের পরশ উনিশ শতকের উষাকালে বাঙ্গালীর সংস্কৃতিকে মধ্যযুগীয় জীবনবোধ হতে আধুনিক জীবনের রাজপথে আনয়ন করে। রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক বহু বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত বাঙ্গালী শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে ক্ষীণ ধারাটি প্রাণপণ শক্তিতে ধরে রেখেছিল পাশ্চাত্য মানবিকতার জোয়ারে তা উদ্দাম ও স্ফীত হয়ে ওঠে।

পাশ্চাত্যের ঘনিষ্ঠ প্রভাবে আসার সূচনা হয় ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন। পলাশীর পিচ্ছিল প্রান্তরে এক প্রহসনের মধ্য দিয়ে বৃটিশ বণিক কোম্পানী বাংলার স্বাধীনতা হরণ করে। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ এবং ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ পার্লামেন্টে কোম্পানীর শাসন সংক্রান্ত রেগুলেটিং এ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হয়ে এদেশে কোম্পানীর রাজত্ব কায়েম করে। আঠারো শতকে মুসলমান শাসনের শেষ অধ্যায়ে রাষ্ট্রনৈতিক ভাগ্যবিপর্যয়, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, ষড়যন্ত্র প্রভৃতির দ্বারা উদ্ভূত বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতায় বাংলার সমাজ তখন পর্যুদস্ত। রক্ষকহীন জনসাধারণ একদিকে বর্গী ও ঠগীদের লুণ্ঠন আর অপরদিকে কোম্পানী, নবাব ও মহাজনদের শোষণে নিঃস্ব। রাষ্ট্র ও সমাজের অধোগতি দেশের নৈতিক মানকে তখন অনেক নামিয়ে দিয়েছে। হীনতা ও সংকীর্ণতার পঙ্কিল আবর্তে পড়ে সমাজের প্রায় শ্বাসরোধের অবস্থা। এই সংগে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্লাবন প্রভৃতির প্রকোপে শস্য-শ্যামল গ্রামবাংলা তখন শ্মশানে পরিণত হয়েছে। ঐতিহাসিক রমেশ

চন্দ্র মজুমদার বাংলার এই মর্মান্তিক অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, ".....mental and moral condition of the people was marked by inertia and stagnation."[১]

কিন্তু এই হীন পর্যুদস্ত অবস্থাতেও বাংলাদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে চিত্রটি দেখতে পাওয়া যায় তাতে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। সে সময়ের সাংস্কৃতিক মান নিঃসন্দেহে জানিয়ে দেয় এদেশে নবজাগরণের সুরু অনেক আগেই হয়েছিল। স্থায়ী রাষ্ট্রশাসন, শান্তির পরিবেশ এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান চিন্তা সেই জাগরণকে দেয় সাবলীল ও ত্বরান্বিত গতি। উনিশ শতকে দেশীয় শিক্ষাপদ্ধতির বিলোপ করে তার জায়গায় ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন করা হয়। শতাব্দীর শেষের দিকে দেখা যায় দেশীয় পদ্ধতি প্রায় বিলুপ্তির পথে, সংগে সংগে দেশের অধিকাংশ গরীব জনসাধারণ প্রাথমিক শিক্ষা, এমন কি অক্ষরজ্ঞান লাভ করার সুযোগ হতে বঞ্চিত। সে যুগের দেশীয় শিক্ষাপদ্ধতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য না হলেও খুব সরল ও গরীব লোকের উপযোগী ছিল। এ সম্বন্ধে প্রথম সরকারি অনুসন্ধান করেন জন এ্যাডাম। তিনি উৎখাত নয়, দেশীয় শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার চেয়েছিলেন। বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে তিনি দেখেন, নানা বিপর্যয়ের মধ্যেও প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার অব্যাহত ছিল এবং বাংলার চার কোটি অধিবাসীর জন্য পাঠশালার সংখ্যা ছিল এক লক্ষ, অর্থাৎ প্রতি চারশ' লোকের জন্য একটি বিদ্যালয়।[২] পরবর্তীকালে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হবার কারণ বিশ্লেষণ করে নুরুল্লা ও নায়েক বলেছেন, "Third cause of the slow advantage of primary education was the neglect of indigenous schools. Great results could easily have been obtained if all the funds that Government and local bodies allotted to primary education had been spent in developing indigenous schools. Instead of that the indigenous schools were allowed

to die and a new system of schools was created to take their place."[৩]

শ্রীরামপুরের মিশনারীরা সে সময় দেশীয় শিক্ষাধারার সম্পূর্ণ বিলোপ করার চেষ্টার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরা দেশীয় শিক্ষাকে পাশ্চাত্য ধারায় সংস্কার করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের এই প্রয়াস গ্রামের গরীব জনসাধারণের মধ্যে খুব জনপ্রিয় হলেও সে যুগের শিক্ষিত সমাজের বিশেষ সহযোগিতা পায় নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের শিক্ষাব্যবস্থা পরবর্তী যুগের ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল।

এ যুগে দেশের জনসাধারণের ওপর ধর্ম ও লোকাচারের শাসনই ছিল সবচেয়ে বেশী। ধর্মের অনুশাসন সমাজের গতি-প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ-কর্তা ছিল। সাধারণ মানুষের জাতীয়তাবোধ ধর্মকে কেন্দ্র করে থাকায় তারা রাষ্ট্রশাসন ব্যাপারে ততোটা মাথা ঘামাতো না। তবে এ যুগে উদার ধর্মান্দোলনের যে সূচনা দেখা যায় তার পটভূমি পূর্বেই রচিত হয়েছিল। পাশ্চাত্য ভাবধারায় আসার পূর্বে হিন্দুদের শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি ধর্মমতগুলি একে অপরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রভাবের ফলে বাংলার প্রাণধর্মে শাস্ত্রগত সংস্কার হতে মুক্তি, বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান, প্রচলিত অকল্যাণকর মতবাদের বিরুদ্ধাচরণ প্রভৃতি লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। জনসাধারণ নিজেদের প্রয়োজনে বিভিন্ন মতবাদগুলির অনেকটা সমন্বয় করে নেয়। তাদের ধর্মভাবের প্রতিনিধিস্থানীয় কবিয়ালরাই সে যুগে ধর্মভাবের মধ্যে ঔদার্য ও মানবিকতাভাব আনয়ন করে। হিন্দুধর্মের পাশা-পাশি ইসলাম ধর্মের প্রাধান্য ও প্রসার অব্যাহত গতিতে চলে। মুসলমান সুফী সম্প্রদায়ের মধ্যে ভক্তিবাদের প্রাবল্য বেশী থাকায় দরিদ্র মুসলমানদের সংগে হিন্দুদের খুব সহজেই সৌভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠে। উনিশ শতকের পূর্বে এদেশে ব্যাপকভাবে খৃষ্টধর্ম প্রচারের বিশেষ প্রয়াস দেখা যায় নি। এই শতকের প্রত্যুষে সুসংহতভাবে

খৃষ্টধর্ম প্রচারের যে সূত্রপাত হয়, তার অধিনায়কত্ব করে শ্রীরামপুর মিশন।

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য প্রধানতঃ ধর্মচেতনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। তখন বাংলা সাহিত্য দেবমাতৃক। কবিগণ বাস্তব পরিবেশ ভুলে সহজেই বস্তুলোকের অতীত লোকে পৌঁছেছেন—সামাজিক, অর্থনৈতিক বিপর্যয় তাঁদের সত্তাকে বিচলিত করতে পারেনি। আঠারো শতকের শেষার্ধে সারা বাংলায় কবিয়ালরাই প্রভাব বিস্তার করে। এঁদের রচনায় গ্রামীন সভ্যতার নগর-কেন্দ্রিকতায় রূপান্তরের পূর্বাভাষ পাওয়া যায়। কিন্তু তার মধ্যে গদ্য-সাহিত্য সূচনার কোন ইঙ্গিত ছিল না। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবেই বাংলা গদ্য-সাহিত্য জন্ম লাভ করে দিনেমার নগরী শ্রীরামপুরের মিশনারীদের আলয়ে।

আঠারো শতকে দেশীয় সভ্যতা ছিল গ্রামকেন্দ্রিক। গ্রামেই ছিল সমাজের প্রাণ। সেই সমাজে অর্থের কৌলীন্য নয়, বংশের কৌলীন্যই প্রধান ছিল। এ সময় হিন্দুসমাজে সতীদাহ, গঙ্গায় শিশু বিসর্জন, গঙ্গাজলি, চড়ক প্রভৃতি নানা পাশবিক কুপ্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল। এ সবের বিরুদ্ধে বিক্ষোভও ছিল অনুচ্চারিত। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের গরীব লোকেরা সকল সুখ-সুবিধার অধিকার হতে বঞ্চিত ছিল। তাদের ওপর সমাজের অত্যাচার ছিল অমানুষিক। চুরি, ডাকাতি, কোম্পানীর কর্মচারীদের লুণ্ঠন, দেশীয় শিল্পের ওপর আঘাত এবং অজন্মা, মহামারী, মন্বন্তরের প্রকোপ গ্রাম-বাংলার শিল্প ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল।

একদিকে শিক্ষা, সাহিত্য, অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে এক হতাশার চিত্র এবং নিপীড়িত গরীব জনসাধারণের মুখ বুজে মার খাওয়া, আর অপরদিকে অত্যাচারী বলশালীর অবাধ লুণ্ঠন—এই ছিল বাংলাদেশের অবস্থা, যখন নবচেতনার বাণী বহন করে মিশনারীরা এদেশে পদার্পণ

করেন এবং এই পটভূমিরই ওপর কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড ও তাঁর পরিজনেরা পরবর্তীকালের নবজাগরণের বীজরোপণ করেন।

পাদটীকা

১. Majumdar, R. C, : History of Freedom Movement in India Vol. 1 (1962). p 289,

২. Basu Anath Nath : Reports on state of education in Bengal by John Adam. 1941. p. 7,

৩. Syed Nurullah & Naik ; A student's history of education in India (1800-1965) 5th edn, 1964. p. 203.

শ্রীরামপুর মিশন ও নব্যধারায় দেশীয় শিক্ষার প্রসার

মহাত্মা উইলিয়াম কেরী ও তাঁর প্রিয় পরিজন বাংলার নব-জাগরণের সূচনায় যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন তা গড়ে ওঠে শ্রীরামপুর মিশন ও কলেজকে কেন্দ্র করে। কালের কঠোর অনুশাসনকে উপেক্ষা করে তাঁদের অমর কীর্তি শ্রীরামপুর কলেজ আজও সগৌরবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।[৪] বাংলার নবজাগরণে এই মিশন ও কলেজের অবদান অবিস্মরণীয়।

শ্রীরামপুর বা ফ্রেডারিকনগর নামে খ্যাত এই দিনেমার শহরটি কলকাতা হতে নদীপথে পনের মাইল উত্তর-পশ্চিমে হুগলী নদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত। এই নগর অতি প্রাচীন হলেও শ্রীরামপুর নামটা খুব পুরাণো নয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রকাশিত বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে এই অঞ্চলের আকনা ও মাহেশের উল্লেখ দেখা যায়।[৫] ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে দিনেমারগণ বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের জন্য এই অঞ্চল ইজারা নেয় এবং নগর পত্তন করে। ডেনমার্কের তৎকালীন রাজা পঞ্চম ফ্রেডারিকের নামানুসারে নগরটির নাম হয় ফ্রেডারিক নগর। আঠারো শতকের শেষার্ধ হতে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত দিনেমার অধ্যুষিত এই বন্দর নগরটি ছিল জনবহুল, স্বাস্থ্যকর ও মনোরম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে ওয়ার্ডের জার্নালে আছে, "প্রকৃতি এখানে সহজ সাজে সজ্জিত; তাহার সম্পদের মধ্যে কুটীর ও কুঞ্জোদ্যানগুলি। নদীতরঙ্গে তিনি খেলা করেন, জীবধাত্রী হইয়া এখানে বিরাজ করেন। এখানে সবকিছুর ওপর কে যেন মায়ার পরশ বুলাইয়াছে।"[৬] দীনবন্ধু মিত্র সুরধুনী কাব্যে শ্রীরামপুর সম্বন্ধে লিখেছেন—

"সুধাম শ্রীরামপুর শোভা অভিরাম
হাতে ঝুলি, নামাবলী, মুখে হরিনাম।"[৭]

দেশী-বিদেশী বহু জাতির বাস ছিল এখানে। নদী-বন্দর হিসাবে এর আন্তর্জাতিক খ্যাতিও কম ছিল না। দিনেমার শাসকগণ নৈতিক দৃঢ়তা ও সাহসিকতার জন্য যেমন বিখ্যাত ছিলেন তেমনি নগর-বাসীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়ায় শান্তি ও সমৃদ্ধির সঙ্গে রাজত্ব করে যান। শ্রীরামপুর মিশনকে আশ্রয় দান ও সর্বরকম বিপদ হতে রক্ষা করার জন্য দিনেমার শাসকগণের প্রচেষ্টার কথা কোন দিন বিস্মৃত হবার নয়।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রমুখ ছাড়পত্রবিহীন ব্যাপটিষ্ট মিশনারীরা ইংলণ্ড হতে বাংলাদেশে এসে শ্রীরামপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দিনেমার গভর্নর কর্নেল বী তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং সর্বরকম সাহায্যের আশ্বাস দেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী উইলিয়ম কেরী উত্তরবঙ্গের মদনাবতী হতে এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন এবং শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন করেন। মার্শম্যান গ্রহণ করেন অর্থ সংগ্রহের ভার এবং ওয়ার্ডের ওপর মুদ্রণশালার দায়িত্ব পড়ে। মিশনের কর্মনীতির উল্লেখযোগ্য বিষয় হোল আর্থিক ব্যাপারে আত্মনির্ভরশীল হওয়া, সকলে এক পরিবারে বাস করা এবং শুধু মিশনের জন্যই কাজ করা।[৮]

এই মিশনের গৌরবময় ভূমিকা সম্বন্ধে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা লিখেছে, "The era of modern missions, based on associate organisations, begins with William Carey.[৯] শ্রীরামপুর মিশনকে কেন্দ্র করে কেরী শুধু ভারতবর্ষেই নয় সমগ্র প্রাচ্য এশিয়ায় ব্যাপকভাবে খৃষ্টধর্ম প্রচারের সূত্রপাত করেন। ইতিহাসে শ্রীরামপুর মিশনকে তাই "cradle of modern missions"[১০] রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে মিশন সংগঠিত হবার পর হতেই ধর্ম প্রচারের সঙ্গে বিভিন্ন ধারায় এর কর্মপ্রবাহ পরিচালিত হতে থাকে। বাইবেলের বঙ্গানুবাদ, বাংলা গদ্যপুস্তক প্রণয়ন, কাগজের কল

ও অক্ষরের ঢালাইখানা সহ বিরাট মুদ্রণশালা প্রতিষ্ঠা, বিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার স্থাপন, উদ্ভিদ-উদ্যান রচনা প্রভৃতি বিভিন্ন দিকে মিশনের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হয়। কিন্তু কাজ সুরু করার সূচনা হতেই মিশনকে ঈর্ষাকাতর বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়।[১১] তাছাড়া মিশন-বিরোধিতার মধ্যে ভারতবর্ষকে পঙ্গু করে রাখাও কোম্পানীর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। মার্শম্যান লিখেছেন, "....in a state of complete ignorance that England might be enabled to hold the country without anxiety and monopolise its trade and drain its resources."[১২] কোম্পানী তার এলাকার বাইরে এই বিরাট মুদ্রণশালা থাকায় খুব বিব্রত বোধ করে এবং প্রেসটি বন্ধ করে দেবার বা কলকাতায় স্থানান্তরিত করার জন্য দিনেমার সরকারের ওপর ভীষণ চাপ দেয়। দিনেমার গভর্নরের অনমনীয় দৃঢ়তার জন্য সে প্রচেষ্টা কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সফল হয়নি। মিশনের বিঘ্নসঙ্কুল শৈশব আস্তে আস্তে শেষ হয়ে আসে। বিপর্যয় এলো এবার অন্য দিক থেকে। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে মিশনের প্রেসে বিরাট অগ্নিকাণ্ড সংগঠিত হয়। এতে ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় অচিন্ত্যনীয়। কিন্তু বিধ্বস্ত প্রেসকে নতুন করে গড়ে তোলায় মিশনারীরা দেখালেন অনমনীয় দৃঢ়তা, কঠোর শ্রমসহিষ্ণুতা ও বিস্ময়কর কর্মকুশলতা। যার ফলে মিশনের চলার পথ হল সুগম।

এরপর এলো এদেশে শিক্ষার ইতিহাসে স্মরণীয় বছর ১৮১৩ খৃষ্টাব্দ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে প্রভুত্ব স্থাপনের পর অর্ধশতাব্দীকাল ধরে দেশীয়দের শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ মাথা ঘামায়নি। শুধু হিন্দু ও মুসলমানদের সন্তুষ্ট করার জন্য আঠারো শতকের শেষের দিকে বেনারসে একটি সংস্কৃত কলেজ ও কলকাতায় একটি মাদ্রাসা স্থাপন করে দেয়। কোম্পানীর একশ্রেণীর কর্মচারীরা বরং মিশনারীদের শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াসে বাধা দিতে থাকে। এই অবস্থার অবসান ঘটে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে। ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ কোম্পানীকে

১৮১৩-র চুক্তি অনুযায়ী দেশীয় শিক্ষার ব্যাপারে মনোযোগ দিতে বলে। কোম্পানী প্রথম দিকে এ ব্যাপারে নিজে সক্রিয়তা না দেখালেও মিশনারীদের ওপর বিধিনিষেধ শিথিল করে দিয়ে শিক্ষা-বিস্তারে অগ্রণী হবার স্বাধীনতা দেয়। ফলে এদেশে নব্যধারায় শিক্ষা প্রবর্তন ও প্রসারে মিশনারীরাই প্রথম এগিয়ে আসেন। নতুন সনদে কোম্পানীকে এদেশীয়দের শিক্ষার জন্য একলক্ষ টাকা ব্যয় করার যে নির্দেশ ছিল তাকে কার্য্যকরী করার উদ্দেশ্যে এদেশে ব্যাপক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন সম্পর্কে কেরী কোম্পানীকে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি দেন, "...by dividing the whole country into circles of about 150 miles diameter, in the middle of each of which should reside one superintendent of all schools within that district which should be conducted by native teachers under his direction.[১২ (ক)] তাছাড়া এই সব বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পরিদর্শকদের শিক্ষণ কার্য্যে উপযুক্ত করার জন্য নির্বাচিত ভারতীয়দের ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে শিক্ষা দেবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর কোন প্রস্তাবই কোম্পানী গ্রহণ করেনি। তবে এক লক্ষ টাকা খরচ করার কোন গরজ না দেখালেও শিক্ষা প্রসারে মিশনারীদের উৎসাহ দেয়। অনুকূল পরিবেশকে পুরোপুরি কাজে লাগাবার জন্য শ্রীরামপুর মিশন বিশেষভাবে প্রয়াসী হয় এবং নব্যধারায় শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টার পুরোভাগে আসে। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজীন এঁদের শিক্ষা প্রসারের প্রয়াস সম্বন্ধে বলেছে, "Education....(The Serampore Baptists)....have taken the lead, and set an example....which entitle them to be regarded, as the fathers and the founders of that blessings for the inhabitants of India.[১৩] প্রবোধচন্দ্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে এশিয়াটিক জার্নাল লেখে,

"Their (Serampore Missionaries') educational exertions, made for the spread of knowledge in this country, [and] were such as no preceding gentlemen had made, and the benefit they confirred....such as no others before had ever confirred ; nor have we any hope that men equal to them in knowledge and benevolence will again be born.....and impart such benefits unto us.[১৪] শিক্ষাবিস্তারের প্রাথমিক পর্যায়ে এঁদের অনেক বাধা-বিপত্তি ও বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বিশেষকরে এঁদের এই প্রয়াসকে অনেকে ধর্মান্তরকরণের কৌশল বলে মনে করেছিলেন। খৃষ্টধর্ম প্রচার করা ছিল এঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু এঁদের সমস্ত কাজকেই বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে ধরে নিলে এঁদের কাজের সঠিক মূল্যায়ন করা কখনই সম্ভব নয়। মিশনের শিক্ষা-প্রণালীর রূপ, শিক্ষা-বিস্তারের ক্ষেত্র, সাধারণ অধিবাসীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে দেখলে কখনই মনে হবে না ধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এই শিক্ষা-বিস্তারের প্রয়াস। এটা ঠিক, তাঁরা আশা করেছিলেন ছাত্ররা তাঁদের ধর্মশিক্ষা আগ্রহভরে শুনুক, কিন্তু সেই আশাপূরণ বা ভঙ্গের দ্বারা তাঁদের মহৎ প্রয়াস প্রভাবিত হয়নি। মাইকেল লেয়ার্ড বলেছেন, ".....such men as May, Marshman and Thomason undoubtedly had a genuine vocation as teachers quite apart from their missionary purpose, to provide the conditions for children to develop into responsible thinking men seemed to them to be of real value in itself."[১৫] এ সম্পর্কে আরও পরিষ্কার করে বলেছেন ই. ডি. পটস্., "Many have misguidedly accused missionaries of prostituting the high calling of education by using

it as a means of proslytization....Certainly they set up schools in hope of leadidg Indians to embrace Christianity. This after all why they had come to India. Yet if this had been solely the purpose of their schools surely they would have closed them down when it became evident that their object was not being achieved. When one reads how tenaciously the Baptists held on to and extended their educational plans it becomes clear that at least those at Serampore were interested in education for its own sake, regardless of the number of conversions achieved or not achieved."[১৬] শ্রীরামপুর মিশনও এরূপ সমালোচনার কৈফিয়ৎ প্রসঙ্গে বলেছে, "Perhaps some may be ready to ask, if this system of instruction neither makes them christians nor Britons, what does it effect, since it leaves the natives as Hindoos as before ? To this we reply by frankly acknowledging, that in our view to make any one a real christian is not the work of man but of God.....knowledge may remove prejudices and originate a superior correctness both of ideas and of conduct, which may be of the highest advantage to the society,"[১৭] এদেশের সাধারণ গরীব মানুষের অজ্ঞতা দূর করার জন্য এই মিশন যে বিরাট ও ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়েছিলেন এবং যেভাবে পবিকল্পনাকে রূপায়িত করেছিলেন তার তুলনা আমাদের শিক্ষার ইতিহাসে নেই। অথচ খুবই পরিতাপের বিষয় যে এঁদের এই মহৎ প্রয়াসের কথা ইতিহাসে যথাযোগ্য ভাবে উল্লিখিত নেই।

শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা কেরীর প্রথম হতেই ছিল এবং মালদহের মদনাবতীতে স্থিতু হবার পর ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে কেরী দেশীয় বালকদের জন্য একটি বিদ্যালয় পত্তন করেন। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে জন ফাউন্টেন কেরীর সঙ্গে যোগ দিয়ে বিদ্যালয়টির পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে মিশন সংগঠিত হবার পর শ্রীরামপুরে ১টি দেশীয় বালকদের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে যশোরে চারটি, দিনাজপুরে একটি এবং কাটোয়ায় একটি এরূপ বিদ্যালয়ের সূচনা হয়। ইতিমধ্যে স্কুল-শিক্ষক মার্শম্যান বেল ও ল্যাঙ্কাষ্টার পদ্ধতিতে নিজেকে পারদর্শী করে তোলেন এবং ঐ পদ্ধতিতে দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার চিন্তা করেন। এরূপ চিন্তা করার মূল কারণ, দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে শিক্ষালাভের প্রতি প্রবল আগ্রহ। বিদ্যালয়ের সংখ্যাও ইতিমধ্যে কিছু কিছু বাড়ে। ১৮১২ খৃষ্টাব্দেই অন্তঃত আটটি বিদ্যালয় চালু হয়।[১৮]

এদেশে পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষা প্রবর্ত্তনের সময় শ্রীরামপুর মিশন অন্যান্য সকলের মত দেশীয় প্রচলিত ব্যবস্থাকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করে নি। বরং বিস্তৃত পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্বে দেশীয় শিক্ষা সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করে। ১৮১৫-১৬ খৃষ্টাব্দে এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে Hints Relative to Native Education নামে একটি পুস্তিকা মিশন প্রকাশ করে। ভারতে শিক্ষা বিষয়ক তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনা এইটিই প্রথম। জন ক্লার্ক মার্শম্যান এ সম্বন্ধে বলেছেন, "It is very interesting to note that Dr. Marshman's scheme is the first orgainsed plan for the establishment of schools which had ever been deviced in India."[১৯] এই পুস্তিকাটি সে সময় ভারতে ও ভারতের বাইরে শিক্ষানুরাগীদের মধ্যে বিশেষ সাড়া জাগিয়ে তোলে। দেশীয় বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক কারণ ব্যাখ্যা করার সময় এঁরা এদেশের বেশীর ভাগ অধিবাসীদের অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেন

এবং সেই সঙ্গে সাধারণ লোকের নিদারুণ আর্থিক দুরবস্থার বিষয়টিও বিশেষ সংবেদনশীলভাবে অনুভব করেন। আরও লক্ষ্য করেন যে গ্রামাঞ্চল ও সহরাঞ্চলে যে সব প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে সেগুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। উপযুক্ত শিক্ষক, সুনির্দিষ্ট শিক্ষা-প্রণালী, মুদ্রিত পুস্তক প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাব এই বিদ্যালয়গুলিকে সম্পূর্ণ পঙ্গু করে রেখেছে। Hints-এ এঁরা বলেছেন, "The gain in these schools is so small that it does little more than serve to darkness visible."[২০] অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে আমাদের গ্রাম্য সমাজ-জীবনের অর্থ নৈতিক কাঠামো যে ভাবে ভেঙ্গে পড়েছিল তাতে এরূপ চিত্র সে সময় খুব অস্বাভাবিক ছিল না। তখন গ্রাম্য পাঠশালাগুলির টিকে থাকাটাই বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল। Hints-এর পরিকল্পনায় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে কি শিক্ষা এঁরা দিতে চান। প্রথমেই বলেছেন যেরূপ শিক্ষাই দেওয়া হোক না কেন, তা দেওয়া হবে শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায়। এঁদের মতে "Whatever ends besides might be answered by introducing among them the English language, the hope of impartng efficient instruction to them, or indeed to any nation in a language not their own, is completely fallacious."[২১] শিক্ষাদানের প্রথম উদ্দেশ্য হিসাবে বলেন, "improving them in the knowledge of their own language." বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শ্রীরামপুর মিশন ব্যতীত সে সময় কেউই বিষয়টির ওপর এতো গুরুত্ব দেয় নি। এদেশের অধিকাংশ ভাষাসমূহের উৎস এবং সুসমৃদ্ধ বলে সংস্কৃতের প্রতিও মিশন যথোপযুক্ত মর্যাদা প্রদর্শন করে। আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষাকে তাঁদের পরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেবার সময় বলেছেন, "But the chief advantange derivable from this plan is.....ideas for which India must be

indebted to the west, at present the seat of science, and for the communication of which, generations yet unborn will pour benedictions on the British name.'[২২] এ কথা কি আজ আমরা অস্বীকার করতে পারি? এঁদের পরিকল্পনার মধ্যে দিয়েই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বার্তা প্রথম আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়। বিজ্ঞান এঁরা পুঁথিগত বিদ্যার মত পাঠ্য পুস্তকের সাহায্যে শেখাতে চান নি, চেয়েছিলেন নানা উদাহরণের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের প্রতিপাদ্যের প্রতি এদেশীয়দের অনুভূতি ও সচেতনতা সৃষ্টি করতে। তাছাড়া ভূগোল, ইতিহাস, গণিত প্রভৃতির যথোচিত শিক্ষা দেবার পরিকল্পনা এঁরা করেছিলেন। পরিশেষে নীতি শিক্ষার ওপর জোর দেবার কথাও বলেছেন। স্থানীয় পরিবেশের পটভূমিতেই বিষয়বস্তুগুলি নির্বাচিত হয় এবং পরিকল্পনা বাংলা-দেশের জন্য রচিত হলেও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যে (ব্রহ্মদেশ সমেত) প্রবর্তিত যাতে করা যেতে পারে, তার নির্দেশেও এতে ছিল।

এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে রূপায়িত করার উপায় সম্বন্ধেও Hints-এ বিস্তৃত আলোচনা আছে। এদেশীয়দের উপযোগী করে ল্যাঙ্কাষ্টার প্রবর্তিত প্রণালীকে এঁরা গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রণালীতে সারণী ও বই উভয়কে কাজে লাগাবার নির্দেশ আছে, ছাত্রদের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করার কথা আছে এবং শিক্ষকদের সাহায্য করার জন্য মনিটর গ্রহণেরও সুপারিশ আছে। কম খরচে বেশী ছাত্রকে তাড়াতাড়ি শিক্ষা দেবার কাজে বড় আকারের সারণী খুবই উপযোগী ছিল। তাছাড়া বানানের শুদ্ধতা ও সঠিক গণনায় এই সারণীর কার্য্যকারীতাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিক্ষার বিষয় ছিল নিম্নলিখিতগুলি— (১) দেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্য বর্ণ, শব্দ, বাক্য ও প্রাথমিক ব্যাকরণ (২) প্রাথমিক গণনা ও গণিত (৩) সৌরজগত, সেই সঙ্গে গতি, বল, আকর্ষণ, অভিকর্ষণ প্রভৃতি (৪) প্রাথমিক ভূগোল (স্থানীয় অঞ্চলের উপর

বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে), (৫) আলো, তাপ, বায়ু, জল, আবহাওয়াতত্ব, ধাতুবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান-বিষয় (৬) ইতিহাস (৭) নীতিশিক্ষা। বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যাপারে তিনটি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন ঃ—(১) মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তক (২) বিদ্যালয় পরিচালনা ও শিক্ষা তত্ত্বাবধান এবং (৩) ছাত্রদের আর্থিক সংগতি ও বিদ্যালয়ে যোগদানের সুযোগ-সুবিধা। মুদ্রিত পুস্তকের অভাব এদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অসুবিধা ছিল। মিশন বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনার সঙ্গে সারণী, বিজ্ঞানের কপিবুক, ভাষাশিক্ষার প্রাথমিক বই, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও প্রকাশের ব্যবস্থা করে। শিক্ষা বিস্তারে মিশনের সাফল্য অনেকাংশে এই মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তকের জন্যই হয়েছিল। পাঠ্যপুস্তক প্রকাশে মিশন ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে প্রায় পাঁচশত টাকা খরচ করে। মিশন কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকগুলি সে যুগে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার জন্য ডাঃ উইলিয়ম কেরী, ডাঃ যশুয়া মার্শম্যান (সম্পাদক) ও রেভাঃ উইলিয়াম ওয়ার্ডকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। মিঃ জন ক্লার্ক মার্শম্যান ছিলেন সহঃ সম্পাদক ও সাধারণ তত্ত্বাবধায়ক। কমিটি বিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচন, শিক্ষক নিয়োগ, পরিদর্শক নিয়োগ, পুস্তকাদি ও আসবাবপত্র সরবরাহ প্রভৃতি সবরকম দায়িত্ব বহন করতো। নির্দ্ধারিত প্রণালীতে শিক্ষক মনিটরের সাহায্যে শিক্ষাদান করতেন এবং পরিদর্শক তত্ত্বাবধান করতেন নির্দ্দিষ্ট মান অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে কিনা। উপযুক্ত শিক্ষক তৈরীর জন্য শ্রীরামপুরে একটি নর্ম্যাল স্কুল স্থাপন করা হয়েছিল। শিক্ষকতায় যোগদানের পূর্বে প্রত্যেক শিক্ষককে শ্রীরামপুর নর্ম্যাল বিদ্যালয় এবং ১৮১৮ সালের পর শ্রীরামপুর কলেজ হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে হোত। কোন গ্রাম যদি মিশনের নিকট বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য আবেদন করতো তবে প্রথমে একজন শিক্ষক নির্বাচন করে শ্রীরামপুর নরম্যাল বিদ্যালয়ে শিক্ষা

গ্রহণের জন্য পাঠাতে হোত। একাধিক ব্যক্তি এলে মিশন পরীক্ষার দ্বারা তাদের মধ্য হতে একজনকে নির্বাচন করতো। মিশনের পরিদর্শক গ্রামে উপযুক্ত স্থান সংগ্রহ করে বিদ্যালয় গৃহ ভাড়া করতো। বিদ্যালয় গৃহের ভাড়া ছিল সাধারণত দেড় টাকা। কখনও কখনও গ্রামের জমিদার বা কোন সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ নিজের বাড়ীর অংশ বা চণ্ডীমণ্ডপ বিদ্যালয়ের জন্য ছেড়ে দিতেন। বিদ্যালয়গুলির ব্যয়ভার মিশন বহন করতো এবং সেজন্য মিশন চাঁদা ও দান সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছিল। কোনরূপ সরকারী অনুদান তাঁরা পান নি। বিদ্যালয়ের খরচ ছিল নিম্নলিখিত রূপ ঃ

শিক্ষকের মাহিনা	...	৭½ টাকা
মনিটরের ভাতা	...	১ ,,
বিদ্যালয়-গৃহের ভাড়া	...	১½ ,,
বই, খাতা, কলম ইত্যাদি	...	১½ ,,
	মোট	১১½ টাকা[২৪]

এ ছাড়া প্রতি বিদ্যালয় তত্ত্বাবধানের জন্য পরিদর্শককে মাসিক ৫ টাকা হারে বেতন দিতে হোত। অতএব মোট ব্যয় ১৬½ টাকা। গড়ে প্রতি বিদ্যালয়ে যদি ৭০ জন ছাত্র ধরা হয়, তবে প্রতি ছাত্রপিছু মাসিক গড় ব্যয় দাঁড়ায় ¼ টাকার কিছু কম। শিক্ষার ব্যয় সম্বন্ধে এঁরা বলেছেন, "The expense of educating each Hindoo youth, including school rooms, books, tables, teachers monitors, superintendence will come within three rupees annually." এবং ব্যয়ভার সম্বন্ধে বলেছেন, "It is our wish, as long as Providence shall enable us, to support as many schools from the proceeds of our own labour."[২৬] কিন্তু বিদ্যালয় স্থাপনে শ্রীরামপুরের চতুস্পার্শ্বের গ্রামগুলির প্রচণ্ড আগ্রহ দেখে এঁরা বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য চাঁদা

তোলার সিদ্ধান্ত নেন, কারণ অত বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহনের ক্ষমতা তাঁদের ছিল না।

Hints-এ প্রকাশিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ হতেই মিশন শ্রীরামপুরের চারপাশে ও বাংলার বিভিন্ন জেলায় বিদ্যালয় স্থাপন করতে থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ে নানা বাধা বিপত্তি আসা সত্বেও অল্পদিনের মধ্যেই নগরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলে বিপুল সাড়া জাগায় এঁদের বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব। এরূপ সাড়া মিশনারীরা আশা করেনি। প্রথম বার্ষিক বিবরণীতে আছে, "Notwithstanding all these circumstances, the reception which the plan has met with, has been such as greatly to exceed our previous expectations."[২৭] এক বছরের মধ্যেই মিশন পরিচালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় এক শতের ওপর এবং ছাত্র সংখ্যা হয় সাত হাজারের বেশী। পরবর্তী বছরে আরও ছাত্র সংখ্যা বাড়ে। লর্ড হেস্টিংস মিশনের এই শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াসকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন এবং তাঁর বার্ষিক ছ'হাজার টাকা অনুদান পেয়ে মিশন রাজস্থানের আজমীরে কয়েকটি হিন্দী বিদ্যালয় স্থাপন করে। পরিশিষ্টে মিশন পরিচালিত বিদ্যালয় সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হল। ঐ তালিকা হতে দেখা যায় বাংলা দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল নিম্নলিখিতরূপ :[২৮]

জেলার নাম	বিদ্যালয় সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা
হুগলী জেলা (শ্রীরামপুর সমেত)	৫৪	৩৬৮৪
চব্বিশ পরগণা	২২	১৩৭০
হাওড়া	১৮	১০৭৭
বর্দ্ধমান	৭	৬৫৬
ঢাকা	৫	২৭৮
মুর্শিদাবাদ	৩	১০০
মোট—	১০৯	৭১৬৫

সন্দেহভাজন ও প্রভাবহীন হওয়া সত্ত্বেও মানবতাবাদী এই মিশনগোষ্ঠী কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে গণশিক্ষার সূচনা করেন। এর মূলে ছিল এদেশের সাধারণ লোকের শিক্ষার প্রতি অপরিমেয় আগ্রহ যা পরবর্তীকালের অবহেলায় অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়।

মিশন পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :—(১) প্রাথমিক শিক্ষার পদ্ধতি খুব চিত্তাকর্ষক। (২) ধনী, দরিদ্র, সকল জাত ও সকল সম্প্রদায়ের ছেলেদের জন্য বিদ্যালয়ের দ্বার ছিল অবারিত। (৩) বিদ্যালয়ের সমগ্র ব্যয়ভার মিশন বহন করতো। মিশনের সীমিত আর্থিক সংগতির জন্য চাঁদা ও দান সংগ্রহ করা হোতো। (৪) শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষা বাংলাকে গ্রহণ করা হয়েছিল। (৫) স্থানীয় অঞ্চলের কথা ও ভাষাশিক্ষা পাঠ্যসূচীতে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। (৬) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যভাবধারার সুসম সংমিশ্রণ করা হয়েছিল। (৭) যুগোপযোগী জ্ঞান, বিজ্ঞান, ইতিহাস, গণিত, ভূগোল প্রভৃতি সুসম অনুপাতে পাঠ্যসূচীতে ছিল। (৮) মুদ্রিতপুস্তক, চার্ট, কপিবুক প্রভৃতি সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। (৯) নীতি ও ধর্মশিক্ষাকে সাধারণের গ্রহণীয়ভাবে দেবার ব্যবস্থা ছিল। (১০) সর্বোপরি দেশের অবহেলিত গরীব দুঃখী মানুষের নিরক্ষরতা, অশিক্ষা ও অজ্ঞতা দূরীকরণে ছিল আন্তরিক প্রয়াস।

এই সকল বৈশিষ্ট্যের জন্যই সে সময় অন্য সব মিশনের বিদ্যালয়-গুলি থেকে শ্রীরামপুর মিশনের বিদ্যালয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল এবং অল্প সময়ের মধ্যে এতো বেশী সাড়া জাগাতে পেরেছিল। বিদ্যালয়গুলির প্রতি সাধারণ লোকের মনোভাব প্রথম দিকে কিছুটা বিরূপ থাকলেও পরে এঁদের আন্তরিকতা, নিষ্ঠা এবং শিক্ষানুরাগী মনোভাবের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ধনী দরিদ্র সকলেই এই শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। বিশিষ্ট মনীষীরাও এঁদের শিক্ষা প্রসারের প্রয়াসকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করেন এবং অনেকে এঁদের

তহবিলে অর্থদান করেন। দাতাদের মধ্যে স্যারহাইড ঈষ্ট, স্যারএড্‌মন্‌ষ্টোন, রাজা রাধাকান্ত দেব, শ্রীকালীশঙ্কর ঘোষাল, শ্রীরসময় দত্ত প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া সঙ্গতি সম্পন্ন গ্রামবাসীরাও মিশনের তহবিলে মুক্তহস্তে দান করতেন। উল্লেখযোগ্য ভারতীয় দাতাদের একটি তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হল।

১৮১৩ সালের আগে বা পরে এদেশে শিক্ষা প্রসারে শুধু মিশনারীরাই অগ্রণী হয়েছিল এবং শ্রীরামপুর মিশনের সঙ্গে আরও কয়েকটি মিশনারী সংগঠনও এদেশে শিক্ষাপ্রসারে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।[২৯] হেনরী ক্রেটন ও জন এলারটন গোমালতির নীলকুঠি এলাকায় দেশীয় বালকদের জন্য ১৮০৪ হতে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এলারটনকে শ্রীরামপুর মিশন বিভিন্নভাবে সাহায্য করে।[৩০] এঁদের শিক্ষাপ্রসারের প্রয়াস পরবর্তীকালে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ টমাসনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির ফরসাইথ ওলন্দাজ নগরী চুঁচুড়ায় ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে বিশেষ সাফল্য লাভ করেন নি। তাঁর উত্তর সাধক রবার্ট মেই পরে এ অঞ্চলে কৃতিত্বের সংঙ্গে বিদ্যালয়-শিক্ষা পরিচালনা করেন।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দের পর মিশনারীরা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করা সুরু করে এবং শ্রীরামপুর ছাড়া চুঁচুড়া, বর্ধমান ও কলিকাতার মিশন বিদ্যালয়গুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কলিকাতায় বেশ কয়েকটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সরকারি ও বেসরকারি অনেক শিক্ষাবিদ্‌ই সেজন্য যথেষ্ট সাহায্য করেন। কিন্তু শ্রীরামপুর মিশন, লণ্ডন মিশন ও চার্চ মিশন ছাড়া কেউই তাঁদের প্রচেষ্টাকে কলিকাতার বাইরে বিস্তৃত করার আগ্রহ দেখান নি। চার্চমিশনের ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্ট বর্ধমানকে কেন্দ্র করে কাছাকাছি অঞ্চলে ১৭টি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং লণ্ডন মিশনের রবার্ট মে চুঁচুড়া ও তার চারপাশে ৩৬টি

বিদ্যালয় স্থাপন করেন। মে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে মাসিক ৮০০ টাকা অনুদান পেতেন।[৩০] এঁদের প্রয়াস ঐ দুটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। শিক্ষাকে বাংলার বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে এমন কি সারা উত্তর ভারতে ছড়িয়ে দেবার দুঃসাহসিক প্রয়াস একমাত্র শ্রীরামপুর মিশনই গ্রহণ করে এবং এর জন্য সরকারের কোন আর্থিক সাহায্য প্রত্যাশা করেনি (শুধু রাজস্থানের বিদ্যালয়ের জন্য লর্ড হেষ্টিংস বার্ষিক ৬০০০ টাকা অনুদান দিয়েছিলেন)। নিম্নের তালিকায় বিভিন্ন সোসাইটির শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টার একটি চিত্র দেওয়া হল ঃ—[৩১]

প্রতিষ্ঠানের নাম	বিদ্যালয় স্থাপনের বছর	অঞ্চলের নাম	বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৮১৮ খৃঃ	ছাত্র সংখ্যা ১৮১৮ খৃঃ
লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি	১৮১৪	চুঁচুড়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল	৩৬	২৬৯৫
শ্রীরামপুর মিশন	১৮১৬	শ্রীরামপুর, হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা, ঢাকা, বর্ধমান, যশোর, বীরভূম, দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, আজমীর প্রভৃতি	১১১	৮০৯৭
চার্চ মিশন সোসাইটি	১৮১৬	কলিকাতা ও বর্ধমান	২৭	১৭৫৫
এস, পি, সি, কে	১৮১৮	কলিকাতা	৬	৮০০

১৮২৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ১৬০টির বেশী বাংলা প্রাথমিক বিদ্যালয়, কয়েকটি ইংরাজী ও ফার্সী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এগুলির বেশীর ভাগই শ্রীরামপুর মিশন পরিচালনা করতো। তাছাড়া অন্যান্য মিশনারী সংগঠনকেও বিদ্যালয় পরিচালনা, পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ প্রভৃতিতে এই মিশন যথেষ্ট সাহায্য করে।

মিশনারীরা যখন এদেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও প্রসারে ব্রতী হন তখন এদেশে মেয়েদের জন্য শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। হিন্দু শাস্ত্রে যদিও স্ত্রীশিক্ষার নিষেধ ছিল না, তবু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে সামাজিক কুসংস্কার এতো প্রবল হয় যে বৈধব্যের ভয় দেখিয়ে জোর করে মেয়েদের শিক্ষা হতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে রাখা হয়। সামাজিক অনুশাসনের নামে মেয়েদের ওপর তখন যে পাশবিক অত্যাচার হোতো, তার পরিপ্রেক্ষিতে স্ত্রীশিক্ষার কথা চিন্তা করার সাহস কেউ করতো না। বালিকা বিদ্যালয় তখন একটিও ছিল না। তবে সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়েদের মধ্যে কিছু কিছু পাঠাভ্যাস প্রচলিত ছিল। তাঁরা নিজ নিজ গৃহে আত্মীয়-স্বজনের সাহায্যে পড়াশুনা করার চেষ্টা করতেন। সে সময় সাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন মেয়ের সংখ্যা খুবই বিরল ছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে মিশনারীরাই প্রকৃতপক্ষে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনে প্রথম ব্রতী হন এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশীয় সমাজের প্রবল বিরোধিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার দুঃসাহস দেখাতে শ্রীরামপুর মিশনই প্রথম এগিয়ে আসে। এদেশের মেয়েদের দুঃখ দুর্দশা ও চরম লাঞ্ছনা প্রথম হতেই মিশনারীদের উদ্বেলিত করে, তবে পরিবেশ ও সুযোগের অভাবে প্রথম দিকে কিছু করে উঠতে পারে নি। ১৮১৬-১৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনের একটি বিদ্যালয়ে বালিকাদের ভর্ত্তি করা হয় এবং চিকের আড়ালে রেখে তাদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়। মিশন বিদ্যালয়ের প্রথম বিবরণীতে আছে, "In some instances girls have wished, and have been permitted, to partake of the instruc-

tion imparted by the Institution."[৩২] মেয়েদের বিদ্যালয়-শিক্ষা দেবার প্রয়াস এদেশে এইটি প্রথম। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে মে চুঁচুড়াতেও মেয়েদের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কলিকাতায় ১৮১৯ এর পর বালিকা বিদ্যালয়ের সূচনা করে তিনটি মহিলা মিশনারী সংগঠন—ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি, লেডিজ্ সোসাইটি ও লেডিজ্ এ্যাসোসিয়েসন। কলিকাতার এই সংগঠনগুলি ইউরোপীয় ও ভারতীয় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা লাভ করে। সামাজিক অনুদারতা গ্রাম অপেক্ষা কলিকাতায় অনেক কম ছিল, সেজন্য শ্রীরামপুর মিশনকে এদের অপেক্ষা অনেক বেশী সাহস ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার পরিচয় দিতে হয়।

১৮২১ খৃষ্টাব্দে প্রধানতঃ ওয়ার্ডের নেতৃত্বে শ্রীরামপুর মিশন শ্রীরামপুর ও তার চারপাশের গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের সূত্রপাত করে। ১৮২১ হতে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের বিবরণ হতে দেখা যায় মিশনের বালিকা বিদ্যালয় শুধু বাংলা নয়, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের প্রসারিত হয়েছে। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের বিবরণে বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয়ের যে সংখ্যা পাওয়া যায় তা নিম্নে প্রদত্ত হল :—[৩৩]

স্থান	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা
শ্রীরামপুর	১৩	২৫০
বীরভূম	৬	৪৪
ঢাকা	৫	১০০
চট্টগ্রাম	৩	৭৭
যশোহর	১	১৫
আকিয়াব (ব্রহ্মদেশ)	১	৬
এলাহাবাদ	১	৫
বেনারস	১	১৩
	৩১	৫১০

সে সময় অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রবর্তিত বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ :—[৩৪]

প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রথম বিদ্যালয় স্থাপনের বছর	অঞ্চল	বিদ্যালয় সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা
ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি	১৮১৯	কলিকাতা	২০	৪০০
লেডিজ সোসাইটি	১৮২১	কলিকাতা	৩০	৬০০
শ্রীরামপুর মিশন	১৮২১	শ্রীরামপুর, বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল	৩১	৫১০
লেডিজ এ্যাসোসিয়েসন	১৮২৫	কলিকাতা	১০	১৬০

তাছাড়া লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি চুঁচুড়া ও বহরমপুরে এবং চার্চ মিশনারী সোসাইটি বর্ধমান, কালনা, বাঁকুড়া ও কৃষ্ণনগরে পরবর্তী দশকে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে।[৩৫] রাজা রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ ভারতীয় মনীষী-বৃন্দও এগিয়ে আসেন স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সহায়তায়। মিশনারীরা বাংলাদেশে বালিকা বিদ্যালয়ের প্রবর্তন করলেও এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে তাঁদের প্রয়াস পরবর্তিকালে আশানুরূপ সুফলপ্রসূ হয় নি।

বিদ্যালয় স্থাপনে আশাতিরিক্ত সাফল্য লাভ করায় মিশন উচ্চ শিক্ষা নিকেতন স্থাপনে আগ্রহী হয়। তাঁদের আগ্রহ ফলপ্রসূ হয় ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে। এই বছর ১৫ই জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীরামপুর কলেজ। ভারতে শিক্ষার ইতিহাসে শ্রীরামপুর কলেজ একটি সুপরিচিত নাম। কলেজের নামকরণে আশ্রয়দাত্রী স্থান শ্রীরামপুরকে চিহ্নিত করার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠাতাগণ নিজেদের ঔদার্য ও মহানুভবতার বিশেষ পরিচয় দিয়ে গেছেন। শ্রীরামপুরমিশনারীদের শিক্ষা প্রসারের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই কলেজ সুদীর্ঘ দেড়শতাধিক বছর বাংলা তথা ভারতে শিক্ষা বিস্তারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে আজও গৌরবের সংগে

মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। কলেজ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় প্রধানতঃ বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক সরবরাহ এবং দেশীয় ধর্মযাজক তৈরী করার জন্য। তবে প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রাচ্য সাহিত্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসার করা। উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলা হয় "This Institution was to be a college for the instruction of Asiatic christians and other youths in Eastern literature and western science. The aim of the college was to improve the minds of the pupils to any extent which might appear desriable, eventually supplying them instruction in every branch of knowledge peculiarly suited to promote the welfare oi India.[৩৬] সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল কোন সংকীর্ণ নীতির দ্বারা কলেজের পরিসরকে সীমাবদ্ধ করা হয় নি। বরং সকলের জন্য দ্বার অবারিত করা হয়। কলেজ ষ্টাটুটের ১৩ নং ধারায় সুস্পষ্টভাবে লিখিত আছে, No caste, colour or country shall bar any man from admission into Serampore College."[৩৭] এই কলেজের আগে একটিমাত্র কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেটি হল ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজ। পরে ইহা প্রেসিডেন্সী কলেজ নামে সরকারের তত্বাবধানে চলে যায়। শ্রীরামপুর কলেজ কিন্তু সম্পূর্ণ মিশনের কতৃত্বাধীনে একশ ছাপান্ন বছর পরিচালিত হয়ে আসছে। তাই হিন্দু কলেজের এক বছর পরে প্রতিষ্ঠিত হলেও ভারতের প্রাচীনতম জীবিত বেসরকারী কলেজ এইটি। সে যুগের নবভাবধারা অনুযায়ী এঁরা ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করেন নি, বরং উচ্চ-শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কৃতকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেন।* তা বলে

* 'Specific Objects of the College for Asictic Christian and other youth পরিশিষ্টে প্রদত্ত হল।

এঁরা গোঁড়া প্রাচ্যবিদ ছিলেন না। প্রাচ্যের জ্ঞানের সঙ্গে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধনে ব্রতী হন এই মিশনারীরা। উচ্চ-শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে দেশীয় ভাষাকেই এঁরা বিনা দ্বিধায় নির্বাচন করেন। এঁদের সুস্পষ্ট মত ছিল যে মাতৃভাষা ছাড়া অন্যভাষায় প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া যায় না এবং বিশেষ করে সর্বসাধারণের মধ্যে কখনই শিক্ষা বিস্তার করা সম্ভব নয়। এই অভিমত সে যুগে কেউই বিশেষ গুরুত্ব দেয় নি। ইংরাজী শিক্ষা সম্বন্ধে এঁদের মত ছিল, "...they apprehend that such a step (introduction of English education) in the first instance would go far towards frustrating the very design of the institution. ....the moment a native youth found he had enough of English to enable him to copy an English letter, a stop would have been put to his studies. .....They imagined there was a prospect of their getting sixteen or twenty rupees monthly as English copyists in the metropolis, this course therefore, instead of promoting the welfare of the country, would have transformed its finest youth into mercenary copyists, ignorant of their own language, and even of English as to any purpose of mental improvement,"[৩৮] শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যধারার যে মতবিরোধ উপস্থিত হয় তাতে এই মিশন উভয় ধারার সমন্বয়ে গঠিত মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে। এ সম্পর্কে E. D. Potts বলেছেন, "Despite the initial emphasis on Sanskrit learning the college founders were not strict 'Orientalists, in respect to advance education and took a middle position between that group and

'Anglicists'. It was obviously not their intention to start an English College similar to the one later pioneered by Alexander Duff in Calcutta. Neither did they plan a centre based solely on English learning and Languages.[৩৯] এঁদের আশঙ্কা ছিল যে ইংরাজী শিক্ষার দ্বারা শিক্ষিতরা দেশের মাটির সংঙ্গে সংযোগ হারাবে। দেশের সাধারণ মানুষের সংগে এদের আর যোগ থাকবে না, দেশের সমাজ থেকে এরা হয়ে যাবে বিচ্ছিন্ন, আর প্রাচ্য সাহিত্য-দর্শনের বিরাট জ্ঞান ভাণ্ডারের দ্বার এদের কাছে রুদ্ধ হয়ে যাবে। মাতৃভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞানশিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি বিরাট অনুবাদ বিভাগ মিশন পত্তন করে এবং বহুদিন ধরে তার দায়িত্ব বহন করে।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে মিশন যখন কলেজ স্থাপন করে তখন শ্রীরামপুরের দিনেমার গভর্ণর কর্নেল ক্রেফ্‌টিং যথেষ্ট উৎসাহ দেন এবং কলেজের গৃহ নির্মাণের জন্য বার বিঘা জমি সংগ্রহ করে দেন।[৪০] তিনি কলেজের প্রথম গভর্ণরের পদও গ্রহণ করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্ণর জেনারেল লর্ডহেষ্টিংসও কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে খুব খুসী হন এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক হতে সানন্দে সম্মতি দেন। প্রথম বছরে কলেজের ছাত্রসংখ্যা হয় ৩৭ জন, এদের মধ্যে ১৯ জন ক্রীশ্চান, ১৪ জন হিন্দু ও ৪ জন কোন ধর্ম বা জাতের নয়।[৪১] ১৮২২ খৃষ্টাব্দে কলেজের সুরম্য ভবন নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। এই অট্টালিকাটি ভারতের সুন্দর কলেজ ভবনগুলির অন্যতম বলে আজও সুপরিচিত। ইহা নির্মাণে যে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় হয় তা প্রতিষ্ঠাতাগণ নিজেদের উপার্জিত অর্থ হতে দেন। এতো অর্থ ব্যয়ে গৃহ নির্মাণ করার জন্য মিশনারীদের নানা বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু সমালোচনা তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টাকে একটুও ব্যহত করেনি। তাঁরা বোধহয় জানতেন কোনকিছুর স্থায়িত্বই ভারতের

প্রধান সমস্যা এবং স্থায়িত্বের আশাতেই তাঁরা বিপুল অর্থ ব্যয়ে এই অট্টালিকা নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। বিদ্যালয়শিক্ষার মত উচ্চ শিক্ষার জন্যও একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ভাষা, সাহিত্য, গণিত, ভূগোল, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতির সংগে আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধারায় জ্যোতির্বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা করা হয়। বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য উপযুক্ত বীক্ষণাগার এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের জন্য একটি মানমন্দির গড়ে তোলা হয়। কলেজে শরীরতত্ত্ব ও চিকিৎসাবিজ্ঞান বিভাগ খোলার পরিকল্পনাও সম্পুর্ণ হয়েছিল কিন্তু ফেলিক্সের মৃত্যু ও আর্থিক অনটনের জন্য তা বাস্তবে রূপায়িত হতে পারেনি। কেরীর সুবিখ্যাত উদ্ভিদ উদ্যান উদ্ভিদতত্ত্ব ও কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষার পক্ষে বিশেষ সহায়ক ছিল। কলেজ স্থাপনে বিপুল অর্থব্যয়, বহু বিদ্যালয় পরিচালনা এবং নানা দৈব-দুর্বিপাকের জন্য কলেজের প্রাথমিক অবস্থাতেই নিদারুণ অর্থ-সংকট উপস্থিত হয়। জন ক্লার্ক মার্শম্যান লিখেছেন, "The pecuniary difficulties were found to cripple the operations of the college and to impede its progress.[৪২] দুর্যোগময় ঝড়ঝাপ্টার মধ্য দিয়ে শৈশব উত্তীর্ণ হলে প্রতিষ্ঠাতাগণ কলেজের স্থায়িত্ব দৃঢ় করার কাজে ব্রতী হন। মার্শম্যানের আশা ছিল আরও বিরাট। শিক্ষার প্রাথমিক স্তর হতে উচ্চতম স্তর পর্য্যন্ত শিক্ষাদান করার জন্য ইউরোপীয় দেশগুলির মত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের স্বপ্ন তিনি দেখতেন। সেই স্বপ্ন সফল করার জন্য রাজকীয় সনদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ডেনমার্কে যান। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ডেনমার্কের রাজা ষষ্ঠ ফ্রেডারিক শ্রীরামপুর কলেজকে ডিগ্রী প্রদান করবার অধিকার দিয়ে একটি সনদ দান করেন। ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মত ডিগ্রী প্রদান করার ক্ষমতা এশিয়ার মধ্যে শ্রীরামপুর কলেজই সর্বপ্রথম পায়। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ডেনমার্কের রাজকীয় সনদ অনুযায়ী কলেজ পরিচালনা করার বিধি লিপিবদ্ধ হয়।

এই বিধি অনুযায়ী গঠিত প্রথম কলেজ কাউন্সিলের সদস্য হলেন ডাঃ উইলিয়াম কেরী, ডাঃ জশুয়া মার্শম্যান ও মিঃ জন ক্লার্ক মার্শম্যান।

বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে শিক্ষা ব্যবস্থার অপরিহার্য্য অঙ্গ গ্রন্থাগার সংগঠনের ওপর মিশন প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেয়। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা সুরু হয় ১৮০০ খৃষ্টাব্দে মিশন প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই। কেরীর সহযোগী জন ফাউণ্টেনের ওপর গ্রন্থাগার সংগঠনের ভার পড়ে। কেরীকে সাহায্য করার জন্য ফাউণ্টেন এদেশে আসেন এবং মদনাবতীতে কেরীকে বিদ্যালয় পরিচালনা করার কাজে বিশেষ সহায়তা করেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে তিনি কেরীর সঙ্গে শ্রীরামপুরে চলে আসেন। গ্রন্থাগার সংগঠনের কাজ হাতে নেবার কয়েক মাস পরেই তাঁর জীবনাবসান হয়। ফলে এ কাজ পরবর্তী কয়েক বছরে বিশেষভাবে ব্যহত হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কলেজ প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাবের সংগে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বিশেষ পরিকল্পনা গৃহীত হয়। কলেজের prospectus এর মধ্যে বলা হয়, "To promote these objects (of the college), a library shall be formed to include the vedas the Durshunas, the Puranas and all other sungskrit works now to be obtained on any art or science, all the works obtainable in the various popular dialects of India, of whatever nature they may be, the most approved Arabic and Persian authors, with every work in them having any reference to the doctrines of Hindooism or the affairs of India .....the best authors in Greek and Latin, the best works in Italian, French, Portugese, the most approved works on divinity, history, and science in the English language."[৪৩]

কলেজ ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা হলে গ্রন্থাগারের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয় নীচের তলের সুদীর্ঘ দুটি কক্ষ। ১৮২১ সালের বিবরণে দেখা যায়…"The middle part (of the groundfloor) being intended for the chapel and the two side partitions for the library"[৪৪]. ১৮২২ খৃষ্টাব্দে কলেজ ভবনের নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে গ্রন্থাগারকে নির্দ্দিষ্ট কক্ষে স্থানান্তরিত করা হয়। এই ভবনে গ্রন্থাগারের অবস্থানের দেড়শ বছর পূর্ণ হয়েছে দুবছর আগে এবং বর্তমানে একটি উপাসনা কক্ষ ছাড়া সমগ্র নীচের তলটিতে গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা অবস্থিত। পুস্তক, পত্রিকা, পুঁথি সংগ্রহে সংগঠকদের আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল প্রবল। তাঁরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আবেদন পত্র পাঠান এবং ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। আবেদনে সাড়া দেন অনেক মনীষী। বহু মূল্যবান গ্রন্থ সংগৃহীত হয় গ্রন্থাগারে।* দাতাগণের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ভারতের রাজা রামমোহন রায়, ফ্রান্সের অধ্যাপক ফিফার, অষ্ট্রিয়ার অধ্যাপক ভেটর এবং ইংলণ্ডের রেভারেণ্ড মাইকেল ও আইটন। প্রতিষ্ঠাতাগণ তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ—তিন হাজারেরও বেশী বই ও পুঁথি, কলেজ গ্রন্থাগারে দান করেন। প্রতিষ্ঠাতাগণের শিক্ষা বিস্তারের মহান প্রয়াসের সাক্ষ্যবহনকারী এই গ্রন্থাগারটি আজও প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা। অনুসন্ধিৎসু গবেষক ও পাঠকদের দেখা যায় এঁদের সংগৃহীত গ্রন্থরাজির মধ্যে গভীর অভিনিবেশে নিমগ্ন থাকতে।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দ হতে ১৮২০-২২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মিশনের শিক্ষা বিস্তার প্রয়াস বিভিন্ন ধারায় সুপ্রসারিত হয় এবং কর্মক্ষেত্রও হয় সুবিস্তৃত, ফলে কার্য্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হয় প্রচুর অর্থ ও উপযুক্ত পরিচালকবৃন্দের। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ওয়ার্ডের মৃত্যু এবং বিভিন্ন সময়ে মিশনের অর্থ সংকট সুষ্ঠু কার্য্য পরিচালনাকে কঠিন করে

* ১৮২১ খৃষ্টাব্দে সংগৃহীত পুস্তক তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হ'ল।

ফেলে। কেরী ও মার্শম্যানের জীবদ্দশায় কর্মধারা বজায় থাকলেও তাঁদের তিরোধানের সংগে সংগে মিশনের কর্মপ্রয়াসের সমস্ত ধারাই প্রায় সঙ্কুচিত হয়ে আসে। শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ ও দেশ সেবার যে মহান ব্রত নিয়ে তাঁরা শ্রীরামপুর মিশনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁদের পর আর কেউ রইলেন না সে প্রয়াসকে অব্যাহত রাখার জন্য। নানা কারণ আছে মিশনের কর্মক্ষেত্র সঙ্কুচিত হবার। মিশনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং ইংলণ্ডের ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটির সংগে মতবিরোধ বোধহয় কারণগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রধান। মিশন পরিচালনা বিশেষ করে আর্থিক দায়-দায়িত্ব ব্যাপারে প্রবীণ মিশনারীদের সংগে নবীন মিশনারীদের মনোমালিন্য উপস্থিত হলে নবীনরা ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় পৃথক সোসাইটি গঠন করে। ফলে, বি, এম, এস-এর কেন্দ্রিয় কমিটি শ্রীরামপুর মিশনকে আশানুরূপ সাহায্য করতে পারে না। প্রতিষ্ঠাতাগণের উদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং শ্রীরামপুর মিশনকে স্বয়ংসম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল এদেশীয় প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তোলার চেষ্টাও সকলে খুব ভালো চোখে দেখে নি। আর্থিক ব্যাপারে মিশনকে তাই প্রতিষ্ঠাতাগণের স্বোপার্জিত অর্থ এবং সহানুভূতিশীল ব্যক্তিগণের দানের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে থাকতে হয়েছিল এবং এই দান সংগ্রহও হোতো বিশেষ করে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়। সুবিস্তৃত কর্মক্ষেত্রের যে বিরাট দায়িত্ব মিশন গ্রহণ করে তাকে অব্যাহত রাখার আর্থিক সামর্থ মিশনের ছিল না এবং সেজন্য প্রতিকূল অবস্থার সংকট কাটিয়ে ওঠা কেরী মার্শম্যানের পরে মিশনের পক্ষে সম্ভব হয় নি। শিক্ষা-ব্যাপারে মিশনের নিজস্ব ধারা থাকায় এবং তা ইংরাজী শিক্ষা মতাবলম্বী বা প্রাচ্যশিক্ষা মতাবলম্বীদের কোনটিরই অনুরূপ না হওয়ায় সে যুগের এই দুটি শক্তিশালী কোন পক্ষই মিশনের সাহায্যে এগিয়ে আসে নি। ধর্মমত নিয়ে রাজা রামমোহন রায়ের সংগে মতবিরোধও এদেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে মিশনের জনপ্রিয়তা

অনেকটা হ্রাস করে। শিক্ষা ক্ষেত্রে অন্যান্য মিশনারী সোসাইটি ও দেশীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আগ্রহ বৃদ্ধি হওয়ায় কলিকাতায় কর্ম-তৎপরতা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং অল্প দিনের মধ্যেই কলিকাতা বাংলা তথা ভারতের আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে। সমস্যা জর্জরিত শ্রীরামপুরের পক্ষে তখন কর্মক্ষেত্র বিস্তার বা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নমূলক কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা মোটেই সম্ভব ছিল না। ফলে ১৮৩৭ সালের পর হতেই মিশনের শিক্ষাবিস্তারের প্রয়াস স্তিমিত হয়ে আসে। পট্‌স্ ও লেয়ার্ড মনে করেন শিক্ষা ব্যবস্থায় শ্রীরামপুর মিশন খৃষ্টধর্মের প্রভাব রাখায় এবং অন্যান্য মিশনের সংগে একযোগে প্রচেষ্টা না করায় এদের প্রচেষ্টা কয়েক বছরের মধ্যেই সঙ্কুচিত হতে থাকে।[৪৫] সঙ্কোচের আর একটি প্রধান কারণ বিদ্যালয়গুলি বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকায় তত্ত্বাবধান আশানুরূপ হোতো না এবং শিক্ষার মানও সন্তোষজনক হয় নি। পট্‌স্ উল্লেখ করেছেন, "The efficiency of schools was not in an equal ratio with their extent; the plan was therefore contracted."[৪৬]

পরবর্তীকালে দেশে যখন ইংরাজী শিক্ষার ব্যাপক প্রয়াস সুরু হয় শ্রীরামপুর মিশনের পাশ্চাত্যধারার সংমিশ্রণে দেশীয় শিক্ষাবিস্তারের প্রয়াস তখন স্তিমিত হয়ে গেছে। সেই সংগে গ্রামের দরিদ্র জনসাধাবণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপকতা কমে আসে। গ্রামের অগণিত অবহেলিত মানুষের অজ্ঞতা ও অশিক্ষার অন্ধকার দূরীকরণের যে সূচনা করেছিল শ্রীরামপুর মিশন ভারতের শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয়। বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থাতে নিজেদের নিঃশেষিত করে এঁরা এককভাবে যে বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করেন তার সমকক্ষ উদাহরণ ইতিহাসে খুব কমই পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরবর্তীকালের সকল শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টার ওপর এঁদের

প্রভাব পরোক্ষভাবে যে পড়েছিল তা বোধহয় অস্বীকার করা যায় না। সেই গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারা বহন করে শ্রীরামপুর মিশনের যে প্রয়াস আজও অব্যাহত তা হোল শ্রীরামপুর কলেজের সুদীর্ঘ দেড় শতাধিক বৎসর ধরে উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে অতুলনীয় অবদান। বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যায় এই কলেজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্নাতক স্তর পর্য্যন্ত এবং খৃষ্টধর্মতত্ত্ব শিক্ষায় নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতোকত্তর শ্রেণী পর্য্যন্ত শিক্ষা দান করে।

পাদটীকা

(৪) Chatterjee, S. : One hundred fifty years of Serampore College —pamphlet pub. by Ter Jubilee Committee, Serampore College, 1968.

(৫) মিত্র, সুধীরকুমার : হুগলী জেলার ইতিহাস (৩য় খণ্ড), ১৯৬৮, পৃঃ ১১৫৭

(৬) ঐ ঐ পৃঃ ১১৫৭

(৭) ঐ ঐ পৃঃ ১১৬০

(৮) Marshman J. C. : Life and Times of Carry, Marshman and Ward, Vol. I, 1859, p. 124

(৯) Howels. George : The story of Serampore and its College. 1918, p, 1

(১০) Do Do p 3

(১১) সিদ্দিক খান, মুহম্মদ : বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনে কেরী যুগ, ১৯৬২ পৃঃ ৩০

(১২) Marshman, J. C. : Life and Times of Carry, Marshman and Ward Vol. 1 1859, P. 19-20

(১২ ক) Laird Michael : Missionaries and Education in Bengal 1972, p, 71

(১৩) Potts E. D. : British Baptist Missionaries in India, 1967 p, 115

(১৪) Do Do p 116,

(১৫) Laird Michael : The contritutions of missionaries to education in Bengal during the administration of Lord Hastings'—published in Diamond Jubilee number of Bengal Past and Present 1967 p, 84

(১৬) Potts E. D. : British Baptist Missionaries in India, 1967 p, 114

(১৭) Serampore Mission : First Report on Native Schools, 1817 p, 41-42

(১৮) Laird Michael : Missionaries and Education in Bengal, 1972 p, 63-64

(১৯) Marshman J. C. : Life and Times of Carey, Marshman and Ward Vol, II, 1859, p, 82
(২০) Serampore Mission : Hints relative to Native Education 1816, p, 8
(২১) Do Do p, 10
(২২) Do Do p, 15
(২৩) Do Do p, 29
(২৪) Do Do p, 30
(২৫) Ward William Letter to Captain Villers p. 28-29
(২৬) Do Do Do
(২৭) Serampore Mission ; First Report on Native Schools 1817 P. 4
(২৮) Do Do P. 51
(২৯) Laird Michael : Missionaries and Education in Bengal 1972 p, 65-66
(৩০) Do Do p, 73-74
(৩১) Serampore Mission : Second Report on Native school 1818 appendix
(৩২) Do 1st Report on Native schools 1817 p. 18-19
(৩৩) বাগল যোগেশচন্দ্র : বাংলার স্ত্রীশিক্ষা ১৯৫১ পৃঃ ২৫-২৬
(৩৪) ঐ ঐ পৃঃ ১১, ৪, ২৫, ১৯
(৩৫) Laird M. Missionaries and Education in Bengal, 1972 p, 135
(৩৬) Serampore Mission : Second Report of Native schools. 1818 p, 47
(৩৭) Stewart Wilma ; Story of Serampore and its College, 1961 appexdix III
(৩৮) Serampore Mission ; Third Report of Native Schools 1823. P, 2
(৩৯) Potts E. D. ; British Baptist Missionaries in India 1967, p, 131
(৪০) Serampore Mission : First Report of Native schools 1817 p, 13
(৪১) Do Do p, 7
(৪২) Marshman J. C. : Life and Times of Carey, Marshman and Ward. Vol. II 1859 p, 259
(৪৩) Serampore Mission : Prospectus of Serampore College, July 1818, p, 10
(৪৪) » Second Report of Serampore College 1821, p, 10
(৪৫) Potts E, D British Baptist Missionaries in India 1967 p, 121
Laird M, Missionaries and Education in Bengal, 1972 p, 91
(৪৬) Potts. E. D. British Baptist Missionaries in India 1967 p, 121

———

ডাঃ উইলিয়াম কেরী

(১৭৬১—১৮৩৪)

বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের অন্যতম প্রধান রূপকার ডাঃ উইলিয়াম কেরীর জীবনীগ্রন্থ বহু রচিত হয়েছে, তবু আমার বিশ্বাস তাঁর বিরাট অবদানের যথাযথ মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে। খৃষ্টান ধর্মযাজক হওয়ায় তাঁর সকল কাজের অপক্ষপাত বিচার হয়েছে বলে মনে হয় না। অথচ তাঁর মত বহুমুখী প্রতিভা, অপরিমেয় কর্মক্ষমতা, উদার মানবদরদী ও সংবেদনশীল মন এবং অতুলনীয় চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় সে যুগে অতি অল্প মনীষীর মধ্যে দেখা গেছে। শিক্ষা, ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, সমাজসংস্কার প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে উনিশ শতকে যে পরিবর্ত্তনের জোয়ার আসে তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই আছে কেরীর পথিকৃতের অবদান।

ইউরোপীয় জনজীবনে রেনেসাঁসের উচ্ছল উন্মাদনা যখন প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করেছে, সেই সময় ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই আগস্ট ইংলণ্ডের নর্দাম্পটনের অন্তর্গত ছোট গ্রাম পলাসপিউরিতে উইলিয়াম কেরীর আবির্ভাব হয়। তাঁর মাতার নাম এলিজাবেথ উইল্‌স্ ও পিতার নাম এডমণ্ড কেরী। এডমণ্ড তাঁত বুনে জীবিকা অর্জন করতেন। কিন্তু জীবনকে উন্নত করার আগ্রহে তাঁত বোনা ছেড়ে তিনি গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষকতা এবং গীর্জার কেরানীর কাজ গ্রহণ করেন। উইলিয়ামের শৈশবজীবন পিতার আদর্শে গড়ে ওঠে। পুত্র পায় পিতার শেখবার, জানবার, বড় হবার অদম্য আগ্রহ। আর সেই সংগে ছিল তাঁর একাগ্রতা, পরিশ্রমপ্রিয়তা ও কর্মকুশলতা। উইলিয়ামের সম্বন্ধে তাঁর বাবা বলেছেন, "William's only special aptitude was steady attentiveness and industry ; plus some arithmetic quickness.[১] গাছপালা, কীটপতঙ্গ, পশুপাখী, প্রভৃতি সবকিছুকেই জানবার ইচ্ছায় উইলিয়ামের শৈশবের দিনগুলি

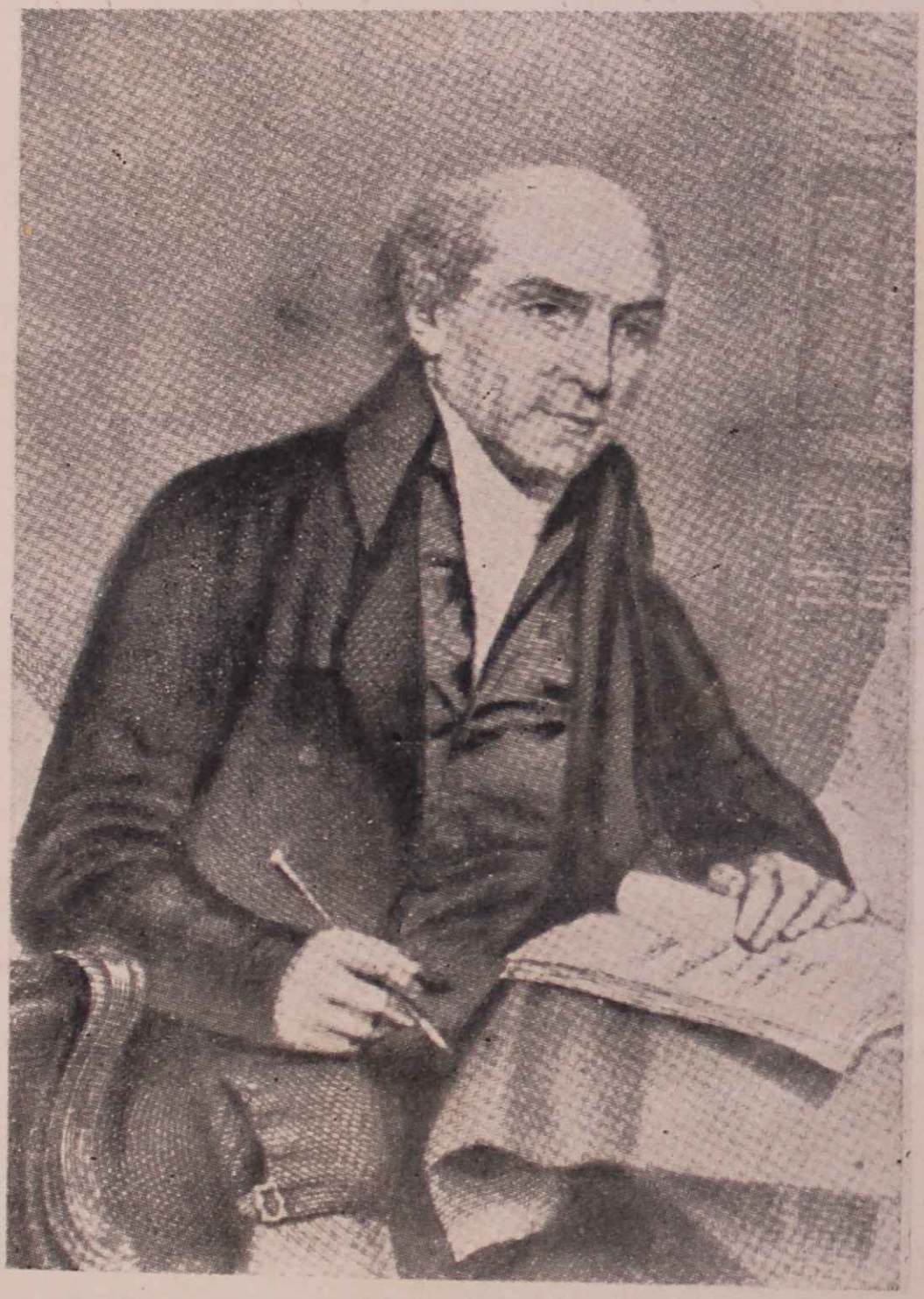

ডাঃ উইলিয়াম কেরী
(১৭৬১—১৮৩৪)

ভরে ছিল। জর্জ স্মিথ লিখেছেন, "The village surroundings and country scenery coloured the whole of the boy's after life, and did so much to make him the first agricultural improver and naturalist of Bengal, which he became."[২] ছোটবেলায় অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে পড়ার নেশা ছিল তাঁর এবং আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশী ভাষা শিক্ষার ওপর। নিজের চেষ্টায় অল্পদিনের মধ্যে তিনি গ্রীক, লাতিন, গণিত ও ধর্মশাস্ত্র পাঠ শেষ করেন। জীববিজ্ঞান ও ভ্রমণকাহিনী পড়তে তিনি বেশী ভালোবাসতেন। কলম্বাসের ভ্রমণকাহিনী পাঠে কেরীর খুব বেশী ঝোঁক থাকায় বিদ্যালয়ের বন্ধুরা তাঁকে ঠাট্টা করে কলম্বাস বলে ডাকতো। ভাষা শেখার পারদর্শিতা কেরীর ছিল বিস্ময়কর। লাতিন ভাষার শিক্ষক টমাস জোন্সকে তিনি কয়েকমাসের মধ্যে সমস্ত শব্দকোষ কণ্ঠস্থ করে শোনান। লেখাপড়া শেখার এতো আগ্রহ ও কুশলতা থাকা সত্বেও তাঁকে বারো বছর বয়সে পাঠশালা ছাড়তে হয়। দরিদ্র এডমণ্ডের পক্ষে উইলিয়ামের পড়ার খরচ চালানো সম্ভব হয় না।

খুড়ো পিটারের সংগে উইলিয়াম চাষবাসের কাজ করতে গেলেন। কিন্তু শরীরে সইলো না। তখন হ্যাক্‌ল্‌টনের মুচী ক্লার্ক নিকল্‌সের কাছে গেলেন জুতো সেলাইএর কাজ শিখতে। প্রতি রবিবার সারা সপ্তাহের তৈরী আর মেরামত করা জুতো খরিদ্দারদের বাড়ীতে পৌঁছে দিতে হোতো তাঁকে। টমাস জোন্সের কাছে গ্রীক ও হিব্রু শিখতে থাকেন এই সময়। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে নিকল্‌সের মৃত্যু হলে তিনি মিঃ টি ওল্ডের জুতোর দোকানে কাজ নেন। এখানে জন ওয়্যার নামক একজন সহকর্মীর সংগে তাঁর বিশেষ হৃদ্যতা জন্মে। জনের সংগ তরুণ কেরীর মনে অনেক পরিবর্তন আনে। মিথ্যাভাষণ ও অনেক নিন্দনীয় অভ্যাস তিনি পরিত্যাগ করেন। একান্তে বসে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার অভ্যাসও তাঁর এই সময় জন্মায়। ধর্মের বই ও ধর্ম সম্বন্ধে

আলোচনায় তিনি অনেক বেশী আনন্দ পান। ধর্মচর্চার সময় বিখ্যাত প্রচারক টমাস স্কটের সংগে তাঁর আলাপ হয়। এই পরিচয় তাঁর ভবিষ্যত জীবনের ওপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি ডরোথি প্ল্যাকেটকে বিয়ে করেন। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে নর্দাম্পটনের ব্যাপটিষ্ট মণ্ডলীর পালকসংঘে যোগ দেন। কিন্তু তখনও কেরী নিজেকে অখ্যাত মুচী ছাড়া কিছুই ভাবতে পারতেন না। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি মুলটনে একটি পাঠশালায় শিক্ষকতার চাকুরী গ্রহণ করেন। কিন্তু শিক্ষকতা করে আয় হোতো সামান্য, তাই জুতো সেলাইএর কাজও তাঁকে চালিয়ে যেতে হয়। লেখাপড়া শেখা ও ধর্মচর্চাও এই সংগে চলতে থাকে। টমাস কুকের ভ্রমণ কাহিনী পড়ে পৃথিবীর অখৃষ্টান দেশসমূহের দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের দুঃখ দূর করার প্রবল ইচ্ছা তাঁর মনে জাগে। কিন্তু অর্থ ও সুযোগের অভাব ইচ্ছাকে কার্য্যকরী করতে বাধা দেয়। ইতিমধ্যে তিনি ডাচ, ইটালিয়ান ও ফ্রেঞ্চ ভাষা শিখে ফেলেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে জুতো সেলাই ও শিক্ষকতার কাজ ছেড়ে দিয়ে তিনি লীষ্টারে তিনি ধর্মযাজকবৃত্তি গ্রহণ করেন। এই বৃত্তি পরিবর্ত্তনের সময় তাঁকে অনেক বিরোধিতা ও উপহাস সহ্য করতে হয়। নতুন পরিবেশে এসে ধর্মপ্রচারের কাজে আরও মনোযোগ দেন এবং বিদেশে প্রচার কার্য্য চালাবার ইচ্ছাও প্রবল হয়। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে কেরী বিদেশে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশে একটি সংঘ গড়ে তোলার জন্য আবেদন প্রচার করেন। কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া যায় না। পরের বছর 'An Enquiry' নামক একটি পুস্তিকায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে খৃষ্টধর্ম প্রচারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে প্রচার সংঘ গড়ে তোলার আবার আবেদন জানান। এবার তাঁর প্রচেষ্টা সফল হয়। এই পুস্তিকাটি ব্যাপটিষ্ট মণ্ডলীর সভ্যদের কাছে বিশেষ সমাদর ও গুরুত্ব লাভ করে। পরবর্তিকালে এই পুস্তিকাটি আধুনিক প্রচারকদের সনদ নামে অভিহিত হয়েছিল।[৩] শুধু তাই নয় কেরী পুস্তিকাটির মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের এমন নিখুঁত

পরিচয় দিয়েছিলেন যা সকলকে বিশেষভাবে বিস্মিত করেছিল। স্মিথ বলেছেন, "This enquiry has literary interest of its own as a cotribution to the statistics and geography of the world written in a cultured and almost finished style, such as a few, if any, University men of that day could have produced."[৪] ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর কেটারিং-এর ঐতিহাসিক সভায় enquiry সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং বিদেশে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটি সংগঠিত হয়। কেরীর ইচ্ছা ছিল তাহিতি বা পশ্চিম আফ্রিকায় প্রচারক দল নিয়ে যান। কিন্তু এই সময় বাংলা দেশ হতে প্রত্যাগত জন টমাসের সংগে দেখা হওয়ায় তিনি মত পাল্টান। রেভারেণ্ড জন টমাস (১৭৫৬-১৮০১) ছিলেন একজন চিকিৎসক ও ধর্মপ্রচারক। ইতিপূর্বে তিনি দুবার ভারত ভ্রমণ করেছিলেন। বাংলাদেশ সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল যথেষ্ট। টমাস বাংলাদেশে ফিরে যাবার জন্য উপযুক্ত সংগী ও আর্থিক সাহায্য খুঁজছিলেন। কেরীর অনুরোধে সোসাইটি টমাসকে সাহায্য করতে রাজী হয় এবং তাঁর সংগী হিসাবে কেরীকে মনোনীত করে। তাঁরা ভারত যাত্রার আয়োজন করতে থাকেন। প্রয়োজনীয় টাকার যোগাড় করাই ছিল সবচেয়ে বড় সমস্যা। তাছাড়া স্ত্রীকে রাজী করানোও বিশেষ চিন্তার ব্যাপার ছিল। কিন্তু সবচেয়ে বড় বাধা ছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরোধিতা। অবাধ লুণ্ঠন, উৎশৃঙ্খল জীবন-যাপন, বাণিজ্যের নামে শোষণ ছিল কোম্পানীর বেশীর ভাগ কর্মচারীর প্রধান লক্ষ্য। মিশনারীদের উপস্থিতিতে এই কাজগুলির বিঘ্নিত হবার সমূহ সম্ভাবনা। তাই কোম্পানী তার রাজত্বে মিশনারীর প্রবেশ নিষেধ করে দেয়। কেরী ও টমাস কোম্পানীর কাছ থেকে অনুমতি পত্র জোগাড় করতে পারেন না। কিন্তু তাতে তাঁরা দমলেন না, বিনা অনুমতিতেই বাংলায় যাবার তাঁরা আয়োজন করতে থাকেন। কিন্তু বিনা ছাড়পত্রের

যাত্রী নিয়ে যেতে কোন জাহাজই রাজী হতে চাইলো না। অবশেষে বহু চেষ্টার পর একটি দিনেমার জাহাজে তাঁদের স্থান হোল। কিন্তু জাহাজের ভাড়া বেশী হওয়ায় তাঁরা আবার মুস্কিলে পড়েন এবং বন্ধুদের কাছে ভিক্ষে করে কোনরকমে অর্থ সংগ্রহ করেন। এই সংকটে বন্ধু রাইল্যাণ্ডের সাহায্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ তাঁর সাহায্য ছাড়া কেরীর পক্ষে সম্ভব ছিল না বাংলাদেশে আসা। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ১৩ই জুন বহু আশা ও উদ্বেগ নিয়ে বাংলাদেশের উদ্দেশে যাত্রা করেন টমাস ও সপরিবারে কেরী। প্রবাসীরা অনেকদিন পরে দেশে ফেরার সময় যেরূপ আনন্দ পায়, তাঁরা সেই আনন্দেই স্বদেশ ত্যাগ করেন। এস, পি, কেরী লিখেছেন, "They could exultantly say : 'Men never saw their native land with more joy than we left it"[৫]

দীর্ঘ পাঁচ মাস তাঁরা তরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্রের ওপর কাটান। কেরী এই সময় টমাসের কাছ থেকে বাংলা শেখেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জেনেসিসের বাংলা অনুবাদের কাজ সুরু করেন। ১১ই নভেম্বর কেরী ও টমাসকে নিয়ে দিনেমার জাহাজটি কলিকাতার কাছে নোঙর করে। ছাড়পত্র না থাকলেও তাঁদের অবতরণে কোন অসুবিধা হয় নি। জাহাজঘাটেই কেরীর সংগে টমাসের বাংলাভাষার শিক্ষক রামরাম বসুর পরিচয় হয়। তিনি শ্রীবসুকে মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে মুন্সি নিযুক্ত করেন। বাংলা গদ্য সাহিত্যের অন্যতম সূচনাকারী শ্রীরামরাম বসুর ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও শিক্ষার জন্যই কেরীর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল এদেশের নিদারুণ প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকা এবং পরবর্তী জীবনে অভাবনীয়রূপে সফল হওয়া। কলিকাতায় নামার অল্পদিনের মধ্যেই দেশটিকে কেরীর খুব ভালো লেগে যায়। পনের দিনের মধ্যেই তিনি মন্তব্য করেন, "I see one of the finest countries in the world, full of industrious inhabitants."[৬] কিছুদিন কলিকাতায় থাকার পর কেরী সপরিবারে

পর্তুগীজ উপনিবেশ ব্যাণ্ডেলে আসেন। এখানে রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে বেশীদিন থাকতে পারেন না, চলে যান সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র নবদ্বীপে। এখানে কয়েকজন পণ্ডিতের সহৃদয় ব্যবহারে বিশেষ মুগ্ধ হন এবং স্থায়িভাবে থাকা ও ছেলেদের শিক্ষার জন্য জায়গাটি তাঁর খুব পছন্দ হয়। কিন্তু আর্থিক অনটন ও স্থায়িত্বের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থান না হওয়ায় সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় কলিকাতায় ফিরে আসেন এবং মানিকতলায় একটি বাড়ীতে আশ্রয় লাভ করেন। শিবপুরে কোম্পানীর বোটানিক্যাল গার্ডেনের অধ্যক্ষ পদ লাভ করার জন্য তিনি এসময় চেষ্টা করেন, কিন্তু আবেদন করতে গিয়ে দেখেন আগেই ডাঃ রক্সবার্গকে নিযুক্ত করা হয়ে গিয়েছে। তখন কলিকাতা হতে শ্বাপদসঙ্কুল সুন্দরবনের দেহাট্টায় যান এবং সেখানে একজন ইংরাজ রাজকর্মচারীর কাছে আশ্রয় লাভ করেন। এভাবে বাংলায় পদার্পনের পর প্রায় সাত আট মাস হালভাঙ্গা নৌকার মত সমস্ত পরিবার নিয়ে কেরীকে এক জায়গা হতে অন্য জায়গায় শুধু ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে। শারিরীক ও মানসিক অত্যধিক যন্ত্রণায় কেরী পত্নি প্রায় অর্ধ উন্মাদের মত হয়ে যান। এই নিদারুণ বিপর্য্যয়ের মধ্যেও কেরী তাঁর আসল উদ্দেশ্য একবারও বিস্মৃত হন নি এবং বাংলা ভাষা শেখা একদিনও বন্ধ করেন নি। অবশেষে এই ঘোরাঘুরির শেষ হল। দেহাট্টায় তিনি যখন জমি নিয়ে চাষবাসের উদ্যোগ কচ্ছেন সে সময় টমাস তাঁর জন্য জর্জ উডনীর নীলের কারখানায় ম্যানেজারের চাকুরী জোগাড় করে দেন। ধর্মপ্রাণ কেরীর পক্ষে এই কাজ করা খুব কঠিন ছিল, কিন্তু আর্থিক অনিশ্চয়তা দূর হবে এইকথা চিন্তা করে তিনি এই চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে কেরী উডনীর কারখানায় চাকুরী নিয়ে মালদহের মদনাবতীতে আসেন এবং ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে থাকেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই তিনি বাংলা ভাষা মোটামুটি কাজ চালাবার মত শিখে ফেলেন এবং নিজের সুবিধার জন্য একটি শব্দকোষ ও ব্যাকরণ রচনা

করেন। মদনাবতীতে আসার পরই তিনি দেশীয় ছেলেদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কেরীর লেখা হতে জানা যায়, "we have formed a plan for setting up two colleges, for the education of twelve youths in each. I had some months ago set up a school but the poverty of the natives caused them frequently to take their children to work. To prevent this we intend to clothe and feed them, and educate them seven years in Sanskrit, Persian etc...."[৭] এই সময় তাঁকে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হোতো। সারা সপ্তাহে নীলের কারখানা ও বিদ্যালয়ে কাজ করার পর প্রতি রবিবার পায়ে হেঁটে গ্রামে গ্রামে যেতেন বাইবেলের বাণী প্রচার করতে। বাংলায় বাইবেল মুদ্রিত করার ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপায়ণের প্রচেষ্টা তিনি এই সময় হতে সুরু করেন। মুন্সি রামরাম বসুর সহায়তায় তিনি সংস্কৃত ও হিন্দুস্থানী (উর্দু) ভাষাও শিখতে থাকেন। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে জন ফাউন্টেন নামে একজন তরুণ মিশনারী তাঁর সংগে যোগ দেন। কেরীর সংগে তাঁর অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল। ফাউন্টেনের মত তরুণ আগ্রহী কর্মীকে পেয়ে কেরীর অনেক সুবিধা হয়েছিল। ফাউন্টেন খুব তাড়াতাড়ি কাজ চলনসই বাংলা-ভাষা শিখে নেন এবং বিদ্যালয় পরিচালনা ও ধর্মপ্রচারে কেরীকে সাহায্য করতে থাকেন। বাইবেলের অনুবাদ ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছিল। কিন্তু মুদ্রণের ব্যবস্থা তখনও করা সম্ভব হয় নি। এ ব্যাপারে কেরীর চেষ্টার অন্ত ছিল না। কিন্তু ছাপার খরচের হিসাব করে তিনি হতাশ হয়ে পড়েন। কলিকাতার মুদ্রাকরদের কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন দশ হাজার কপি ছয় শত পৃষ্ঠার বই ছাপাতে খরচ হবে ৪৩,৭৫০ টাকা।[৮] বাংলা ভাষায় মুদ্রণ তখন সুরু হয়ে গেছে। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে চুঁচুড়ার এনড্রুস ছাপাখানা হতে হ্যালহেড সাহেবের বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়। চার্লস উইল্‌কিন্স বইটির জন্য

বাংলা হরফ নির্মাণ করেন। এরপর কলিকাতার মুদ্রণশালা হতেও কয়েকটি বাংলা বই প্রকাশিত হয়। অর্থের অভাব না হলে কেরীর বাইবেলও ১৮০০ সালের আগেই ছাপা হয়ে যেতো। এদিকে কেরীর নীলকুঠির অবস্থাও শোচনীয় হয়ে ওঠে। দয়ালু উডনী ব্যক্তিগত ক্ষতি স্বীকার করেও কেরীকে আরও দু বছর কুঠি চালাবার ভার দেন। শুধু তাই নয়, কলিকাতার নীলাম হতে একটি কাঠের মুদ্রাযন্ত্র কিনে তিনি কেরীকে উপহার দেন। এই দান কেরীর জীবনে মহা মূল্যবান। হতাশায় নিমজ্জিত কেরীর মনে নতুন আশার সঞ্চার হয়। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে নৌকাযোগে মুদ্রাযন্ত্রটি মদনাবতীতে আনা হলে কেরী আনন্দে এতো হৈ-চৈ করেন যে গ্রামের লোকেরা যন্ত্রটির নাম দেয় 'সাহেবদের ঠাকুর।'* মুদ্রাযন্ত্রের পর দরকার হয় হরফের। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে কেরী কলিকাতায় কোম্পানীর কারখানায় হরফের অর্ডার দেন। উডনী এবছর নীলের কারখানা তুলে দেন। অন্য কোন উপায় না দেখে কেরী মদনাবতীর কাছে খিদিরপুরে আর একটি নীলের কারখানা কিনে সেখানে চলে যান।

এই বছর কেরীর জীবনে আবার পরিবর্ত্তন আসার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ইংলণ্ডের সোসাইটি একদল মিশনারী ভারতে প্রেরণ করেন। তাঁরা দিনেমার নগরী শ্রীরামপুরে আশ্রয় পান। এই দলের ওয়ার্ড এলেন কেরীর সংগে দেখা করতে। তাঁর সংগে ভবিষ্যত কর্ম-পন্থা সম্বন্ধে আলোচনা করে কেরী বুঝলেন সকলকে সেখানে আনানো সম্ভব হবে না। তখন ওয়ার্ডের অনুরোধে তিনি রাজী হলেন শ্রীরামপুরে যেতে। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ২৫এ ডিসেম্বর খিদিরপুরের সম্পত্তি ত্যাগ করে মুদ্রাযন্ত্র ও ফাউণ্টেন সহযোগে কেরী শ্রীরামপুরের উদ্দেশে যাত্রা করেন।

উনিশ শতকের উষায় কেরীর অধিনায়কত্বে গঠিত হল শ্রীরামপুর মিশন। শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা এবং এই মিশনের মধ্য দিয়ে প্রাচ্য জগতে খৃষ্টধর্ম শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করা কেরীর জীবনের অন্যতম

শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। ঐতিহাসিকেরা তাই তাঁকে Father of modern missionary movement বলে অভিহিত করেন। ডাঃ হাওয়েলস্ বলেছেন, "To carey belongs the honour of bringing home to the western church as a whole the idea that christianity involved a spirit of universal brotherhood and the right of every man without distinction of race, colour or creed to know the highest, and to realise his divine sonship and the noblest possibilities of his soul in union with the Eternal Son of God."[১০]

নবগঠিত মিশনের সাংগঠনিক পরিচালনার দায়িত্ব ছাড়াও আর্থিক বিষয়, চিকিৎসা ও বাইবেল অনুবাদের ভার কেরী নিজে গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম বছরের মধ্যেই মিশনের জন্য সুবৃহৎ ভবন ক্রয় করেন। বিভিন্ন দিক হতে মিশনের ওপর যে সমস্ত আঘাত আসে তার ধাক্কা প্রধানতঃ তাঁকেই সামলাতে হয়। এই আঘাত আসে সবচেয়ে বেশী করে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী ও তার কর্মচারীদের তরফ হতে। তিনি এই আঘাত প্রতিরোধ করতে পেরেছিলেন কয়েকজন বিশিষ্ট শুভানুধ্যায়ীর সক্রিয় প্রচেষ্টায় এবং তা না হলে তাঁর মিশন গড়ে তোলার স্বপ্ন হয়তো সফল হোতো না। এঁদের মধ্যে ডেনিস গভর্ণর কর্ণেল বী, ডেভিড ব্রাউন, ক্লডিয়াস বুকানন, ডাঃ রক্সবার্গ, জর্জ উডনী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েল্স্লীর উদার সহানুভূতি ও সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকতাও কেরীর বিঘ্নসঙ্কুল জীবন সংগ্রামে মূল্যবান পাথেয় ছিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ওয়ার্ড কেরীর পুত্র ফেলিক্স ও উইলিয়ামের সাহায্যে বাইবেলের বাংলা অনুবাদের মুদ্রণ আরম্ভ করেন। কাঠের পুরানো যন্ত্র এবং সীমিত সংখ্যার হরফ থাকায় কাজ খুব ধীরে ধীরে এগোয়। এজন্য কেরী

বাইবেলের একটি অংশ মথিয়ে রচিত মঙ্গল সমাচার আগষ্ট মাসের মধ্যেই প্রকাশ করেন। মিশন প্রেস হতে প্রকাশিত এইটিই প্রথম গ্রন্থ এবং বাংলা গদ্য সাহিত্যেরও এইটিই প্রথম।[১১] ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সিবিলিয়ানদের এদেশীয় ভাষা, সাহিত্য, রাজনীতি, প্রভৃতি শিক্ষা দেবার জন্য লর্ড ওয়েলেস্‌লী কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই কলেজে বাংলা ভাষার অধ্যাপকের পদ গ্রহণের জন্য কেরীর কাছে আহ্বান আসে। এই আহ্বান কেরীর জীবনে পরম সৌভাগ্য বহন করে নিয়ে আসে, তাঁর জীবনে সংকটময় কালরাত্রির অবসানের দেখা দেয় সুচনা। ভাষা শিক্ষার এই বিশেষ স্বীকৃতিতে তিনি উদ্যম ও কর্ম-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা ভাষার অধ্যাপকরূপে কেরীর এই নিয়োগ শুধু বাংলা গদ্য সাহিত্য সুচনার সুযোগ করে দিয়েছিল তা নয় বহু সম্ভাবনাময় সাহিত্যের পটভূমির দৃঢ় ভিত্তিও রচনার সুবিধা হয়েছিল। লর্ড ওয়েলেস্‌লীর স্থলে কোম্পানীর গভর্ণররূপে জর্জ বার্লোর নিয়োগে মিশনের সংগে কোম্পানীর সম্পর্ক অনেকটা অবনতি হয়।[১২] তিনি কেরীকে সাবধান করে দিয়ে জানান, "Government did not interfere with the prejudices of the people. They required that neither should Mr. Carey nor his colleagues."[১৩] পরিস্থিতি এমনই সঙ্কটজনক হয় যে প্রচার ও মুদ্রণের কাজ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। প্রতিবন্ধকতার সময় অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও কেরী হতাশায় ভেঙ্গে পড়েন নি। দিনেমার গভর্ণর ক্রেফটিংএর সাহায্যে এবারেও তিনি মিশনকে উদ্ধার করেন।[১৪]

১৮০১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যোগদান করেন এবং সপ্তাহে ৪দিন কলিকাতায় থাকার বন্দোবস্ত করেন। ১৩ জন ছাত্রকে নিয়ে তিনি বাংলা ক্লাস সুরু করেন এবং প্রথম টার্মের আগেই সংস্কৃত ভাষার শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন।[১৫] এখানে যোগ দেবার পর

হতেই কেরী বাংলা ভাষায় গদ্য পুস্তকের অভাব দূর করার জন্য উঠে পড়ে লাগেন এবং অল্প কয়েক বছরের মধ্যে কলেজের পণ্ডিতদের দ্বারা কয়েকটি সকলের উপযোগী বাংলা গ্রন্থ রচনা করান এবং সেগুলি মিশন প্রেস হতে মুদ্রিত করান। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি মারাঠি ভাষা শিক্ষা দানেরও দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দ হতে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক এবং মারাঠি ভাষার শিক্ষকরূপে কাজ করেন এবং তাঁর মাহিনা হয় মাসিক হাজার টাকা।[১৬] কেরীর সঙ্গে বাংলা ও বাঙ্গালীর নিবিড় যোগ এই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের জন্যই। সংস্কৃতের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের প্রকাশ্যে পরিচয় দেন ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত কলেজের বার্ষিক সম্মেলনে। বহু জ্ঞানীগুণী ও বিশিষ্ট ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের এই সমাবেশে তিনি উদ্বোধনী ভাষণ দেন সংস্কৃত ভাষায়। সকলেই চমৎকৃত ও বিস্মিত হন। ইউরোপীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করেন। লর্ড ওয়েল্‌স্‌লী তাঁর বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে বলেন, "I am much pleased with Mr. Carey's truly original and excellent speech."[১৭] কেরীর পারিবারিক জীবনেও এসময় আসে পরিবর্ত্তন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে সুদীর্ঘকাল মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণাভোগ করার পর কেরীর স্ত্রী শ্রীমতী ডরোথি কেরী মারা যান। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে চার্লোটি রুমার নামে একজন ডেনিস ভদ্রমহিলাকে তিনি বিবাহ করেন। এই সময়টা তাঁর জীবনে ছিল বিস্ময়করভাবে কর্মময়। ভারতীয় বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা, বিভিন্ন ভাষার অনুবাদ, বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণ, অভিধান ও শব্দকোষ রচনা, বাংলা গদ্যপুস্তক সংকলন, উদ্ভিদ উদ্যান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা, হিন্দু সমাজেয় নৃশংস প্রথাগুলি দূরীকরণের চেষ্টা প্রভৃতি ছিল তাঁর নিয়মিত কর্ত্তব্য-কর্মের মধ্যে। মিশন পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব পালন, মিশনকে ও মিশনারীদের সমস্ত বিপদ-আপদ হতে রক্ষা করা, নিয়মিত ভাবে ধর্ম-প্রচার করা এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে তিনটি বিষয়ে অধ্যাপনার

কাজ ছিল তাঁর নিয়মিত কাজের সর্বাগ্রে। তাঁর দৈনন্দিন কর্মসূচীর পরিচয় পাওয়া যেতে পারে নিম্নলিখিত এই দিনলিপি হতে :—

"Thursday, June 12, 1806 : Calcutta :

5 45-7.0 Dressed, Read a chapter of Bible, Devotions

7.0—10.0. Family worship in Bengali and with the servants. Read Persian with munshi, revised scripture proof in Hindusthani. Break fast, translated a portion of Ramayana from Sanskrit into English with the help of Sanskrit Pundit.

10.0.—1.30 Government college classes.

1.30 –2.0 Dinner

2.0—6.0. Revised proof of a Jeremich chapter in Bengali, translated most of matt. VII into Sanskrit with Mrityunjay's help.

6.0—7.0. Tea, Read Telegu with a pandit. A son of the Rev. Timothy Thomas of London called.

7.0—9.0. Prepared and preached an English sermon. about 40 present, including Judge Harrington.....

9 0—11.0. Translated Exekiel XI into Bengali, letter to Ryland. Read a Greek Testament chapter. commended self to God."[১৮]

কেরীর জীবনে একটি দুঃখময় অধ্যায়ের সূচনা হয় ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের পর হতে। এই অধ্যায় ব্যাপটিষ্ট মিশনের শ্রীরামপুর গোষ্ঠি ও ইংলণ্ডের গোষ্ঠির মধ্যে বিরোধকে কেন্দ্র করে হওয়ায় কেরীকে সারা জীবন

মর্মান্তিক মনোকষ্টে কাটাতে হয়। যদিও এই বিরোধ তাঁর বা মিশনের (কেরীর জীবদ্দশায়) অগ্রগতিতে কোনরকম বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর প্রেসে বিরাট অগ্নিকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে প্রেসটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কেরীর ব্যক্তিগত ক্ষতি হয় অপূরণীয়। ধ্বংসস্তুপের দিকে তাকিয়ে সজল চোখে তিনি বলেন, "In one short evening labours of years are consumed."[১৯] এই বিপর্য্যয়ে ভেঙ্গে না পড়ে কেরী ও তাঁর সহযোগীরা নতুন উদ্যমে ধ্বংসস্তুপের মধ্য হতে আবার প্রেস গড়ে তোলেন।

অনেকে মনে করেন বহুভাষাবিদ পণ্ডিতের পরিচয়ই কেরীর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। কর্মক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করে তিনি যদি শুধু ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতেন তবে তাঁকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদরূপেই জানতাম। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তিনি শৈশব হতে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা সুরু করেন এবং জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত বিভিন্ন ভাষাচর্চার মধ্যে কাটিয়ে যান। জাহাজে টমাস এবং পরে মুন্সী রামরাম বসুর সাহায্যে তিনি বাংলাভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। পরে সংস্কৃতেও বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের কাছে থেকে তিনি ভারতের প্রধান দেশীয় ভাষাগুলি শিক্ষা করেন এবং অনেক উপজাতীয় কথ্য ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন, তবে ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা ও সংস্কৃতেই তাঁর সবচেয়ে বেশী দখল জন্মেছিল। এই দুই ভাষায় বিদেশীদের মধ্যে তাঁর মত পণ্ডিত সে সময় খুব অল্প কয়েকজন ছিলেন। তাঁর বিভিন্ন ভাষার জ্ঞানকে তিনি প্রধানতঃ অনুবাদ, ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা ও গদ্য সাহিত সৃষ্টির কাছে লাগান। অনুবাদক হিসাবে তাঁকে সে যুগে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করা যায়। অনুবাদকে তিনি ধর্মপ্রচারের অন্যতম প্রধান উপায় বলে মনে করতেন। তাঁর নিজের দ্বারা ও তাঁর পরিচালনায় ৪০টি এশীয় ভাষায়

আংশিক বা সম্পূর্ণ বাইবেল প্রকাশিত হয়।[২০] মিশনের দ্বারা অনুদিত হয় আসামী, আওধি, বালুচী, বাংলা, ভাটনারী, ভূগেলী, বিকানিরী, ব্রজভাষা, বর্মী, চীনা ডোগরী, গাড়োয়ালী, গুজরাটি, হারটি, হিন্দী, জয়পুরী, কনৌজী, কাশ্মীরী, খাসী, কোশল, কুমায়ুনী, কঙ্কন, কার্ণাটিক, মাগধী, মালয়, মাল্‌ডেভিয়ান, মণিপুরী, মারাঠি, মারবারী, মেওয়ারী, মুলতানী, নেপালী, ওড়িয়া, পাল্‌পা, ফার্সী, পুস্তু, পাঞ্জাবী, সংস্কৃত, সিন্ধি, তেলেঙ্গা ও উজ্জয়িনী ভাষায়। এছাড়া শ্রীরামপুর প্রেস অপরের দ্বারা অনুদিত পার্সিক, আর্মেনীয়, সিংহলী, হিন্দুস্থানী (উর্দু), জাভানীজ, তামিল ও শ্রীনগরী ভাষার বাইবেল প্রকাশ করে। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে পর্য্যন্ত এই অনুবাদ কার্য চলে, তারপর ঘোষণা করা হয়, "Serampore intended to devote the remainder of their lives to new and more correct editions of the translations already made."[২১] ২৯টি ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ কেরী নিজে সম্পাদনা করেন এবং বাকিগুলি তাঁর সহায়তায় প্রস্তুত হয়। অনেকগুলির একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রথম হতেই কেরীর বাইবেল অনুবাদ নানারূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়। অনুবাদ অপুষ্ট এবং সাহিত্য-মূল্যহীন বলেও অনেকে সমালোচনা করেছেন। তাঁর অনুবাদ যে খুব সুখপাঠ্য হয় নি এ সম্বন্ধে কেরী নিজেও সচেতন ছিলেন এবং নতুন সংস্করণের সময় আপ্রাণ চেষ্টা করতেন অনুবাদকে উন্নত করার জন্য। প্রথমদিকে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল অনুবাদ যাতে সাধারণের বোধগম্য হয় এবং সে বিষয় তিনি সফল হয়েছেন বলে যে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন তা তাঁর অনেক বক্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে। এক জায়গায় তিনি বলেছেন, "when a man read part of Mathew to a crowd near Serampore they clearly understood it though neither the reader nor audience had previously seen a printed book."[২২] এ্যাডাম অভিযোগ করে

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে বলেন কেরী অনেকগুলি ভাষায় অনুবাদ এক সঙ্গে করার পরিকল্পনায় একটির উৎকর্ষতার প্রতি নজর দিতে পারেন নি। রামমোহন এ্যাডামের উক্তি সমর্থন করেন এবং আরও বলেন, "they were neither accurate, nor free from sectarian influence as to the expression of Christian Doctrine."[২৩] ব্যাপটিষ্ট অনুবাদক জে. ওয়েঙ্গার হতে আরম্ভ করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতা সুকুমার সেন প্রমুখ অনেক সমালোচকই কেরীর বাংলা অনুবাদ সুপাঠ্য হয় নি বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। কেরীর সংস্কৃত, মারাঠি প্রভৃতি অনুবাদেরও এরূপ সমালোচনা করা হয়েছে। তাঁর অনুবাদের সপক্ষেও সমালোচনা আছে। সে যুগের অনেক ভারতীয় পণ্ডিত এই অনুবাদগুলির উচ্চ প্রশংসা করেছেন। ক্লডিয়াস বুকানন প্রমুখ পণ্ডিতেরাও কেরীর অনুবাদের মধ্যে নিরুৎসাহিত হবার কিছু দেখেন নি। এযুগের সমালোচক রাই মিশ্র ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে হিন্দী বাইবেল সম্বন্ধে বলেছেন, "a purity of style which is remarkable considering the period at which he wrote and that which preceeded it."[২৪]

সমালোচনা যেরূপ হোক না কেন, অনুবাদের ক্ষেত্রে এবং ভারতীয় গদ্য সাহিত্যের সূচনার ক্ষেত্রে কেরী যে পথিকৃত এবং তাঁর অবদান যে বিস্ময়কর একথা কেউই অস্বীকার করতে পারেননি। কেরী ও তাঁর সহযোগী বন্ধুরা তাঁদের প্রচেষ্টার সাফল্য সম্বন্ধে সন্তুষ্ট ছিলেন এই ভেবে যে তাঁদের প্রয়াস শুধু বিভিন্ন ভাষায় বাইবেল প্রচারেরই সূচনা করে নি উপরন্তু আরও অনেককে এই কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে। আমেরিকার ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর এই প্রয়াসের সফলতার স্বীকৃতি হিসাবে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে তাঁকে ডক্টর অফ্ ডিভিনিটি উপাধি প্রদান করে।

বাইবেলের অনুবাদ ছাড়া বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী, তেলেগু, পাঞ্জাবী প্রভৃতি কয়েকটি ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন। সেগুলি সে সময়

ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে একান্ত নির্ভরশীল সহায়ক ছিল। ব্যাকরণ ছাড়া তিনি কয়েকটি ভাষার অভিধানও রচনা করেন। ভারতীয় ভাষা শিক্ষার ইতিহাসে এগুলির মূল্য খুব কম নয়। কেরীর ব্যাকরণ ও অভিধানগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বাংলা ও সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং বাংলা-ইংরাজী অভিধান। মদনাবতীতে থাকার সময়েই তিনি নিজের ব্যবহারের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত বাংলা ব্যাকরণ ও শব্দকোষ রচনা করেন এবং ১৮০১ খৃষ্টাব্দে সেই ব্যাকরণকে বিস্তৃত করে প্রকাশ করেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে তার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ হয়। চতুর্থ সংস্করণের (১৮১৮ খৃঃ) ভূমিকায় তিনি বলেন, "Bengal as the seat of the British Government in India and the centre of a great part of commerce in the East must be viewed as a country of great importance.....A knowledge of the language of this country must therefore be a very desirable object."[২৫] কেরীর বাংলা ব্যাকরণ খুব উল্লেখযোগ্য হওয়া সত্বেও উইলসন ও অন্যান্য দু-একজন পণ্ডিত ছাড়া কেউই বইটির বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেন নি। উইলসন বলেছেন, "The Bengali Grammer of Dr. Carey explains the peculiarities of Bengali alphabets and the combination of letters : .....the rules are comprehensive, though expressed with variety and simplicity, and the examples are numerous and well chosen."[২৬] ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কেরীর বাংলা ইংরাজী অভিধান প্রকাশিত হয়। এই অভিধানটি সেযুগে প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিল। উইলসন এই অভিধানের সুদীর্ঘ সমালোচনা করে বলেন, "The Dictionary of Dr. Carey must be regarded as a standard authority."[২৭]

বহু ভাষাবিদ হিসাবে কেরীর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিটি কিন্তু

দুর্ভাগ্যক্রমে প্রকাশিত হয় নি। বহু বছরের সাধনা ও পরিশ্রমে তিনি ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় একটি বহুভাষিক শব্দকোষের পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করেন। কিন্তু তা আর প্রকাশের সুযোগ পেলো না। মিশন প্রেসের অগ্নিকাণ্ডে (১৮১২ খৃষ্টাব্দ) এর অধিকাংশ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। অবশিষ্টাংশ কেরী গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। পাণ্ডুলিপিটি আমাদের পুঁথির আকারের, লম্বায় ২০·৫ ইঞ্চি ও চওড়ায় ৭·৭ ইঞ্চি, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩১২। তেরটি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার শব্দ সংখ্যা আছে ২১৮৪। মূলভাষা সংস্কৃতকে ধরা হয়েছে এবং বাংলা অক্ষরে ইহা লেখা। পাণ্ডুলিপিতে দু-তিনটি হাতের লেখা দেখা যায়। এরমধ্যে একজন কেরী স্বয়ং বলে অনুমান করা হয়। কেরী গ্রন্থটির নাম দেন, "A Universal Dictionary of Oriental Languages derived from Sanskrit, of which that language is to be the ground work." এর পরিকল্পনা সম্বন্ধে তিনি লেখেন "I mean to take Sanskrit, of course, as the ground work and to give different acceptance of every word with examples of their applications in the manner of Johnson, and then to give synonyms in the different languages derived from Sanskrit with the Hebrew and Greek terms answering there to; .....This work will be great and it is doubtful whether I shall live to complete it, but I mean to begin to arrange the materials which I have been some years collecting for this purpose."[২৮] হিব্রু ও গ্রীক প্রতিশব্দ সন্নিহিত করার পরিকল্পনা পরে তিনি পরিত্যাগ করেন। শব্দ কোষটি অমরসিংএর বিখ্যাত সংস্কৃত কোষ গ্রন্থ অমরকোষের অনুসরণে লিখিত। কেরী সম্ভবত কয়েকটি খণ্ডে গ্রন্থটি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন এবং সংরক্ষিত অংশটি বোধহয় এর একটি খণ্ড।

বহুভাষিক ভারতবর্ষে এরূপ শব্দ কোষের প্রয়োজনীয়তা কেরী তখনই বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে সুসংযোগ স্থাপন করা আরও সহজ হোতো। সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা আজও কম নয়। এরূপ শব্দকোষ বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সৌহার্দ গড়ে তোলায় যথেষ্ট সহায়ক হবে।[২৯]

শিক্ষকতার প্রতি কেরীর সবচেয়ে বেশী আগ্রহ ও শ্রদ্ধা ছিল। অল্প বেতন হওয়া সত্বেও তিনি ইংলণ্ডে থাকাকালীন একটি পাঠশালায় শিক্ষকতা করতেন। মদনাবতীতে বিদ্যালয় পরিচালনার কাজ তিনি সাগ্রহে গ্রহণ করেন। ফোর্টউইলিয়াম কলেজে ছিলেন অন্যতম জনপ্রিয় অধ্যাপক। ফোর্টউইলিয়াম কলেজের মর্য্যাদা ও গৌরববৃদ্ধি করার অনেকখানি কৃতিত্ব কেরী দাবী করতে পারেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি এই কলেজে অধ্যাপনা করে বিশেষ সম্মানের সংগে অবসর গ্রহণ করেন। শ্রীরামপুর কলেজে তিনি ধর্মশাস্ত্রের সংগে উদ্ভিদবিদ্যা, জীববিদ্যা, কৃষিবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। বিজ্ঞান শিক্ষক হিসাবেও সে সময় তিনি বিশেষ সুনাম অর্জন করেন।

শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা ও নীতি নির্ধারণে তাঁর মত তীক্ষ্ণ চিন্তাশীলতার পরিচয় সে যুগে বোধহয় কেউই দেখাতে পারেন নি। নানা প্রতিকূলতা ও বিরোধিতার মধ্যে অধ্যক্ষরূপে শ্রীরামপুর কলেজকে শুধু সচ্ছন্দে পরিচালনাই করেন নি, উপরন্তু ধীরে ধীরে তার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পাবার উপযুক্ত করে তোলেন। মিশনের বিদ্যালয় সমূহ তাঁর পরিচালনায় চতুর্দিকে সম্প্রসারিত হয়। উদার ও মহৎ শিক্ষানীতি নির্ধারণেও তিনি কোন বিরোধিতাকে গ্রাহ্য করেন নি এবং অপরের সমর্থনের আশায়ও বসে থাকেন নি। মাতৃভাষাকে শিক্ষার সর্বস্তরে মাধ্যম করা, প্রাচ্যের সাহিত্য ও দর্শনের সংগে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের উপযুক্ত

সমন্বয়ে পাঠ্যক্রম তৈরী করা, শিক্ষা ক্ষেত্রে কোনরূপ সংকীর্ণতা বা সীমাবদ্ধতা না রাখা প্রভৃতি এককভাবেই গ্রহণ করতে মিশন যে দ্বিধা করেনি তা কেরীর বলিষ্ঠ, নির্ভীক ও দৃঢ় পরিচালনার গুণেই সম্ভব হয়েছিল।

বাংলা গদ্য সাহিত্যের স্রষ্টা হিসাবে কেরী আমাদের কাছে চিরবরণীয় ও স্মরণীয়। বাংলা সাহিত্যে কেরীর স্থান নিরূপণ করতে গিয়ে সজনীকান্ত দাস বলেছেন, "তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষাকে ভদ্র ও শিক্ষিত জনের আলোচ্য ভাষার মর্য্যাদা দান করিয়াছিলেন। একদিক হইতে আরবী ও ফার্সী এবং অন্যদিক হইতে সংস্কৃতের চাপে বাংলা ভাষার যখন মৃতকল্প অবস্থা, তিনিই তখন আশ্চর্য্য রকম দূরদৃষ্টি দেখাইয়া এই ভাষার আশ্রয়ে আত্মপ্রকাশ করেন।" বহুভাষাবিদ পণ্ডিত কেরী বাংলা সাহিত্যের বহু সম্ভাবনময় ভবিষ্যত সম্পর্কে গভীরভাবে উপলব্ধি করেন সাহিত্যের সেই প্রাথমিক অবস্থাতেই এবং সেজন্য প্রাচ্যের নানা ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করার পর বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে দ্বিধা করেন নি। বাংলা ভাষা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, "Convinced as I am that the Bengali Language is superior in point of intrinsic merit to every language spoken in India and in point of real utility yields to none."

১৮০০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে প্রকাশিত কেরীর 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' বইটি বাংলা গদ্যের প্রথম পুস্তক। ইহা বাইবেলের একটি অংশ। পরের বছর তিনি নিউ টেষ্টামেণ্টের সমস্ত অংশ বাংলায় প্রকাশ করেন।

এই অনুবাদ কার্য্যে তিনি টমাস, রামরাম বসু, ফাউণ্টেন প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী বইটি প্রকাশিত হয় এবং কেরীর জীবদ্দশাতেই এর আটটি সংশোধিত

সংস্করণ মুদ্রিত হয়। নানা বিরূপ সমালোচনা হলেও বইটি সে সময় বিশেষ জনপ্রিয় হয়। কেরী সংকলিত বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম পুস্তক 'কথোপকথন' ১৮০১ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে প্রকাশিত হয়। বইটিতে সে সময়ের দৈনন্দিন জীবনের নানা ঘটনার বাস্তবচিত্র সরস সংলাপের মধ্যদিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। ফোর্টউইলিয়াম কলেজের ছাত্রদের জন্য লিখিত হলেও গ্রাম্য চলিত ভাষার ব্যবহার ও সহজ প্রকাশ ভঙ্গির জন্য বইটি বিশেষ জনপ্রিয় হয় এবং এর কয়েকটি সংস্করণও প্রকাশিত হয়। বাংলাভাষা ও সাহিত্যশিক্ষার পক্ষে কথোপকথনের গুরুত্ব বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। সংস্কৃত আশ্রয়ী বাংলা ভাষা পরিপুষ্টতা লাভ করার আগেই কথোপকথন চলিতভাষার সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয়। উইলসনের মতে "বাংলা ফ্রেজ ও ইডিয়ামে পূর্ণ থাকায় বইটি বাংলা চলতিভাষা শিক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।"[৩২] রেভারেণ্ড জে, লং বলেছেন, "বইটি এদেশীয় জীবনরীতি, চিন্তাধারা এবং বাক্‌ধারা সম্পর্কে প্রচুর আলোকপাত করেছে।"[৩৩] বইটি কেরীর ঠিক নিজের রচনা নয়, তাঁর কৃতিত্ব এটির সংকলন ও সম্পাদনার। ভূমিকায় তিনি বলেছেন, "I have employed some sensible natives to compose dialogues upon subjects of a domestic nature, and to give them precisely in natural stile of the persons supposed to be speakers."[৩৪] তিনি বইটির পরিকল্পনা করলেও মূল রচনা তাঁর দেশীয় পণ্ডিতদের। বইটি সংকলনে কেরী যে সাহস, বিচক্ষণতা ও বিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যই বিস্ময়কর। একজন ধর্মযাজক হয়ে বইটিতে তিনি গ্রামের মেয়েদের কোঁদলের ভাষাকে স্থান দিতে দ্বিধা করেন নি। যদিও এরজন্য তাঁকে অনেক বিরূপ সমালোচনা শুনতে হয়েছে। বইটির রচনায় যে সব পণ্ডিতদের হাত ছিল তাঁদের কৃতিত্বও অস্বীকার করা যায় না। বিশেষ করে পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সুতীক্ষ্ণ লেখনীর সহায়তা

যে এতে ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। অন্য কোন পণ্ডিত তাঁর মত মৌখিক গ্রাম্য ভাষা ও প্রচলিত বাংলা ইডিয়মের সংগে পরিচিত ছিলেন না।[৩৪] ১৮০১-১৮০২ খৃষ্টাব্দে তিনি ৪ খণ্ডে বাংলা রামায়ণ ও ৫ খণ্ডে বাংলা মহাভারত মুদ্রিত করান। আমাদের এই সুপ্রাচীন মহাকাব্য দুটিকে প্রচারিত ও জনপ্রিয় করার মধ্যদিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধার পরিচয়ই পাওয়া যায়। পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার পরে মহাকাব্যদুটির সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। পরবর্তিকালে রামায়ণ মহাভারত প্রণেতারা শ্রীরামপুর সংস্করণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন।

কেরীর আর একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তি 'ইতিহাসমালা' ১৮১২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইতিহাসমালা নামে ইতিহাস হলেও প্রকৃত ইতিহাস নয়। আসলে ইতিহাস আশ্রিত কাহিনীর সুন্দর সংকলন। ভাষা অনেক সহজ ও সরল এবং পূর্বের বইএর চেয়ে অনেক উন্নত হয়েছে। কিন্তু খুব বিস্ময়ের ব্যাপার সমসাময়িক যুগে প্রকাশিত কোন তালিকাতেই বইটির উল্লেখ পাওয়া যায় না। ফোর্টউইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তক হিসাবেও বইটি ব্যবহৃত হয়নি। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূচনা হয় এবং বারো বছরের মধ্যেই দেশীয় পণ্ডিতদের ও কেরীর প্রচেষ্টায় ভাষা সৌকর্যের বিস্ময়কর উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায় ইতিহাসমালায়। কথোপকথনের মত ইতিহাসমালাও কেরী দেশীয় পণ্ডিতদের সহায়তায় সংকলন করেন বলে অনেকে অনুমান করেন। ফাদার হুতিয়েন সম্প্রতিকালে ইতিহাসমালার নতুন সংস্করণ প্রকাশ করার সময় বলেছেন, "রচনাকালে কেরী এমন একজনের সাহায্য পেয়েছেন যিনি কেরীর এবং সম্ভবতঃ নিজেরই অজান্তে সত্যিকার সাহিত্যিক ছিলেন। আমার অনুমিতি এই যে ইতিহাসমালার উৎকর্ষের জন্য দায়ী সেই অচেনা বাঙ্গালী সন্তান।"[৩৫]

কেরী শুধু নিজের সংকলনের দ্বারা বাংলা গদ্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ

করার চেষ্টা করেই ক্ষান্ত হন নি, বাংলা গদ্যের ব্যাপক ও দ্রুত প্রসারের জন্য বাঙ্গালী পণ্ডিতদের নানাভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন। ফোর্টউইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের তিনি বাংলা গদ্য রচনায় শুধু উদ্বুদ্ধই করেন নি, রচনায় নানাভাবে সাহায্য করেছেন, মুদ্রণ ও প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন, প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন এবং পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ফোর্টউইলিয়াম কলেজে অনুমোদিত করিয়ে তাঁদের আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থাও করেছেন। কেরীর জন্যই বইগুলি প্রকাশিত হতে পেরেছিল, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু, গোলোকনাথ শর্মা, তারিণীচরণ মুন্সী, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, উইলিয়াম ইয়েট্‌স্, ফেলিক্স কেরী, জন ক্লার্ক মার্শম্যান প্রমুখ সে সময়ের সব গ্রন্থকারেরাই প্রত্যক্ষভাবে কেরীর সহায়তা ও অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। বাংলা গদ্যের স্রষ্টার পদে কেরীকে অভিষিক্ত করতে তাই কোনরূপ দ্বিধা হয় না। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "Carey was the pioneer of the revived interest in the vernaculars."[৩৬] বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একালের সূচনাকারী কেরী দিয়ে সুরু করে পরপর মৃত্যুঞ্জয়, রামমোহন, ঈশ্বরগুপ্ত, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার প্রভৃতির সাহিত্য কীর্তি অনুধাবন না করে বঙ্কিম ও রবীন্দ্র যুগে প্রবেশ করা যায় না।

কেরী ছিলেন বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধক। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী কেরীর কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রসারিত হওয়ায় বিজ্ঞানী কেরীর পরিচয় আমরা খুব বেশী জানতে পারিনি। অথচ এদেশে পাশ্চাত্য ধারায় বিজ্ঞান চর্চার সূচনাতে তাঁর অবদান অপরিমেয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিশেষ করে উদ্ভিদ ও কৃষি বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের কথা আমাদের অবিদিত নয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে জন ডায়ার বলেছেন "No person can be more passionately fond of natural history than Dr. Carey."[৩৭] উদ্ভিদ ও

প্রাণী জীবনের রহস্যের প্রতি বাল্যকাল হতেই গভীর আকর্ষণ অনুভব করতেন। বিচিত্র বৃক্ষলতাদি পূর্ণ উদ্যান রচনা বা কীট পতঙ্গের কৌতূহলদ্দীপক জীবনযাত্রা লক্ষ্য করা ছিল তাঁর বাল্যকালের সবচেয়ে প্রিয় কাজ। এ সম্বন্ধে ডব্লু, এইচ্, কেরী লিখেছেন, "The room, which was wholly appropriate to his use, was full of insects stuck in every corner that he might observe their progress."[৩৮] ভারতে আসার পর তিনি উদ্ভিদ চর্চার প্রচুর সুযোগ পান। মদনাবতীতে থাকার সময় তিনি জঙ্গলের মধ্যে একটি খামার তৈরী করেছিলেন এবং সেখানে বিভিন্ন রকমের দেশীয় গাছের বীজ উৎপাদন করে ইংলণ্ডে পাঠাতেন। একটি চিঠিতে তিনি লেখেন, "seeds of our sour apples pears, nectraines, plums, apricots, cherries, gooseberries, currants, strawberries or raspberries, put into a box of dry sand and sent so as to arrive in September, October, November, December, would be a great aquisition as in every European production."[৩৯] ফুলার ও রাইল্যাণ্ডকে লেখা তাঁর সব চিঠিতেই বাংলাদেশের গাছপালা, চাষবাস প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁর নানা অভিজ্ঞতার কথা থাকতো। রাইল্যাণ্ডকে লেখা একটি চিঠিতে ছিল, "The natural history of Bengal would furnish innumerable novelties to a curious inquirer. I am making collections of minute descriptions of whatever I can obtain, and intend at some future time to transmit them to Europe."[৪০] মদনাবতীতে তিনি যে খামার ও উদ্ভিদ উদ্যান রচনা করেন তাতে বিদেশ হতে আমদানীকৃত বীজের বহু ফুল ও ফলের গাছ ছিল। কিন্তু উদ্যানের মায়া ত্যাগ করে তাঁকে শ্রীরামপুরে চলে আসতে হয়েছিল। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের সংগে বীজ ও চারাগাছ বিনিময়ের জন্য নিয়মিত

যোগাযোগ রাখতেন এবং বহু বিজ্ঞানীর সংগে তাঁর সৌহার্দ জন্মে। তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের অধ্যক্ষ ডাঃ রক্সবার্গ। উভয়ে ছিলেন উভয়ের প্রেরণার উৎস এবং দুজনের বিজ্ঞান সাধনায় সাফল্য সম্ভব হয়েছিল পরস্পরের সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য।

শ্রীরামপুরে আসার পর এখানে তিনি পাঁচ একর জমিতে একটি মনোরম উদ্ভিদ উদ্যান প্রতিষ্ঠা করেন এবং মদনাবতী হতে আনা বহু বীজ এখানে রোপন করেন। কেরীর উদ্যান সেযুগে শিবপুরের উদ্যানের মতই প্রসিদ্ধ ছিল। পৃথিবীর নানান দেশের বৃক্ষলতাদি এখানে আনান এবং বিনিময়ে সে সমস্ত জায়গায় পাঠান বাংলাদেশের বিশিষ্ট বৃক্ষলতাদির বীজ। ভারত ও বাংলার বিভিন্ন স্থানেও তিনি বীজ ও চারাগাছ নিয়মিতভাবে সরবরাহ করতেন। অধ্যাপক ব্রুল বলেছেন, "Many plants to be found in Bengal to-day came of seeds first bird borne or wind sown from Carey's garden."[৪১] তাঁর উদ্যানের উল্লেখযোগ্য সম্পদ ছিল বহু দুস্প্রাপ্য গাছপালা। উদ্যান রচনায় তিনি লিনিয়ান পদ্ধতি অবলম্বন করেন। ছায়াছন্ন বীথিগুলি উদ্যানের শোভা বৃদ্ধি করে এবং সবচেয়ে সুন্দর বীথিটির নাম ছিল Carey's walk. ডেইজী ফুল কেরীর খুব প্রিয় ছিল। ডেইজীর বীজ পাঠাবার জন্য তিনি ইংলণ্ডের বন্ধুদের লেখেন। কিন্তু কোন উত্তর না পেয়ে খুব দমে যান। অনেক পরে অজানা কিছু বীজ হতে ডেইজীর চারা বেরুতে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান। তাঁর আনন্দের রূপটি ফুটে ওঠে মণ্টোগোমারীর ডেইজী কবিতায়ঃ

"Thrice welcome, little English flower
My mother country's white and red,
In rose or lily, till this hour
Never to me such beauty spread :"[৪২]

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহু দর্শক আসতেন এই মনোরম উদ্যানটির

শোভা দেখবার জন্য এবং ব্রাণ্ডিস, ক্লেগহর্ণ প্রভৃতি বনরক্ষকগণ আসতেন গাছপালার বৃদ্ধি, পুষ্টি প্রভৃতি সম্বন্ধে গবেষণা করতে। কেরীর অন্তরের অনেকখানি জুড়েছিল এই উদ্যানটি। এইখানেই ছিল তাঁর বক্তৃতামঞ্চ, প্রার্থনাবেদী; এইখানেই তিনি দিনের কাজ সুরু ও শেষ করতেন। শুধু নিজে উদ্যান রচনা করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি। তাঁর এই প্রয়াসের প্রভাবও চতুর্দিকে ছাড়িয়ে দিতে উদ্যোগী হন। দিল্লী, ঢাকা, হরিদ্বার, শাহারাণপুর প্রভৃতি জায়গায় অনেকে তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে উদ্যান প্রতিষ্ঠা করেন। এই সব উদ্যানের সংগে তিনি সবসময় যোগাযোগ রাখতেন। তবে বন্ধু রক্সবার্গের উদ্যান শিবপুর উদ্যানের সংগেই তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল সবচেয়ে বেশী। এই উদ্যানের উন্নতির জন্য রক্সবার্গকে এবং পরে ন্যাথানিয়েল ওয়ালিচকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতেন। রক্সবার্গেরও কেরীর প্রতি ছিল গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি। রক্সবার্গ প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ একটি অজ্ঞাত শাল বৃক্ষের নাম দেন Carya Saulea, কিন্তু কেরী এতে খুব অস্বস্তি বোধ করেন। তাঁর অনুরোধে রক্সবার্গ বোধহয় পরে বৃক্ষটির নাম পরিবর্তন করেন। বর্তমানের Shorea Robustaরই বোধহয় পূর্বে নাম ছিল Careya Saulea। কিন্তু তা সত্বেও রক্সবার্গ কেরীর নাম ভারতীয় উদ্ভিদ বিজ্ঞানের সংগে বিজড়িত রাখার জন্য একজাতীয় গুল্মের নামকরণ করেন Careya। এই জাতীয় গুল্ম কেবল ভারতেই পাওয়া যায় এবং ওষুধ তৈরীতে এর পাতা খুব কাজে লাগে। Careya জাতীয় গুল্মের তিনটি শ্রেণীর একটি Careya Harbacea কেরী নিজেই তরাই অঞ্চলে আবিষ্কার করেন। এর অপর দুটি শ্রেণী Careya Arborea and Careya Sphoerica ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ডেলেসার্ট তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Musse Botanique-এ এবং যশস্বী বিজ্ঞানী জন গ্রাহাম তাঁর দুস্প্রাপ্য বৃক্ষলতাদির গ্রন্থালেখ্যতে শ্রদ্ধার সংগে ডাঃ কেরীর নাম উল্লেখ করেছেন।

এশিয়াটিক সোসাইটি এবং অন্যান্য স্থানে উদ্ভিদ ও কৃষি-বিজ্ঞানের ওপর তিনি অনেকগুলি বক্তৃতা দেন এবং এদেশের কৃষি-উন্নয়নে তাঁর আন্তরিক আগ্রহের কথা বিশেষভাবে প্রকাশ করেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে এশিয়াটিক রিসার্চে "State of Agriculture in the District of Dinajpore' নামক প্রবন্ধে এদেশের শোচনীয় কৃষিব্যবস্থার মর্মন্তুদ বিবরণ দেন এবং কৃষিউন্নয়নের জন্য কি করা উচিত তা বিশদ ভাবে আলোচনা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "In one of the finest countries in the world, the state of agriculture and horticultue is so abject and degraded and the peoples food so poor and their comforts are so meagre."[৪৩]

কৃষি উন্নয়নে তাঁর বিরামহীন চেষ্টার মধ্য দিয়েই জানা যায়, গরীব চাষীদের দুর্দশার কথা তাঁর দরদী মনের কতটা দখল করেছিল। এই চেষ্টার ফলেই কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির প্রতি তিনি লর্ড হেষ্টিংস ও লেডী হেষ্টিংসের আগ্রহের সৃষ্টি করতে পারেন এবং লেডী হেষ্টিংসের সহায়তায় ১৮২০ খৃষ্টাব্দে Agri Horticultural Society for India স্থাপন করতে পারেন। প্রাথমিক পর্যায়ে নানা অসুবিধা থাকায় সোসাইটির প্রসার আশানুরূপ না হলেও ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে নিজস্ব জমি হওয়ার পর হতে এর কর্মক্ষেত্র বিস্তার লাভ করে এবং ভারতের কৃষি উন্নয়নে নানাভাবে সাহায্য করতে থাকে। ভারতের বনজ সম্পদ যে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ এ বিষয়ে সরকার ও জনসাধারণের দৃষ্টি কেরীই আকর্ষণ করেন। তিনি আক্ষেপের সংগে বলেন, "The cultivation of timbre has hitherto been neglected." অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান দিয়ে তিনি বনসংরক্ষণের নানা প্রস্তাব সরকারকে দেন। তবে তাঁর জীবদ্দশায় সরকার এ ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দেয় নি। শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের বৃক্ষলতাদির তালিকা কেরী সম্পাদিত Hortus Bengalenis-এ প্রকাশিত হয়। বন্ধু

রক্সবার্গের Flora Indicaও কেরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ওয়ালিচ তাঁর Plantae Asiatic Rariores-এ কেরীর সংগ্রহের কথা বিশেষ শ্রদ্ধার সংগে উল্লেখ করেন। কেরীর উদ্ভিদ উদ্যানের পরিচয় প্রকাশিত হয় Voigt-এর Hortus Subarbanas Calcuttansis নামক গ্রন্থে।

উদ্ভিদ বিদ্যা ব্যতীত পশু, পাখী, কীট-পতংগ, শঙ্খ, খনিজ দ্রব্যাদি প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়েও কেরীর অনুরাগ ছিল প্রবল। এসব বিষয়ে তাঁর সংগ্রহ ছিল প্রভূত এবং বিশেষ মূল্যবান। বিভিন্ন পত্রাদিতে তিনি একাধিকবার এদেশের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিস্তৃত ইতিহাস রচনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু সময় ও সুযোগের অভাবে বোধহয় তাঁর সে ইচ্ছা পূরণ হয় নি। তাঁর সমস্ত সংগ্রহ শ্রীরামপুর কলেজকে দান করার সময় বলেন, "I give and bequath to the College of Serampore, the whole of my Museum consisting of minarals, shells, corals, insects and other natural curiosities and a Hortus Siccus. Also the folio edition of Hortus Woberensis, which was presented to me by Lord Hastings."[৪৪] কিন্তু খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় কেরীর সুবিপুল সংগ্রহের খুব সামান্য অংশই রক্ষিত হয়েছে।

পাশ্চাত্য ধারায় বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবর্তন ও প্রসারে কেরীর দান অতুলনীয়। বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যম সম্বন্ধে তিনি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করতেন মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা যথাযথ ভাবে দেওয়া যায় না। শ্রীরামপুর কলেজে তিনি বাংলায় বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলন করেন এবং মার্শম্যান, ফেলিক্স, পীয়ার্স, ইয়েট্‌স্, ম্যাক প্রমুখ সহযোগীবৃন্দকে বাংলায় বিজ্ঞানের পুস্তক রচনায় উৎসাহিত করেন।

বিজ্ঞানী হিসাবে সে যুগে তিনি যথেষ্ট সমাদর ও সম্মান লাভ

করেন। বহু বিদ্বজ্জন প্রতিষ্ঠানের সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং এগ্রিহর্টিকালচারাল সোসাইটির সম্পাদক ও সভাপতিরূপে তাঁর প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা ছিল ভারতের সর্বত্র। তিনি ইংলণ্ডের লিনিয়ান সোসাইটি, জিওলজিক্যাল সোসাইটি ও হর্টিক্যালচারাল সোসাইটির ফেলো মনোনীত হন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে এশিয়াটিক সোসাইটি নিম্নলিখিত শ্রদ্ধাঞ্জলীটি প্রকাশ করে, "Asiatic Society cannot note upon their proceedings the death of Rev. William Carey D. D., so long an active member and ornament of this Institution, distinguished alike for his high attainments in the oriental languages, for his eminent services in opening the stores of Indian Literature to the Knowledge of Europe, for his extensive acquaintance with the sciences, the natural history and botany of this country and his useful contributions, in every branch, towards the promotion of the objects of the society, without placing on record this expression of their high sense of his value and merits as a scholar and a man of science, their esteem for the sterling and surpassing religious and moral excellencies of his character and their sincere grief for his irrepairable loss."[৪৫]

ধর্মান্তরকরণে ব্রতী কেরীর হিন্দু সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা সত্যই বিস্ময়কর। হিন্দুসমাজের কুসংস্কার দূর হলে, অসহায় মানুষের ওপর ধর্মের নামে নিপীড়ন বন্ধ হলে হিন্দু সমাজের উন্নতি এবং এই সমাজের উন্নতি তাঁর ধর্মপ্রচারে সাহায্য করবে না। তাই খুব আশ্চর্য্য লাগে যখন দেখি তিনি শুধু সমাজিক কুপ্রথাগুলির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেই ক্ষান্ত হন নি, উপরন্তু ঐগুলি

দূরীকরণের জন্য আজীবন অক্লান্ত সংগ্রাম করে গেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে কেরী যখন এদেশে পদার্পণ করেন তখন আমাদের সমাজের অবস্থা গতিহীন বদ্ধ জলাশয়ের মত। ধর্ম ও সমাজের নামে দরিদ্র ও অসহায় মানুষের ওপর নিপীড়ন কেরীর সংবেদনশীল মনকে যথেষ্ট নাড়া দেয়। সামাজিক অনাচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সংকল্পও জাগে তাঁর মনে। তখনকার বর্বরোচিত কুপ্রথার মধ্যে সাগরে শিশু বিসর্জন, সতীদাহ, কুষ্ঠরোগী হত্যা, গঙ্গাজলি, চড়ক প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই প্রথাগুলির উচ্ছেদের জন্য তিনি এদেশে পদার্পণের পর হতেই সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করেন। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে উডনী প্রথমে সাগরে শিশু বিসর্জন প্রথাটির প্রতি কেরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কোন বিপদ হতে উদ্ধার পাবার জন্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ সাগরে শিশু বিসর্জনের মানত করতো। পৌষমাসে সাগরদ্বীপের মেলায় শতশত শিশু বিসর্জিত হোতো সাগরের জলে। এই প্রথা রোধে কেরী উডনীকে বিশেষ সাহায্য করেন। উভয়ের চেষ্টায় লর্ড ওয়েলেসলীর দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়। কোম্পানীর রাজত্বে তখনও নিরাপদ স্থায়িত্ব আসেনি। এদেশের ধর্ম ও সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি অনুশরণের পক্ষপাতী ছিল কোম্পানী। কিন্তু তা সত্বেও ওয়েলেস্‌লী কেরীর আগ্রহে এবিষয়ে মনোযোগ দিতে স্বীকৃত হন। তিনি কেরীকে এবিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দাখিল করতে বলেন। কেরী প্রথাটির বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করেন এবং হিন্দু পণ্ডিতদের মতামত নিয়ে ওয়েলেস্‌লীকে জানান যে প্রথাটি সম্পূর্ণ সামাজিক, ধর্মের অনুশাসন এর পেছনে নেই। তিনি গভর্নর জেনারেলকে বিশেষভাবে আশস্ত করেন যে এ প্রথা রহিত হলে সমাজে গণ্ডগোল হবার কোন আশঙ্কা নেই। কেরীর রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে লর্ড ওয়েলেসলী ১৮০২ খৃষ্টাব্দে আইন দ্বারা এই প্রথা রহিত করেন। ইংরেজের আইন দ্বারা হিন্দু সামাজিক প্রথা রহিত হওয়া এইটিই প্রথম। নব্যযুগে

সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে কেরী তাই পথিকৃতের গৌরবের অধিকারী। মার্শম্যান বলেছেন, "This was the first instance of any interference by the British Government with religious observances of the natives, and the first vindication of the principles of humanity in opposition to the superstitious feelings of the people."[৪৬]

কুষ্ঠরোগীকে জীবন্ত হত্যা করার প্রতিরোধেও তিনি অনেকাংশে সফল হন। তখন কুষ্ঠরোগীর চিকিৎসা বা রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা ছিল না। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে তিনি কাটোয়ায় কুষ্ঠরোগীকে পুড়িয়ে মারার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন। এ দৃশ্য তাঁর মনে প্রচণ্ড আঘাত দেয়। কলিকাতায় ফিরে তিনি কুষ্ঠরোগীদের হাসপাতাল স্থাপনে উঠে পড়ে লাগেন। কলিকাতার বদান্য ব্যক্তিদের সহায়তায় তাঁর সে প্রচেষ্টা সফল হয়। তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজ সংস্কারকেরা ভারতের দিকে দিকে প্রচার করতে থাকেন, "বেওয়া মাত জ্বালাও, বেটি মাত মারো, কোড়হি মাত দাবাও। (Thow shall not burn thy widows, thow shall not kill thy daughters, thow shall not burn thy lepers.)"

কিন্তু সতীদাহ প্রথাটি রোধ করা খুব সহজে হয় নি। রক্ষণশীল সমাজ ইতিমধ্যে সজাগ হয়ে গেছে। তাই এই প্রথা রহিতে নানা বাদানুবাদ ওঠে এবং রক্ষণশীল পক্ষের প্রবল বিরোধিতা দেখা দেয়। এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনে কেরীর বিশিষ্ট ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং এই প্রথার অবসান করাতে তাঁর অবদানও খুব অকিঞ্চিতকর নয়। সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার প্রচেষ্টা সুরু হয় লর্ড ওয়েলেস্‌লীর আমল হতে। এই বর্বর প্রথা বন্ধ করার প্রার্থনা জানিয়ে কেরী লর্ড ওয়েলেস্‌লীকে বিস্তৃত বিবরণ দান করেন এবং বলেন ইহা সাধারণ নরহত্যার পর্যায়ভুক্ত। তাঁর বিবরণে প্রভাবিত হয়ে

ওয়েলেস্‌লী নিজামত আদালতের মতামত জিগেস করেন। নিজামত আদালতের বিচারপতিরা ইংরাজের রাজনৈতিক অসুবিধা হতে পারে চিন্তা করে প্রথাটি সরাসরি বন্ধ করে দেওয়ার অভিমত দেন নি। ওয়েলেস্‌লী তখন বিষয়টি সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধানের আদেশ দেন। কিন্তু ঠিক এই সময় ওয়েলেস্‌লীকে ইংলণ্ডে ফিরে যেতে হয়। তিনি আর বিশেষ কিছু করতে পারেন নি। উইলবারফোর্সের মতে, "Wellesly leaned heavily towards prohibition and had he continued in India one year more the frequency of such scenes (widow burning) would have been considerably reduced."[৪৭] লর্ড মিণ্টো ও লর্ড হেষ্টিংস এই প্রথাকে আংশিকভাবে দমন করতে চেষ্টা করেন। হেষ্টিংসের নির্দেশে এবং কেরীর আগ্রহে সুপ্রীম কোর্টের পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বিভিন্ন হিন্দুশাস্ত্র বিচার করে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে দেখান যে প্রথাটি কখনই অবশ্য পালনীয় কর্তব্য নয়। এই সময় এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতৃত্বে আসেন মহাত্মা রামমোহন। তাঁর নেতৃত্ব ভারতের নবজাগরণের ইতিহাসে উজ্জ্বলতম অধ্যায়। ধর্মমত ব্যাপারে রামমোহনের সংগে কেরী মতানৈক্য থাকলেও এ ব্যাপারে তাঁকে পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। শ্রীরামপুর মিশনের দুটি সংবাদপত্র Friend of India ও সমাচার দর্পণ এ আন্দোলনে যে ভূমিকা গ্রহণ করে তা অনুসরণযোগ্য আদর্শ। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড বেন্টিঙ্ক আইন প্রণয়ন করে এই প্রথাটি বন্ধ করে দেন। সেই আইনের বঙ্গানুবাদ করে দেন কেরী।

জগন্নাথের রথের চাকায় আত্মবিসর্জন, চড়কে বান বিদ্ধ হয়ে জীবন দান, গঙ্গাজলি প্রভৃতি কুপ্রথা দূরীকরণেও কেরী বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে যান। দরিদ্র ও অসহায়ের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধেও তাঁর আন্দোলন ছিল অপ্রতিহত, এদের দুঃখ দুর্দশা দূর করার প্রচেষ্টা ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। মদনাবতীতে থাকার সময়ে তিনি গ্রামের

পীড়িতদের মধ্যে ওষুধ বিতরণের ব্যবস্থা করেন। শ্রীরামপুর মিশনের চিকিৎসা ব্যবস্থার ভার তাঁর ওপর থাকায় তিনি মিশনের ওষুধ গরীব লোকেদের মধ্যেও বিতরণ করতেন। শ্রীরামপুরে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় কেরী ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ দিনেমার সরকারকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন।

বহু অভাবী মানুষ মহাজনের চড়া সুদের কারবারে বলি হয়ে ঘরবাড়ী, জমিজমা, সবকিছুই হারাতো। মহাজনদের হাত থেকে এদের বাঁচাবার জন্য কেরী ১৮২০ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে একটি ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। সাধারণ মানুষকে সঞ্চয়ী হতে উৎসাহিত করাও ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য ছিল। এক বছরের মধ্যে ব্যাঙ্কে পাঁচ হাজার পাউণ্ড জমা পড়ে। কিন্তু চার পাঁচ বছর সাফল্যের সংগে পরিচালিত হবার পর নানা সংকটের জন্য ব্যাঙ্কটি বন্ধ হয়ে যায়।

আর্তের সেবার ক্ষেত্রে কিংবা বিপদগ্রস্থ মানুষের সাহায্যে মানব-দরদী এই মনীষী সব সময়েই এগিয়ে গেছেন কোন কিছু বিচার না করেই। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন যখন এই মহামনীষীর জীবনাবসান হয় তখন সন্তান-সন্ততিদের জন্য অর্থসম্পদ তিনি কিছুই রেখে যেতে পারেন নি, কিন্তু ভারতের জনগণকে দিয়ে গেছেন নবজাগরণের বীজ, যা ভারতীয় জীবনকে আধুনিক সভ্যতার আলোয় আলোকিত করেছে।

বাংলা তথা ভারতকে তিনি গভীরভাবে ভালোবেসে ফেলেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে কাটিয়ে ভারতবাসীর সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে গেছেন। ইংলণ্ডে আর কোনোদিন ফিরে যান নি। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর এক বন্ধুর কাছে তিনি লেখেন, "My heart is weded to India, and though I am of little use, I feel pleasure in doing the little I can."[৪৮] বাংলাদেশে বাঙ্গালীদের মধ্যে থেকে নিজেকে তিনি বাঙ্গালী বলেই মনে করতেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের এক সভায় বলেন, "হিন্দুদের

মধ্যে দীর্ঘকাল বাস করিয়া আমি আজ বৃদ্ধ হইয়াছি। বঙ্গীয় ভাষা আমার মাতৃভাষার মতই আয়ত্ব হইয়াছে। আমি নিঃসংশয়েই বলিতে পারি যে এদেশের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, সংস্কার এবং হৃদয়াবেগের সহিত আমি এমনই পরিচিত হইয়াছি যে সময় সময় নিজেকে এদেশীয় বলিয়া সন্দেহ হয়।[৪৯]

বাংলা তথা ভারতের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত এই মহাজীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সজনীকান্ত দাস বলেছেন, "গীতায় কর্মযোগীর যে সব বিশেষণ আছে তার সবই কেরীর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়; কেরীকে আমি দধীচি বলে অভিহিত করতে চাই।"[৫০] দধীচির মত আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই তিনি আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় ও চিরবরণীয়।

পাদটীকা

(১) Kesavan, B. S. : Carey Exhibition on Early Printing, 1955, p. 6
(২) Smith George : Life of William Carey, 1935, p. 3
(৩) সিদ্দিক খান, মুহম্মদ : বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনে কেরী যুগ, ঢাকা, ১৯৬২, পৃঃ ৫
(৪) Smith George : Life of William Carey, p. 24
(৫) Carey, S. P. : William Carey, 1934, p. 134
(৬) Smith George : Life of William Carey, p. 47
(৭) Walker P. D. : William Carey, 1926, p. 175-176
(৮) দাস সজনীকান্ত : বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ, ৪র্থ ভাগ, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৪৫ খণ্ড পৃ ২৭১
(৯) Carey S. P. William Carey, p. 179
(১০) Howels George : The Story of Serampore and its College,
(১১) সিদ্দিক খান, মুহম্মদ : বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনে কেরীযুগ পৃ ৯৬
(১২) ঐ ঐ পৃঃ ৩২
(১৩) Carey S. P. : William Carey p. 257
(১৪) সিদ্দিক খান : বাংলা মুদ্রণ…পৃঃ ৩২
(১৫) Walker P. D. : William Carey p. 236
(১৬) দাস সজনীকান্ত : সাহিত্য সাধক চরিতমালা ১৫নং, ১৯৪৮ পৃঃ ৩৩
(১৭) Walker P. D. : William Carey p. 241
(১৮) Carey S. P. : Do p. 259
(১৯) Do Do p. 284
(২০) Smith George Do p. 171
(২১) Potts E. D. British Baptish Missionaries, 1967, p. 81
(২২) Do Do p. 34

(২৩) Carpenter Lant : Labours, opinions and Character of Rajah Rammohan Roy, 1833, p. 58-59

(২৪) O' Mally, V. S. : Modern India and the west, 1941, p. 494

(২৫) দাস সজনীকান্ত : সাহিত্যসাধক চরিতমালা, নং ১৫ পৃঃ ৩০-৩১

(২৬) ঐ ঐ পৃঃ ৩৩

(২৭) ঐ ঐ পৃঃ ৫১

(২৮) ঐ বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ, বঙ্গীয়সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা পৃঃ ৭২

(২৯) Chatterjee S. An Unpublished work of William Carey, Modern Review, Vol. CXX-XII No-3 March 1973, p. 201

(৩০) দাস সজনীকান্ত : সাহিত্য সাধক চরিতমালা, নং ১৫ পৃঃ ৫৪

(৩১) Carey William : Proceedings of the College of Fort William p. 65-66

(৩২) দাস সজনীকান্ত : সাহিত্য সাধক চরিতমালা, নং ১৫ পৃঃ ৫৪

(৩৩) ঐ ঐ

(৩৪) কেরী উইলিয়াম : কথোপকথন ৩য় সং ১৮১৪. ভূমিকা

(৩৫) কাদার স্তিয়েন : কেরী সাহেবের ইতিহাস মালা, পৃঃ ৩১

(৩৬) Carey S. P. : William Carey, p. 294

(৩৭) Smith George : Do p. 223

(৩৮) Carey, S. P. : Do p. 23

(৩৯) Smith George : Do p. 221

(৪০) Do Do p. 218

(৪১) Do Do p. 216

(৪২) Do Do p. 224

(৪৩) Srinibasan K. S. : William Carey, Bulletin Botanical Survey 1961 Vol. 3, No, 1 p. 8,

(৪৪) Do Do p. 10

(৪৫) Smith George : William Carey p 239-240

(৪৬) Marshman J. C. : Life and Times of Carey, Marshman and Ward Vol, 1 p. 158

(৪৭) Chatterjee K. R. Dr. Carey and Social Reform in India Statesman, Ang. 5, 1961

(৪৮) সান্যাল মীরা : উইলিয়াম কেরী, গ্রন্থাগার. শ্রাবণ ১৩৬৮, পৃঃ ১৮৮

(৪৯) ঐ ঐ পৃঃ ১৮৮

(৫০) দাস সজনীকান্ত : ঐ পৃঃ ১৬৬

———

শ্রীমতী হানা মার্শম্যান

(১৭৬৭-১৮৪৭)

উনিশ শতকের আগে এদেশের মেয়েদের কথা বোধহয় কেউ ভেবে দেখে নি। সামাজিক অনুশাসনের নামে তখন মেয়েদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার হোতো, মেয়েরা ছিল সবরকম অধিকার হতে বঞ্চিত, বিদ্যালয়ে যাবার স্বপ্ন দেখতেও তারা শিউরে উঠতো। উনিশ শতকের প্রত্যূষে নারীজাতির বন্ধন মুক্তি আন্দোলনের বীজ রোপন তাই নিঃসন্দেহে বাংলার নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ অবদান। নারী নিগ্রহের পাশবিক প্রথা বন্ধ করার প্রচেষ্টা যেমন উল্লেখযোগ্য তেমনি এযুগে স্ত্রী শিক্ষা প্রবর্তনের সূচনাও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ বিষয়ে অগ্রণীদের মধ্যে শ্রীমতী হানা মার্শম্যান ছিলেন অন্যতম। মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় প্রধানতঃ তাঁর ও ওয়ার্ডের চেষ্টায় শ্রীরামপুর মিশন খুলতে পারে। ১৯৬৭ সালে হানা মার্শম্যানের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রদ্ধা জানিয়ে একজন বলেছেন, "যখন আমাদের দেশের মেয়েরা লেখাপড়া করা দূরে থাক, বাইরের আলো দেখবারও অধিকার পেতো না, বিদ্যালয়ে যাবার স্বপ্ন দেখতে শিউরে উঠতো, সেই সময় সমাজের সব বাধার সামনে বিপদের সব ঝুঁকিই নিয়ে তুমি এগিয়ে এসেছিলে এদেশের মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর কাজে। তোমার নির্ভীক পদক্ষেপে ভারতে স্ত্রী শিক্ষার নবযুগের সূচনা হয়েছিল।"[১]

শ্রীরামপুর মিশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ যশুয়া মার্শম্যানের স্ত্রী ছিলেন হানা মার্শম্যান। তাঁর পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান সে যুগের অন্যতম চিন্তাশীল মনীষীরূপে খ্যাতিলাভ করেন। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ১৩ই মে হানা ইংলণ্ডের অন্তর্গত বৃষ্টলে জন্মগ্রহণ করেন। বিয়ের আগে তাঁর নাম ছিল হানা শেফার্ড। তাঁর পিতা জন শেফার্ড বৃষ্টলের একজন ছোটোখাটো জমিদার ছিলেন। তাঁর মা ছিলেন সমারসেটসায়ারের প্রসিদ্ধ ধর্মযাজক জন ক্লার্কের কন্যা। দুর্ভাগ্যক্রমে মাত্র এগারো বছর

হানা মার্শম্যান
(১৭৬৭—১৮৪৭)

বয়সে হানা পিতামাতা উভয়কেই হারান। মাতামহ রেভারেণ্ড ক্লার্কের কাছে তিনি মানুষ হন। পনের বছর বয়সে হানার স্বাস্থ্য ও মন ভেঙ্গে পড়ে। মাতামহের উপদেশে তিনি ধর্মসাধনায় মন দেন এবং সেই সাধনার মধ্য দিয়েই তিনি মন ও শরীরের শক্তি ফিরে পান। এই সময় ধর্মানুরাগী জশুয়া মার্শম্যানের সংগে তাঁর পরিচয় হয় এবং ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে উভয়ের বিবাহ হয়। বিবাহের পর স্বামীর ছন্নছাড়া জীবনে স্থায়িত্ব ও উন্নতি আনার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেন। তাঁরই চেষ্টায় জশুয়া বৃষ্টলে একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকুরী পান। বৃষ্টলের আনন্দময় পরিবেশে হানার সংসারী জীবন সুরু হয়। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে জশুয়া ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটিতে যোগ দেন এবং সেই বছরই ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে যাবার জন্য প্রস্তুত হন। হানা এ প্রস্তাবে প্রথমে খুসী হননি। ইংলণ্ডের পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে অনিশ্চিতের মধ্যে যাবার ঝুঁকি নিতে তাঁর মন চায় নি। কিন্তু স্বামীর একান্ত আগ্রহে হানা শেষ পর্যন্ত মত না দিয়ে পারেন নি, সানন্দে তাঁর অনুগামিনী হতে রাজী হন।

শ্রীরামপুরে আসার পর হানা স্বামীর সংগে মিশন গড়ার কাজে নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দেন। শ্রীরামপুর মিশন সংগঠনে তাঁর ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অনেকেই তাঁকে FIRST WOMAN MISSIONARY IN INDIA বলে অভিহিত করেছেন। অন্যান্য মিশনারীদের মত তিনিও মিশনের কাজের অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর ওপর পড়েছিল জশুয়ার সংগে যুগ্মভাবে অর্থ সংগ্রহ করার ভার এবং মিশনের একান্নবর্তী পরিবারের হিসাব রাখা। উভয় দায়িত্ব তিনি কৃতিত্বের সংগে পালন করেছিলেন বলেই শতসহস্র বাধা অতিক্রম করে শ্রীরামপুর মিশনের গড়ে ওঠা সম্ভব হয়। অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশে তিনি ইউরোপীয় মেয়েদের জন্য একটি বোর্ডিং স্কুল খোলেন। খুব অল্পদিনের মধ্যেই হানার বোর্ডিং স্কুলের সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। কলিকাতা ও ভারতের অন্যান্য স্থানের প্রবাসী ইউরোপীয়

মহিলারা শ্রীরামপুরের বোর্ডিং স্কুলে মেয়েদের পাঠাতে খুব আগ্রহ প্রকাশ করেন। বোর্ডিং স্কুল হতে যা আয় হোত তার খুব সামান্য অংশই নিজের জন্য রেখে বাকী সমস্তটাই তিনি মিশনের তহবিলে দান করেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে Friend of Indiaতে তাঁর সম্বন্ধে লিখিত আছে, "In the labours which have given the Mission so distinguished a place, she (Hänna Marshman) bore a larger share than was to have been expected from her sex, so completely was she outlived the generation of her contemporaries, that it is heard for the first time that Dr. Marshman and his colleagues resolved to create the funds necessary for their operation by their own labour. In persuance he opened a seminary and his partner in life a Ladies, school, the returns from which were mainly devoted for 35 years to their sacred object. The establishment continued to be more fluorishing and often yielded Rs 25000/- per annum."[২]

আয়ের দিকে যেমন, ঠিক তেমনি নজর দিয়েছিলেন মিশন পরিবারের ব্যয়ের দিকে। তাঁর মিতব্যয়িতার গুণে বহুবার আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়া সত্বেও মিশনের প্রাণ-প্রদীপ একটুও স্তিমিত হয় নি। অতি যত্নসহকারে তিনি পারিবারিক হিসাবের খাতা রাখতেন। কেরীর জীবনী লেখক জর্জ স্মিথ তাঁর ব্যয় পরিচালনা সম্বন্ধে বলেছেন, "It gives us a pathetic interest to turn to her house hold books, where we find entered with loving care and thoughtful thrift all daily details which at once form a valuable cotribution to the history of prices and show how her prudence combined with

heroic selfdenial of all to make the Serampore Mission the light of India."[৩]

হানা মার্শম্যানের পারিবারিক হিসাব খাতাটি মিশনারীদের সরল জীবনযাত্রার একটি নিখুঁত ছবি। আবার সেই সংগে সেকালের বাজার দরের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়। আর জানা যায় এদেশের প্রতি তাঁদের ভালবাসার প্রকৃত পরিচয়। অন্যান্য বিদেশীর মত এঁরা এদেশীয়দের জীবনযাত্রা প্রণালী থেকে নিজেদের আলাদা করে রাখেন নি। বরং চেষ্টা করেছিলেন যতদূর সম্ভব এদেশীয়দের খাদ্যবস্তু, আচারব্যবহার গ্রহণ করতে। শুধু তাই নয়, দেশীয় জিনিষপত্রের নামকে অভ্যাস করার জন্য এঁরা বাংলা নামগুলিকে ইংরাজী অক্ষরে লিখে নিতেন। যেমন, চাল (chaul), ডাল (Dail), আলু (Aloo) কলা (Kalla), লাউ (Laoo) ইত্যাদি। এদেশকে নিজেদের বলে মনে করার আন্তরিকতা যে এঁদের ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শ্রীমতী মার্শম্যানের হিসাবের খাতা থেকে সেকালের বাজার দরের কিছুটা পরিচয় এখানে তুলে দিলুম। তবে এই দর ঠিক বাংলার গ্রামাঞ্চলের বলা যাবে না। কারণ শ্রীরামপুর ছিল সে সময় বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যনগরী। বহু বিভিন্ন দেশের লোক সমাগম এখানে হোত। তাই এখানকার বাজার দর গ্রামাঞ্চলের বাজার-দরের চেয়ে কিছুটা চড়া ছিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে বাজারদরের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হোল।[৪]

প্রথম তালিকা ঃ খাদ্যবস্তু

নাম	পরিমাণ	দর
		টা—আ—পা
চাল	১ মণ	১—১২—০
ডাল	,,	৩—১২—০
সঃ তেল	,,	৩— ৪—০

প্রথম তালিকা ঃ খাদ্যবস্তু

নাম	পরিমাণ	দর টা—আ—পা
ঘি	১ মণ	১৮—২—০
নুন	”	২—৮—০
ময়দা	”	২—৮—০
মাখন	”	৩৬—০—০
গুড়	”	১—১৪—০
দুধ	”	১—১৪—০
মাছ	”	২—৮—০
মাংস	”	১০—০—০
মুর্গী	১০০টা	৭—১৩—০
আলু	১ মণ	২—০—০
পিঁয়াজ	”	১—০—০
বেগুন	”	০—১৫—০
লাউ	১০০টা	১—৯—০
কলা	”	০—৪—০
ডিম	”	০—১০—০
চিনি	১ মণ	৬—০—০
বিস্কুট	১ পাউণ্ড	০—২—০

দ্বিতীয় তালিকা ঃ ব্যবহার্য বস্তু

প্লেট	১ ডজন	৩—০—০
কাপ-ডিস	”	৩—০—০
ঝুড়ি	”	০—৯—০
উল	১ পাউণ্ড	০—১০—০
কাগজ	১ রীম	১৪—০—০

দ্বিতীয় তালিকা : ব্যবহার্য বস্তু

নাম	পরিমাণ	দর
		টা—আ—পা
মোজা	১ জোড়া	০—৪—০
জুতা	,,	১—০—০
মাঁদুর	১ ডজন	৯—০—০

তৃতীয় তালিকা : অন্যান্য

ইঁট	১০০০ টা	১—১১—০
চুন	১ মন	০—৬—৬
বাঁশ	১০০ টা	১০—০—০
রাজমিস্ত্রী	১ রোজ	০—৩—০
ধোপা	১০০ কাপড়	১—৮—০
নাপিত	১ সপ্তাহ	০—২—০
মুটে	১ মোঠ	০—১—০
নৌকাভাড়া		১—৪—০

(শ্রীরামপুর—কলিকাতা)

হানা যখন এদেশে আসেন, তখন মেয়েরা সমাজ শাসনের কঠিন নাগপাশে বাঁধা। কলিকাতায় বহু ধনী ও সম্ভ্রান্তবংশীয়দের বাস এবং কোম্পানীর রাজধানী সেখানে। সমাজের শাসনকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা হয়তো সেখানে কিছু লোকের থাকতে পারে। তাই সেখানে মেয়েদের বিদ্যালয় স্থাপন করতে যতখানি বাধা এসেছিল তার অনেক গুণ বেশী পেতে হয়েছিল হানা মার্শম্যানদের শ্রীরামপুর ও তার আশেপাশে মেয়েদের বিদ্যালয় খোলার সময়। সে যুগে গ্রাম্য সামাজিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার চেষ্টা যে অসমসাহসিকতার পরিচয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ এ চেষ্টায় কোন দিক হতেই সাহায্য বা সহযোগিতা ছিল না।

দিনেমার বা বৃটিশ উভয় কোম্পানীই এদেশীয়দের সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা পছন্দ করতো না। তাই শ্রীরামপুর মিশন যখন মেয়েদের স্কুল খোলে তখন বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার সব দায়িত্বটা নিজেদের নিতে হয় এবং তা সম্ভব হয়েছিল শুধু রেঃ ওয়ার্ড ও হানা মার্শম্যানের অনমনীয় দৃঢ়তা ও অপরিমেয় মনোবলের জন্য। এদেশীয় দুঃখী মেয়েদের জন্য কোমল প্রাণা হানার মন দরদ ও সহানুভূতিতে পূর্ণ ছিল। এদের জন্য কিছু করার আগ্রহ তাঁকে প্রথম থেকেই অধীর করেছিল। সেই অধীরতাই তাঁকে মেয়েদের নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা দূরীকরণের কাজে উদ্বুদ্ধ করে। সমবেদনা ও স্নেহের পরশ দিয়ে এই মহিয়সী মহিলা শ্রীরামপুরের আশেপাশের বহু দুঃখী মেয়েকেই তাঁর কাছে টেনে এনেছিলেন। এ সম্বন্ধে Friend of India লিখেছে, "In every emergency the poor resorted to her in first instance with the certainty of obtaining advice and relief. She indeed appeared to be acquainted with the condition of every poor family in the settlement (Serampore) of whom there were few who could not advance heridatory claim on her kindness. Her time and purse were at the command of every suitor and the great object and delight of her life was to promote the welfare of others."[৫]

দেশীয় বালিকাদের লেখাপড়া শেখানোর স্বপ্ন হানা বাস্তবে রূপায়িত করেন ১৮২১ খৃষ্টাব্দে। এই বৎসর তাঁর ও রেভারেণ্ড ওয়ার্ডের চেষ্টায় শ্রীরামপুর মিশন এই সহরে ও তার আশে পাশে কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁদের শিক্ষকতার গুণে প্রবল বাধা থাকা সত্বেও বিদ্যালয়গুলি বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ওয়ার্ডের মৃত্যু হলে হানার

দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়। যদিও একাজে তিনি রেভারেণ্ড ম্যাকের অনেক সাহায্য পেয়েছিলেন। খুব দ্রুত হারে মিশনের বালিকা বিদ্যালয়গুলি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের বিবরণ হতে দেখা যায় যে বহু দূরবর্তী অঞ্চলেও মিশনের বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এই সময় বিদ্যালয়ের সংখ্যা হয় ৩১ এবং সেগুলিতে ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৫০। কেরী ও মার্শম্যানের জীবিতকাল পর্যন্ত এই বিদ্যালয়গুলি বেশ ভালভাবেই চলে। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ডাঃ মার্শম্যানের মৃত্যুর পর মিশনের কর্মক্ষেত্র যখন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে তখন শ্রীরামপুর মিশনের কর্তৃত্ব শুধু শ্রীরামপুরের বালিকা বিদ্যালয়গুলির ওপর সীমাবদ্ধ থাকে। এরপর হানা সক্রিয় কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি যাঁদের সাথে মিশন গড়ে তুলেছিলেন তাঁদের কেউই তখন পৃথিবীতে ছিলেন না। জীবনের শেষ কয়েক বছর তিনি ছিলেন একা।

৪৮ বছরে ভারতে বাস করার পর ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের মার্চে হানা শ্রীরামপুরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর তিরোধানে দরিদ্র শ্রীরামপুরবাসী হারালো তাদের একান্ত আপনজনকে, আর বাংলা তথা ভারতের নারীজাতি হারালো তাদের কল্যানকামী প্রিয় বন্ধুকে। খুবই পরিতাপের বিষয় এই মহিয়সী মহিলার স্মৃতিরক্ষার কোন ব্যবস্থাই এদেশে হয়নি। শুধু শ্রীরামপুর মিশনের যে বালিকা বিদ্যালয়টি আজও হানা মার্শম্যানের মহান প্রচেষ্টার ঐতিহ্য বহন করে চলেছে সেই বাড়ীটার নাম 'হানা হাউস'।

পাদটীকা

(১) মুখোপাধ্যায় লেখা : স্মরণীয়া তুমি বরণীয়া, শ্রীরামপুর কলেজ ম্যাগাজীন, ১৯৬৭, পৃ ১৪

(২) Serampore Mission : 'Friend of India' (weekly series), 1847.

(৩) Smith George : Life of William Carey, p. 92

(৪) চট্টোপাধ্যায় সুনীলকুমার : সেকালের বাজার দর, দৈনিক বসুমতী, ১২ই মার্চ, ১৯৬৭

(৫) Serampore Mission : 'Friend of India' (weekly series), 11th March 1847

ডাঃ জশুয়া মার্শম্যান

(১৭৬৮—১৮৩৭)

সেটা বোধ হয় ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ। ইংলণ্ডে শীতের সকাল, পেঁজা তুলোর মত তুষার পড়ছে, চারিদিক ঝাপসা, কিছুই দেখা যায় না। হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে বেশ জোরে। গাঁয়ের পথে কোথাও কেউ নেই। ঐ ঠাণ্ডায় কেউই বেরুতে পারে নি। সেই দুর্যোগ মাথায় করে একটা দশ বারো বছরের ছেলেকে গাঁয়ের রাস্তা ধরে হেঁটে যেতে দেখা গেল। বোধহয় পাশের গাঁয়ের দিকে যাচ্ছে। কিন্তু কেন? কি এমন তার বিশেষ দরকার, যার কাছে ঐ রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগও উপেক্ষিত? কারণ জেনে হতবাক হতে হয়। শুধু একটি বই পাবার আশায় সে চলেছে পাশের গাঁয়ে। তাদের ছোট গাঁয়ে যার কাছে যা বই ছিলো চেয়ে নিয়ে তা পড়া হয়ে গেছে তার। কিন্তু তৃপ্তি পায় নি, বরং আকাঙ্ক্ষা বেড়ে গেছে। দুর্যোগের মধ্যেও তাই সে বইএর সন্ধানে চলেছে। বই পড়ার বুভুক্ষা তার এমনি। বই পাগলা এই ছেলেটিকেই পরে আমরা পাই শ্রীরামপুর মিশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও বাংলা তথা ভারত কল্যাণে নিবেদিত মহাপ্রাণ ডাঃ জশুয়া মার্শম্যান রূপে। আমাদের উনিশ শতকের নবজাগরণে এই মানবদরদী ধর্মযাজকটি রেখে গেছেন অবিস্মরণীয় অবদান।

ইংলণ্ডের ছোট্ট একটি গাঁয়ে জশুয়ার জন্ম হয় ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল। গাঁয়ের নাম ওয়েস্টবেরী লে। গরীব পরিবারের ছেলে তিনি। তাঁর এক পূর্বপুরুষ ক্রমওয়েলের সেনাদলে চাকুরী করতেন। অবসর নেবার পর তিনি ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে এই লে গাঁয়ে বাস করতে আসেন। এঁর বংশধরেরা জীবিকার জন্য কামারের কাজ করতেন। কিন্তু কামারের কাজে আয় হোত সামান্য। জশুয়ার

ঠাকুর্দা তাই এ কাজ ছেড়ে দেন। ঠাকুমা তখন তাঁর বাবা জনকে এক তাঁতীর কাজে লাগিয়ে দেন। মনিবের দুর্ব্যবহারে জন পালিয়ে গিয়ে এক যুদ্ধের জাহাজে কাজ নেন। বার বছর সমুদ্রে কাটিয়ে তিনি আবার লে গ্রামে ফিরে এসে তাঁতের কাজে মন দেন। সমুদ্র থেকে ফিরে আসার পর থেকে জনের মনে ধর্মভাব প্রবল হয় এবং তিনি স্থানীয় চার্চে যোগ দেন। গাঁয়ের লোক তাঁকে শ্রদ্ধা করতো। কোন রকমে পরিবারটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য দারিদ্রের সঙ্গে জনকে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়। সেজন্য পুত্র জশুয়ার শিক্ষা গ্রাম্য পাঠশালার ওপরে যায় নি। লেখাপড়া শেখার আগ্রহ জশুয়ার ছিল ভীষণ। পাঠশালায় পড়ার সময়েই তিনি ইতিহাস, জীবনী প্রভৃতি বিষয়ের অনেক বই পড়ে ফেলেন। বারো বছরে পাঠশালা ছাড়তে বাধ্য হলে গাঁয়ের লোকেদের কাছ থেকে চেয়ে বই পড়া আরম্ভ করেন এবং গাঁয়ের সব বই শেষ হবার পর ছোটেন পাশের গাঁ থেকে বই যোগাড় করতে।

এই সময়ের একটি ঘটনা মনে রাখবার মত। একদিন সকালে গাঁয়ের রাস্তায় জশুয়া বন্ধুদের সংগে মার্বেল খেলায় ভীষণ মত্ত। এমন সময় একজন বিশিষ্ট পুরোহিত রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। পড়াশুনার সময় ছেলেদের রাস্তায় খেল্‌তে দেখে তিনি খুব রেগে গেলেন, ভাবলেন বোধহয় পড়াশুনা করতে চায় না বলেই এরা খেলছে। কৌতূহলবশতঃ তিনি ছেলেদের ডেকে পড়া জিগেস করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু যা'ই জিগেস করেন জশুয়া টপাটপ করে উত্তর দিয়ে দেন। ঐটুকু ছেলের ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি সব বিষয়েই জ্ঞান দেখে তো তিনি খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন। যাবার সময় জশুয়াকে পড়াশুনায় খুব উৎসাহ দিয়ে বলে গেলেন যখন যে বই দরকার হবে তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিতে। জশুয়ার হ'ল মহা লাভ, বই পাবার অভাব তাঁর আর রইল না। বাড়ী থেকে রোজগারের চেষ্টা করার জন্য জশুয়ার ওপর ভীষণ চাপ দিতে থাকে। নিজেকে সামান্য তাঁতের কাজের মধ্যে

আটকে রাখা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। পড়াশুনা করে বড় কিছু হবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল তাঁর মনে।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে জশুয়ার বয়স যখন পনের বছর কেটার নামক লণ্ডনের এক পুস্তক বিক্রেতা তাঁদের গ্রামে আসেন। তিনি জশুয়াকে তার বইয়ের দোকানে চাকরী দিতে চাইলেন। বইয়ের মধ্যে সব সময় থাকতে পারবে এই আশায় জশুয়া সহজেই রাজী হল ছেলের আগ্রহ দেখে জশুয়ার বাবা কেটারের সংগে তাকে লণ্ডনে পাঠিয়ে দিলেন।

কিন্তু সেখানে গিয়ে যে কাজ তিনি পেলেন, তাতে খুব সন্তুষ্ট হলেন না। এখানে ওখানে বই বা চিঠি পৌঁছে দেওয়া ছিল তাঁর কাজ। একবার ডিউক অফ্ গ্র্যাফটনের কাছে কিছু বই পৌঁছে দেবার জন্য তাঁকে পাঠানো হয়। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে তিনি ওয়েষ্টমিনিষ্টার হলের কাছে বসে পড়েন ও নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে কাঁদতে থাকেন। একটু জিরিয়ে নিয়ে বইগুলি ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়ে আসেন। আস্তে আস্তে নিজেকে কাজের সংগে খাপ খাইয়ে নেন এবং অবসর সময়ে ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বই পড়ার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখেন। মনিব কিন্তু তাঁর বই পড়ার ঝোঁক দেখে সন্তুষ্ট হলেন না। ফলে পাঁচ মাস পরে তাঁকে বইএর দোকানের কাজ ছেড়ে দিয়ে গ্রামে ফিরে আসতে হয় এবং সেই তাঁতের কাজই আরম্ভ করতে হয়। গাঁয়ে এসে তিনি নিজে থেকেই ল্যাটিন ভাষা শেখা আরম্ভ করেন। এসময় তাঁর ধর্মের প্রতি আগ্রহ জন্মায় এবং স্থানীয় চার্চে তিনি যোগ দিতে চান। কিন্তু চার্চের কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্যে তা আর হয়ে ওঠেনি।

এরপরে জশুয়ার জীবনে আসে বিরাট পরিবর্তন। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি বৃষ্টলের জন শেফার্ডের কন্যা হানা শেফার্ডকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর জশুয়ার জীবনযাত্রার ধারা ভিন্ন খাতে বয়। ভালো পরিবেশে ভালো কাজের চেষ্টায় তিনি উঠে পড়ে লাগেন।

বহু চেষ্টার পর হানার সাহায্যে তিনি ব্রিষ্টলে একটি চ্যারিটি স্কুলে শিক্ষকতার পদ লাভ করেন। মাহিনা হয় বার্ষিক চারশ পাউণ্ড। এই সময় হতেই তিনি ব্রিষ্টলে বাস করতে থাকেন এবং স্থানীয় চার্চে দীক্ষা লাভ করেন। তাঁর শিক্ষকতার গুণে অল্প সময়ের মধ্যেই বিদ্যালয়টি ছাত্রে পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং জনসমাজেও তিনি কিছু প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অনেকেই ভবিষ্যতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন। এই সময় তাঁর আলাপ হয় ব্যাপটিষ্ট মিশন সোসাইটির অন্যতম কর্ণধার ডাঃ রাইল্যাণ্ডের সংগে। ডাঃ রাইল্যাণ্ড ব্রিষ্টল এ্যাকাডেমিতে জশুয়ার পড়াশুনা করার সুযোগ করে দেন। এই সুযোগের পূর্ণ ব্যবহার করে তিনি এই এ্যাকাডেমিতে পাঁচ বছর ল্যাটিন, হিব্রু, সিরীয়, আরবী প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করেন। ধর্মভাবাপন্ন জশুয়াকে ডাঃ রাইল্যাণ্ড ব্যাপটিষ্ট সোসাইটির প্রতি আকৃষ্ট করে তোলেন। ডাব্লু গ্রাণ্ট নামক তাঁর এক প্রাক্তন ছাত্রও এ ব্যাপারে তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার করেন। এঁদের উভয়ের অনুরোধে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে জশুয়া ব্যাপটিষ্ট মিশন সোসাইটিতে যোগদান করেন। এই সময় সোসাইটি ভারতবর্ষে একটি ধর্মপ্রচারকের দল প্রেরণের আয়োজন করছিল। ডাঃ রাইল্যাণ্ড এই দলে যোগ দেবার জন্য জশুয়াকে অনুরোধ করেন। ধর্মের জন্য আত্মোৎসর্গ করবার একটা আগ্রহ জশুয়ার বরাবর ছিল। ডাঃ রাইল্যাণ্ডের অনুরোধ সেই আগ্রহকে আরও উদ্দীপ্ত করে তোলে। এ প্রস্তাবে তিনি সানন্দে রাজী হয়ে যান। তাঁর ছাত্র গ্রাণ্টও এই দলে যোগ দেন। গ্রাণ্ট, ব্রান্সডন ও মার্শম্যানের পরিবার এবং ওয়ার্ড ও মিসেস টিড্‌কে নিয়ে বারোজনের একটি দল প্রস্তুত হল ভারত অভিমুখে যাত্রা করার জন্য। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ২৪এ মে ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটির শুভেচ্ছা নিয়ে জশুয়া মার্শম্যানের পরিচালনায় ধর্মপ্রচারের দলটি ইংলণ্ড হতে যাত্রা করে। তাঁহারা যে জাহাজে আসেন তার নাম সাইটেরিয়ান। জশুয়া মার্শম্যানের বয়স তখন একত্রিশ বছর।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মিশনারীদের কলকাতায় নামতে দিল না। ইংলণ্ড হতে যাত্রা করার আগেই মার্শম্যানের এ ভয়টা ছিল, তাই ইংলণ্ডে অবস্থিত ডেনমার্কের দূতের কাছ থেকে একটা চিঠি এনেছিলেন। সেই চিঠির জোরে তাঁরা শ্রীরামপুরে এসে নামেন ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর। আশ্রয় নিলেন মায়ার্স টেভার্ন নামে একটি সরাইখানায়। মার্শম্যান ও ওয়ার্ড ডেনমার্কের গভর্নরের সংগে দেখা করে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। মিশনারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল গভর্নর সানন্দে আশ্রয় দেন ও নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু সুরুতেই বিপদ। শ্রীরামপুরে পৌঁছানোর দশদিনের মধ্যে সেই সরাইখানায় গ্রাণ্টের (অন্যতম মিশনারী) মৃত্যু হয়। উপযুক্ত আবাসস্থলের জন্য সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়েন। এই সময় ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ১০ই জানুয়ারী মার্শম্যান একটি পুত্র সন্তান লাভ করেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর গভর্নরের ভাগিনেয়র কাছ থেকে তাঁরা ৮০০ পাউণ্ডের একটি বড় পাকা বাড়ী ক্রয় করেন। স্কুল, ছাপাখানা আর সকলে বাস করার পক্ষে বাড়ীটা খুব উপযোগী হয়। প্রবীণতম কেরীকে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে মার্শম্যান নবগঠিত মিশনের কর্মোদ্যোগে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেন। মিশনের কর্মসূচী নির্ধারণ, আর্থিক সংস্থান, দায়িত্ব বণ্টন প্রভৃতির দ্বারা বিপুল উৎসাহে তাঁরা কাজ সুরু করেন। অর্থ সংগ্রহের প্রধান দায়িত্ব পড়ে মার্শম্যানের ওপর। স্কুল শিক্ষক মার্শম্যান স্ত্রীর সহায়তায় ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ১০ই মে ইউরোপীয় ছেলেমেয়েদের জন্য দুটি বোর্ডিং স্কুল খোলেন। মার্শম্যানদের স্কুলের সুনাম খুব অল্পদিনের মধ্যেই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। প্রবাসী ইউরোপীয় মহিলারা নিজেদের ছেলেমেয়ে শ্রীরামপুরে পাঠাবার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠেন। প্রথম বছরেই স্কুল দুটি হতে মাসিক ৩০০ টাকা আয় হতে থাকে। এই বছর জুন মাসে মার্শম্যান এদেশীয় ছেলেদের জন্য আর একটি বিনা বেতনের স্কুল খোলেন।

তাছাড়া তাঁরা একটি রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয় খোলেন। ভারতবর্ষে রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয় এইটিই প্রথম।

বিদ্যালয়গুলির পরিচালনার কাজ এবং মিশনের ধর্মপ্রচার ও অন্যান্য কাজের সংগে জ্ঞানপিপাসু মার্শম্যান তাঁর পড়াশুনা নিয়মিতই চালিয়ে যান। এখানে এসে মার্শম্যান প্রথমেই বাংলা এবং এদেশীয় অন্যান্য ভাষা শিক্ষায় ব্রতী হন। তাঁর অনুরাগ ভারতের বাইরে এশিয়ার অন্যান্য দেশের ভাষার প্রতি বেশী পড়ে। তিনি বর্মী ও চীনা ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে চীনা ভাষায় বিশেষ পারদর্শীতা লাভ করেন। এর কিছুটা নিজের চেষ্টায় এবং বাকীটা শেখেন বিশিষ্ট প্রাচ্য ভাষাবিদ ডাঃ জন লিডেনের সাহায্যে। চীনা ভাষা শেখবার পর তিনি এই ভাষায় বই লেখায় ও প্রকাশ করায় উদ্যোগী হন। দেশীয় হরফ নির্মাতাদের সহায়তায় তিনি কাঠের ব্লকের বদলে ধাতুর টাইপ তৈরী করান এবং চীনা হরফ ঢালাই করার চেষ্টা তিনিই প্রথম করেন। এ সম্বন্ধে তাঁর পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান লিখেছেন, "Substitution of typography for xylography which originated in Serampore and in a great measure matured there, forms an era in the history of Chinese printing."[১]

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত চৈনিক মনীষী কনফুসিয়াসের ওপর গ্রন্থ রচনা করে মার্শম্যান খ্যাতি লাভ করেন এবং ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে চীনা ভাষা ও ব্যাকরণ শিক্ষার একটি নির্ভরযোগ্য বই রচনা করেন। তাছাড়া তাঁর চীনা ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ সে সময় বিশেষ সমাদর লাভ করে। এই সময় অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য মিশনকে যে সংগ্রাম করতে হয় তা সত্যই অচিন্ত্যনীয়। কোম্পানীর মিশন বিরোধী নীতির সংগে যোগ দেয় ইংলণ্ড ও ভারতে একদল লোকের মিশনকে বিপর্যস্ত করার অপচেষ্টা। কিন্তু অদম্য কর্মশক্তি, অতুলনীয় সহনশীলতা ও অসামান্য দৃঢ়তার অধিকারী কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড

সমস্ত দুর্যোগ কাটিয়ে ওঠেন এবং পরিত্যক্ত ও অবহেলিত অবস্থাতেও নিজেদের আত্মসম্মান, নীতি ও ঐক্যের প্রশ্নে অটল থাকেন। এই সব প্রতিকূল পরিবেশে মিশনের প্রানশক্তিকে সঞ্জীবিত রাখার প্রধান দায়িত্ব নেন মার্শম্যান এবং বিশেষ করে সবরকম আর্থিক বিপর্যয় হতে তিনিই মিশনকে সুদৃঢ় হাতে রক্ষা করেন। অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁর পারদর্শিতা সে সময়ে সুপরিচিত ছিল এবং তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়, "few men surpassed him in persuasive importunity."[২] এমন কি কোম্পানীর গভর্নর জেনারেল লর্ড মিণ্টো তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছেন, "Pious Missionary begging subscriptions."

এদেশে পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষা প্রবর্তন ও প্রসারে শ্রীরামপুর মিশনের সকল প্রয়াসের মূলে ছিল মার্শম্যানদের বিরাট কর্মপ্রচেষ্টা। E. D. Potts বলেছেন, "Indeed the development of Baptist educational evdevouers in India is largely the story of the efforts of the Marshmans—Joshua and Hannah Marshman and their son John Clark Marshman."[৪]

বিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপনের ব্যাপারে জশুয়া মার্শম্যানই ছিলেন সবচেয়ে অগ্রণী। Hints relative to Native Education বইটি মার্শম্যানের রচনা বলেই মনে করা হয় এবং বিদ্যালয় স্থাপনের ও শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার সমস্ত পরিকল্পনাই মার্শম্যানের। এদেশীয়দের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার পর তিনি প্রত্যক্ষ করেন এদেশের অধিকাংশ লোকের অবর্ণনীয় দারিদ্র এবং মুষ্টিমেয় ধনীর প্রবল আধিপত্য অধিকাংশ লোককে অজ্ঞতার অন্ধকারে রেখেছে। গভীর আবেগের সংগে তিনি বলেছেন, "যদি মনে করা যায় ভারতীয়রা আমাদের মতই প্রজা এবং যদি ভাবি মানুষে মানুষে পার্থক্য নেই তবে আমার মনে হয় এমন কোন উপায় উদ্ভাবন

করা উচিত যা এদের মধ্যে প্রয়োজনীয় বিষয়াদির, ধর্মের এবং নীতির শিক্ষা দিবে।" শ্রীরামপুর ও সারা বাংলাদেশব্যাপী মিশনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে মার্শম্যান এই শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার গুরুদায়িত্ব পরিচালক সমিতির সম্পাদকরূপে গ্রহণ করেন এবং তাঁকে সাহায্য করেন তাঁর পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান। বিদ্যালয়সমূহের উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের উদ্দেশ্যে তিনি অনেকগুলি প্রাথমিক পর্যায়ের বই লেখেন এবং অনেকগুলি অন্যান্যদের দিয়ে লেখান। পাঠ্যপুস্তকের সমস্যা মার্শম্যান যেরূপ তাড়াতাড়ি ও দক্ষতার সংগে মেটান তা সে যুগের পক্ষে বিস্ময়কর ব্যাপার। কলেজ স্থাপনের ব্যাপারেও মার্শম্যান ছিলেন অগ্রণী। কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর সর্বরকম প্রতিকূল পরিবেশেও মার্শম্যান স্বপ্ন দেখেন শিক্ষার সর্বোচ্চস্তর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের। এ সম্পর্কে প্রস্তাবাদি রচনা করে তিনি ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে চলে যান ডেনমার্কের রাজার সনদ সংগ্রহের জন্য। শিক্ষা বিস্তারে শ্রীরামপুর মিশনের কর্মতৎপরতা দেখে ডেনমার্কের রাজা বিশেষ প্রীত হন এবং মার্শম্যানের প্রস্তাব অনুযায়ী শ্রীরামপুর মিশনকে ইউরোপীয় আদর্শে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের রাজকীয় সনদ দান করেন। এশিয়ার মধ্যে সর্বপ্রথম আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অমর কীর্তি জশুয়া মার্শম্যানকে চিরস্মরণীয় করেছে।

সংবাদপত্র ও সাময়িক সাহিত্যের ক্ষেত্রে মার্শম্যানের অবদান অতুলনীয়। বাংলা সাময়িক সাহিত্যের সূচনা মার্শম্যানের অদম্য উৎসাহ ও দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার জন্যই সম্ভব হয়েছিল। তাঁর নিজস্ব সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে Friend of India. এই পত্রিকাটি উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পত্রিকা ছিল এবং দেশ ও জাতি গঠনে এর ভূমিকা ছিল অনবদ্য। ত্রৈমাসিক, মাসিক ও সাপ্তাহিক এই তিন পর্যায়ে Friend of India প্রকাশিত হয়। ত্রৈমাসিক ও মাসিকের সম্পাদনার ভার ছিল জশুয়া মার্শম্যানের ওপর। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিশেষ সাফল্যের সংগে পরিচালিত হবার পর

পত্রিকাটি বর্তমান কালের Statesman এর সংগে যুক্ত হয়ে যায়। এই পত্রিকা পরিচালনা কালে তাঁকে নানা বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। সে সময়ে তিনি যে সহনশীলতা ও দৃঢ়তা দেখান তা সাংবাদিকদের কাছে অনুকরণীয় আদর্শ। ধর্মতত্ব বিষয়ে মহাত্মা রামমোহনের সঙ্গে তীব্র বাদানুবাদের মধ্যেও তিনি অবিচলিত নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা প্রকাশ করেন।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে প্রিয় বন্ধু ওয়ার্ডের মৃত্যুতে তিনি গভীর আঘাত পান। তবে তাঁর কর্মোদ্যম তাতে বিশেষ ম্লান হয় নি। কিন্তু ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে অভিন্নহৃদয় কেরীর পরলোক গমনে তিনি একেবারে ভেঙ্গে পড়েন। কেরীর মৃত্যুর পর কলেজের অধ্যক্ষতা ও মিশন পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন তবু পূর্বের জোর আর ফিরে পান নি। কেরীর মৃত্যুর পর মাত্র তিন বছর বেঁচে থেকে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর তিনি চির নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করেন। বাংলা তথা ভারত হারালো সে যুগের একজন মহাপ্রাণ দেশসেবক ও দরদী বন্ধুকে। অসাধারণ চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী মার্শম্যানের মত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ সেযুগে একান্ত বিরল ছিল। তাঁর সম্বন্ধে একটি বিশিষ্ট পত্রিকা মন্তব্য করে, "His form was tall and atheletic. His constitution appeared to be constructed of iron. He exposed himself to all severity of an Indian climate with perfect impunity. He enjoyed uninterrupted health till the last year of his life. During 37 years he had not taken medicine to Rs 10. He was peculiarly remarkable for ceaseless industry. His memory was great beyond that of most men. His manners and deportment particularly towards his inferiors were remarkable for amenity and humility. The leading trait of his character was

energy and firmness. This was combined with a spirit of strong perseverence. The distinguished feature was his ardent zeal for the cause of Mission."[৫]

পাদটীকা

(১) Marshman, J. C.: Life and Times of Carey, Marshman and Ward Vol. II. 1859, P. 88

(২) সিদ্দিকখান, মুহম্মদ : বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনে কেরীযুগ ১৯৬২ পৃঃ ৪৭

(৩) Wenger E. S. : Missionary Biography Vol. I (MSS) P. 76.

(৪) Potts E. D. : British Baptist Missionaries in India 1967 P. 116

(৫) Calcutta Christian Observer : Jan. 1838. P. 57

রেভারেণ্ড উইলিয়াম ওয়ার্ড

(১৭৬৯-১৮২৩)

বাংলা তথা ভারতের কল্যাণের জন্য নিঃশব্দে নিজেদের বিলিয়ে দিয়ে গেছেন যে কয়জন তাঁদের মধ্যে শ্রীরামপুর ত্রয়ীর অন্যতম রেভারেণ্ড উইলিয়াম ওয়ার্ড একজন। বুকের রক্ত দিয়ে গড়েন শ্রীরামপুর মিশন আর প্রাণপাত করে যান ভারতীয় ভাষায় মুদ্রণ শিল্পের সূচনা ও প্রসারের জন্য। A. K. Priolkar বলেছেন, "Printing in India could be said had its origin at Serampore." শ্রীনেহেরুও লিখেছেন, "The first private printing presses were set up by them (Serampore Missionaries)."[১] শ্রীরামপুরের এই মুদ্রণশিল্পের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা ওয়ার্ডের অবদান নবজাগরণের অরুণোদয়কালে অনন্যসাধারণ ও অপরিমেয়।

ইংলণ্ডের অন্তর্গত ডার্বিতে ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের ২০এ অক্টোবর উইলিয়াম ওয়ার্ডের জন্ম হয়। জন ওয়ার্ড নামক একজন সূত্রধরের সন্তান তিনি। জনের পিতা টমাস ওয়ার্ড স্ট্রেটনের কৃষিজীবি ছিলেন। জনের সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কিছুই জানা যায় না। তিনি উইলিয়ামের বাল্যাবস্থাতেই মারা যান। তাঁর মা ছিলেন খৃষ্টধর্মে অত্যন্ত ভক্তিমতী, উইলিয়ামের মনে ধর্মভাব তিনিই জাগ্রত করেন। ডার্বিতে মিঃ কনগ্রীভের বিদ্যালয়ে উইলিয়ামের প্রাথমিক শিক্ষা সুরু হয়। সেখানকার পড়াশুনা শেষ করে তিনি মিঃ ব্রিয়ারীর কাছে পড়তে যান। উইলিয়াম ছাত্রজীবনে খুবই কর্মপটু ছিলেন এবং বেশীর ভাগ সময় মানসিক উন্নতির কাজে লাগাতেন। সহপাঠীরা তাঁকে বাজে কাজে বা খেলাধূলায় আকৃষ্ট করতে পারতো না।

শিক্ষালাভের পর তিনি ডার্বিতে মুদ্রক ও প্রকাশক মিঃ ড্রিউরির কাছে শিক্ষানবিশী হিসাবে যান। এই কাজে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা

রেভারেণ্ড উইলিয়াম ওয়ার্ড
(১৭৬৯—১৮২৩)

দেখে মিঃ ড্রিউরি তাঁকে শিক্ষানবিশীর পরে আরও দুবছর কাজে নিযুক্ত রাখেন এবং ডার্বিমার্কারি পত্রিকাটির সম্পাদনার ভার দেন। এখানে কার্যকাল শেষ হলে তিনি স্ট্রাফোর্ডে যান এবং সেখানে হতে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। স্ট্রাফোর্ড থেকে তিনি ইয়র্কসায়ারের হলে গিয়ে মুদ্রণের কাজ আরম্ভ করেন। এই সময় কিছুদিন তিনি হল-এ্যাডভাইসার পত্রিকাটির সম্পাদক হন। সাংবাদিকতার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন তিনি সমাজ সেবার প্রেরণা লাভ করেন, তেমনি এই সময়ে তাঁর কাব্য প্রতিভারও বিকাশ হয়। অনুপ্রেরণাদায়ক কবিতা রচনায় তিনি যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন এবং হলের পত্রিকায় তাঁর বহু কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। নির্যাতিত মানুষের প্রতি মমত্ব প্রকাশ করাই ছিল তাঁর কাব্যের প্রধান সুর। উইলাবারফোর্সের দাসত্ব প্রথা বিলোপের বিলটি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে পরাভূত হলে নির্যাতিতদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তিনি একটি দীর্ঘ কবিতা প্রকাশ করেন এবং শেষে দৃঢ়তার সংগে লেখেন,

"The time approaches fast ; the dawn I see ;
And the exertions of a patriot band,
Foretel the exit of this horrid trade
Of man in man !"[১]

মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ থেকেই তাঁর ধর্মের প্রতি আকর্ষণ বাড়তে থাকে। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে হলে মিঃ বীটসনের কাছ থেকে দীক্ষা নেবার পর তিনি সক্রিয়ভাবে ব্যাপটিষ্ট চার্চে যোগ দেন। এই সময় মিঃ ফিসউইক নামক একজন সম্ভ্রান্ত ধার্মিক ব্যক্তির সাহচর্যে আসেন। মিঃ ফিসউইক ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে তাঁকে এউডহলের ডাঃ ফসেটের এ্যাকাডেমীতে ধর্মশিক্ষার জন্য পাঠান। এখানে দেড় বছর থেকে ধর্ম সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এউডহলে থাকার সময় ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ব্যাপটিষ্ট মিশন কমিটির একজন সদস্য বিদেশে ধর্ম প্রচারের দল পাঠাবার কথা উল্লেখ করেন। এই

প্রসঙ্গে ওয়ার্ড ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম কেরীর সংগে সাক্ষাতকারের কথা মনে করেন। সে সময় তিনি মুদ্রণ কাজে লিপ্ত, কেরী এসেছিলেন বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে বিদায় নিতে। ওয়ার্ডের সংগে আলাপ হলে কেরী জানান ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি বাংলাদেশে যাচ্ছেন। কেরী ওয়ার্ডকে বলেন, "If the Lord bless us we shall want a person of your business to enable us to print the scriptures, I hope you will come after us."[২]

তখন এ সম্বন্ধে কথা না দিলেও, এই সময় বার বার কেরীর কথা তাঁর মনে পড়তে থাকে এবং স্থির করেন ভারতগামী ধর্ম প্রচারকের দলে তিনি যোগ দেবেন। ব্যাপটিষ্ট মিশন তাঁর সিদ্ধান্তে খুব খুসী হয়। বন্ধুবান্ধবদের শুভেচ্ছা গ্রহণ করে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ২৪এ মে মার্শম্যান প্রমুখ সংগীদের সংগে ওয়ার্ড ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। পাঁচ মাস বাদে ভারতে পৌঁছিবার পর কোম্পানীর রাজত্বে অবতরণের অনুমতি না পেয়ে তাঁরা দিনেমার নগরী শ্রীরামপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্রীরামপুরে পৌঁছে ওয়ার্ড মদনাবতীতে কেরীর সংগে দেখা করতে যান এবং কেরীকে সংগে নিয়ে শ্রীরামপুরে ফিরে আসেন।

ওয়ার্ডের জীবন এর পর মিশনের জীবনের সংগে এক হয়ে যায়। বহু বিঘ্ন সঙ্কুল মিশনের যাত্রাপথের প্রতিটি পদক্ষেপের সংগে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ছিল তাঁর নিবিড় বন্ধন। মিশনের কর্মভারের দায়িত্ব বণ্টন হলে ওয়ার্ডের ওপর পড়ে মুদ্রণশালা সংগঠনের ভার। অসামান্য সাফল্যের সংগে ওয়ার্ড মুদ্রণশালা সংগঠন করেন এবং মুদ্রণ ও তৎসংযুক্ত শিল্প সমূহ বিশেষ উৎকর্ষতার সংগে পত্তন করেন। ভারতবর্ষ এবং পূর্ব এশিয়ার মুদ্রণ শিল্পের ইতিহাসে পথিকৃৎ হিসাবে শ্রীরামপুর মিশনের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে।

বাংলা ভাষায় মুদ্রণের সূচনা হয় ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে হ্যালহেড সাহেবের বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রিত হবার পর। এর পর আইন আদালতের প্রয়োজনে কলিকাতায় কোম্পানীর প্রেস হতে

আইন সংক্রান্ত নির্দেশ বাংলায় প্রকাশিত হলেও দেশীয় ভাষায় মুদ্রণ শিল্পের প্রধান কেন্দ্র গড়ে ওঠে শ্রীরামপুরে। মুদ্রণের জন্য বাংলা হরফের প্রবর্তন করেন স্যার চার্লস উইল্‌কিন্স। পঞ্চানন কর্মকার তাঁর কাছ থেকে হরফ কাটা শিখে অক্ষরের ছাঁদকে অনেক উন্নত করেন এবং শ্রীরামপুরে হরফ নির্মাণের স্থায়ী শিল্প প্রতিষ্ঠা করেন। মিশন প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বেই কেরীর বাইবেলের বাংলা অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়েছিল। উডনীর কাছ থেকে কেরী একটি কাঠের প্রেস পেয়েছিলেন; শ্রীরামপুরে এসে পেলেন ওয়ার্ড ও পঞ্চাননকে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দেই সুরু হয় মুদ্রণের কাজ। বাইবেলের অনুবাদই শুধু প্রকাশিত হল না, সেই সংগে শ্রীরামপুরে তদানিন্তনকালে এশিয়ার বৃহত্তম প্রাচ্যভাষা সমূহের ঢালাইখানা ও ছাপাখানা গড়ে ওঠে। ইংরাজী, বাংলা, হিন্দুস্থানী (উর্দু), আরবী, পারশী, তামিল, তেলেগু, মালায়ালাম, সংস্কৃত, পাঞ্জাবী, মারাঠি, চাইনীজ, বার্মিজ, হিব্রু, গ্রীক প্রভৃতি ৪০টি এশীয় ও ইউরোপীয় ভাষায় ছাপার কাজ এখানে হোত। ১৮০১ খৃষ্টাব্দ হতে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এখান হতে ২১২০০০ বই ছাপা হয়। খুব সচ্ছন্দে গড়ে ওঠেনি প্রেসটি। ওয়ার্ডকে নানা বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল একে টিকিয়ে রাখার জন্য, বিশেষ করে প্রথম দশ বারো বছর এর স্থায়িত্বের কোন স্থিরতাই ছিল না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তার রাজত্বের বাইরে এরূপ বড় প্রেস গড়ে ওঠা কোন রকামই সহ্য করতে পারে নি। বার বার তারা চেষ্টা করেছে প্রেসটি তুলে দেবার কিংবা কলকাতায় তুলে নিয়ে যাবার। ওয়ার্ড ও তাঁর সহকর্মীদের চেষ্টায় কোম্পানীর সে আশা পূর্ণ হয় নি। এ বাধা কাটিয়ে উঠলেও দৈবদুর্বিপাকের হাত থেকে ওয়ার্ড প্রেসটিকে বাঁচাতে পারেন নি। ১৮১২ খৃষ্টাব্দের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে বহু মুদ্রিত পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি, দুষ্প্রাপ্য টাইপ, ১৪০০ রীম কাগজ, অন্যান্য সরঞ্জাম প্রভৃতি সম্পদ ভস্মীভূত হয়ে যায়। ওয়ার্ড, মার্শম্যান প্রভৃতিরা দাঁড়িয়ে দেখেন তাঁদের বহুবছরের

সাধনার নিষ্ঠুর পরিণতি। কিন্তু এই বিরাট ক্ষয় ক্ষতিতে কেউই হতাশায় ভেঙ্গে পড়েন নি। ওয়ার্ড নিজেই ভস্মস্তূপের মধ্য থেকে খুঁজে বার করেন অবশিষ্ট উপকরণ সমূহ। অদমনীয় দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাসের বলে সেই ভস্মস্তূপ থেকেই আবার গড়ে তোলেন নতুন প্রেস। মিশনারীদের এই উদ্যমের প্রতি ভারত ও ইংলণ্ডের বহু লোকের নজর পড়ে। নানা দিক থেকে সাহায্য আসতে থাকে প্রেসটির ক্ষতিপূরণ করার জন্য। অমানুষিক পরিশ্রমে ওয়ার্ড উত্তরোত্তর প্রেসটির শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে থাকেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড হতে একদল বিশেষজ্ঞ আসেন প্রেস গঠনে ওয়ার্ডকে সাহায্য করতে। তাঁরা ওয়ার্ডের কার্যাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সুদক্ষ মুদ্রণ বিশারদ বলে ওয়ার্ডকে সম্মানিত করে যান।

প্রেসটির সংগে সহযোগী শিল্প হিসাবে একটি হরফ ঢালাইখানা ও কাগজের কল গড়ে তোলাও ওয়ার্ডের একটি স্মরণীয় কীর্তি। প্রেসটির মত অক্ষর ঢালাইখানা ও কাগজের কলটি সে যুগে উৎকৃষ্টতম বলে বিবেচিত হয়েছে। তবে এই ঢালাই খানার শ্রেষ্ঠত্বের জন্য কৃতিত্ব বেশী দাবী করতে পারেন হরফ শিল্পী পঞ্চানন কর্মকার ও তাঁর জামাতা মনোহর কর্মকার। এই দুই দেশীয় শিল্পী বিভিন্ন ভাষার বহুবিধ ধরণের অক্ষর খোদাই করে সে যুগে পরম বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলেন এবং অনেকগুলি ভাষায় তাঁদের খোদিত হরফই প্রথম হরফ। পঞ্চানন ও তাঁর পরিবার ভারতে হরফ নির্মাণের পথিকৃৎ বললেও অত্যুক্তি হবে না।

মুদ্রণ শিল্পকে স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং ভারতে উৎকৃষ্ট কাগজ উৎপাদনের অভাব দূর করার জন্য ওয়ার্ড প্রেস ও ঢালাই খানার পাশে একটি কাগজের কল গড়ে তোলেন। প্রেস চালুকরার প্রথম দিকে এই কলে দেশীয় তুলোট কাগজ তৈরী হোত। কিন্তু তাতে ছাপার খুব অসুবিধা হয়। তাছাড়া এ কাগজ খুব সহজে নষ্ট হয়ে যায়। পোকার হাত থেকে কাগজ বাঁচাবার জন্য ওয়ার্ড আর্সেনিক জাতীয় এক

ওষুধ আবিষ্কার করেন। এই ওষুধে কাগজ সিক্ত করলে পোকা বই এর পাতা কিছু নষ্ট করতে পারে না। এই কাগজে লিখিত কেরীর বহুভাষিক শব্দকোষ আজও অক্ষত অবস্থায় কেরী গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। খুব দুর্ভাগ্যের বিষয় ওষুধটি সম্বন্ধে বিস্তৃত কিছু জানতে পারা যায় নি। ওয়ার্ডের চেষ্টায় ১৮১২ খৃষ্টাব্দে মনুষ্যচালিত যন্ত্র দিয়ে প্রথম কাগজের কলটি গড়ে ওঠে। কলে প্রস্তুত কাগজ অনেক ভালো হয় এবং উৎপাদনের পরিমাণও বাড়ে। কিন্তু একদিন গ্রীষ্মের দুপুরে কাজ করার সময় একজন কর্মী অত্যধিক পরিশ্রমের জন্য মারা যায়। মিশনারীরা এতে খুব বিচলিত হয়ে পড়েন এবং উইলিয়াম জোন্স নামক একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেন। তিনি উপদেশ দেন বাষ্পচালিত ইঞ্জিন ব্যবহার করার। এই পরামর্শ অনুযায়ী মিশন কাগজের কল চালাবার জন্যে বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আনয়ন করে। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে ভারতে ব্যবহৃত এইটিই প্রথম বাষ্পচালিত ইঞ্জিন এবং আধুনিক শিল্পায়নের এইটিই প্রথম পদক্ষেপ। এদিক দিয়েও শ্রীরামপুর ভারতের পথিকৃৎ। ১৮২০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে যখন ইঞ্জিনটি বসানো হয়, তখন ওয়ার্ড স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য ইংলণ্ডে যান। তাঁর অনুপস্থিতিতে ডাঃ মার্শম্যানের তত্ত্বাবধানে ইঞ্জিনটি বসানো হয়। এর উদ্বোধন সম্পর্কে জর্জ স্মিথ লিখেছেন, "The machine of fire as they call it brought crowds of natives to the mission whose curiosity tried the patience of the engineman imported to work it, while many a European who had never seen machinary driven by steam, came to study and copy it."[৩]

এরূপ আধুনিক রূপায়ণের ফলে কলের উৎপাদন ক্ষমতা যেমন বেড়ে যায়, তেমনি কাগজের উৎকর্ষতাও অনেক বাড়ে। শ্রীরামপুর কাগজের নাম শুধু ভারতে নয়, ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু

দুর্ভাগ্যের বিষয় অকালে জীবনাবসানের জন্য ওয়ার্ডের পক্ষে এই কলের গৌরবময় অধ্যায় দেখে যাওয়া সম্ভব হয় নি। ওয়ার্ডের পর মার্শম্যান এর অধ্যক্ষতা করেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে এই কলটির উঠে যাওয়ার মূলে ছিল ব্রিটিশ শিল্পনীতির সঙ্কীর্ণতা। জর্জ স্মিথ বলেছেন, "The Serampore mills gradually crushed by the expensive and unsatisfactory contracts made at home by the India office."[৪]

১৮০০ খৃষ্টাব্দ হতে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মুদ্রণ ও তার সহযোগী শিল্পসমূহকে গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে ওয়ার্ডের জীবনের প্রধান ধারা প্রবাহিত হলেও মিশনের সামগ্রিক জীবনের ওপর তাঁর প্রভাব মোটেই কম ছিল না। তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব সবকিছুর মধ্যে মিশে গেলেও হারিয়ে যায় নি। শ্রীরামপুরে আসার পর ওয়ার্ডের সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য কাজ হল কেরী কর্তৃক বাংলায় অনুদিত ৮০০ পৃষ্ঠার সুবৃহৎ ধর্মগ্রন্থটি প্রকাশ করা। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রীমতী ফাউন্টেনকে বিবাহ করেন। শ্রীরামপুর মিশনে অনুষ্ঠিত এইটি প্রথম বিবাহ। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুরের বিস্তৃত অঞ্চল পরিভ্রমণ করে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত গরীব গ্রামবাসীর নিখুঁত বিবরণ সংগ্রহ করেন। এই সময়ে ধর্মপ্রচারেও তাঁকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে দেখা গেছে। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি চিৎপুরে একটি উপাসনা গৃহ স্থাপন করেন। তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হিন্দু প্রাচীন ও তৎকালীন সভ্যতার বিস্তৃত বিবরণ সমৃদ্ধ ৬ খণ্ডের দুটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে কোন গবেষণায় ওয়ার্ডের এই রচনা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করে। প্রথম গ্রন্থটি, 'Account of the writings, religion and manners of the Hindoos নামে চারি খণ্ডে ১৮১১ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। তিনি ১২ বছর বাংলাদেশে বাস করে বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালীর জীবন যাত্রার সংগে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মিশিয়ে দেন। এদেশের

পল্লীবাসীর সংঙ্গে স্থাপন করেন নিবিড় সংযোগ। এদেশীয় রীতিনীতি, আচারব্যবহার, সংস্কার, সামাজিকতা, লৌকিকতা, প্রভৃতি গভীর মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করেন এবং হিন্দুধর্ম, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি সম্বন্ধে পড়াশুনাও করেন প্রচুর। হিন্দুদের সম্বন্ধে তাঁর এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন বইটিতে। সুকুশলী সাংবাদিকের দক্ষতায় সুন্দর ভাবে সাজান বহুবিচিত্র উপাদান সম্ভারকে। বইটি প্রকাশের সংগে সংগে চতুর্দিকে সাড়া পড়ে যায় এবং ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে হয়। শুধু ভারতে নয়, ভারতের বাইরেও বইটির ভীষণ চাহিদা হয়। ১৮১৯ ও ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ওয়ার্ড বইটির আরও দুটি সংস্করণ ইংলণ্ড ও আমেরিকা হতে প্রকাশ করেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি এই পর্যায়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ, 'A view of the History, Litrature and Mythology of the Hindoos, নামে দুই খণ্ডে প্রকাশ করেন। দুই গ্রন্থের রচনাকে মোটামুটি নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যায় :—

(১) প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস। (২) হিন্দুধর্ম, দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি, (৩) ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিচয়। (৪) কৃষি শিল্প ও অর্থনৈতিক অবস্থা। (৫) ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবন। (৬) শিক্ষা ও সংস্কৃতি।

হিন্দু ধারণা অনুযায়ী মনুষ্য সভ্যতার উৎপত্তি ও বিকাশ এবং প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার সুন্দর বর্ণনা বইটিতে আছে। মধ্যযুগীয় সভ্যতার ইতিহাস রচনায় ওয়ার্ড কোলব্রুক প্রমুখ ঐতিহাসিকের রচনার সাহায্য নিয়েছেন। হিন্দু ধর্মশাস্ত্র, পুরাণাদি এবং দর্শনের আলোচনায় ওয়ার্ড যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। উত্তর ভারতের বিশেষ করে বাংলাদেশের ভূমিভাগ, জলবায়ু, নদী প্রভৃতির প্রাকৃতিক পরিচয় নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন গ্রন্থটিতে এবং বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উপভোগ্য বর্ণনা দিয়েছেন। প্রকৃতির দয়ার ওপর নির্ভরশীল কৃষির এবং বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত কৃষকদের দুর্গতির

বর্ণনার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর সংবেদনশীল মনের পরিচয় দিয়েছেন। আবার প্রয়োজনীয় উপকরণের বাজারদর, দেশীয় শিল্প সমূহের পরিচয় ও বানিজ্যের সাধারণ অবস্থার বর্ণনার মধ্যে শিল্প ও অর্থনীতি সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ওয়ার্ড বর্ণিত সে যুগের পল্লীবাসীর ব্যক্তিগত জীবন ও পল্লীর সমাজ জীবনের চিত্রটি যেমন নিখুঁত তেমনি তথ্য বহুল। জন্ম হতে আরম্ভ করে মৃত্যু পর্যন্ত একজন পল্লীবাসীর জীবন কি ভাবে অতিবাহিত হয় তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা প্রসঙ্গে সামাজিক রীতিনীতি, আচারব্যবহার, সংস্কার, সামাজিকতা, লৌকিকতা প্রভৃতি কোন কিছুর আলোচনাই বাদ দেন নি। মেয়েদের প্রতি নির্মম দুর্ব্যবহার তাঁর গভীর সংবেদনশীল মনকে বিশেধ ভাবে নাড়া দেয় এবং সতীদাহ, সাগরে পুত্র বিসর্জন প্রভৃতি অমানুষিক কুপ্রথার প্রতিও তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ সম্পর্কে তাঁর সুবিস্তৃত বিবরণ ভারতে ও বিদেশে বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন এদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে। এই বিবরণের উপাদানের ওপর নির্ভর করে শ্রীরামপুর মিশন এদেশে পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। পরবর্তী কালে কোম্পানীও শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার সময় এই বিবরণের সাহায্য নেয়। সে সময় দেশীয় শিক্ষার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "It cannot be affirmed that schools are few in India ; Schools are in fact numerous, but to expand the minds of the young or to give them the elements of useful knowledge is no part of the plan of these schools ; in the village seminary, the children are taught to read and write, they proceed through the Ist four principles of Arithmetic and add the copying of few forms of letters. In consequence though the

Hindoo boys are of quick capacity, their powers are observed soon to wither in the premature stage. If the apetite for knowledge were supplied with food in due proportions, I doubt not but the Hindoos would become in mental stature almost equal to Britons."[৫]

গ্রাম বাংলার সাংস্কৃতিক জীবন বর্ণনা প্রসঙ্গে যাত্রাগান কথাকতা, গানবাজনা, বা সামাজিক প্রতিষ্ঠান, প্রবাদবাক্য, কথাবার্তা, পোষাক-পরিচ্ছদ অতিথিসেবা, তীর্থস্থান, পুষ্করিণী খনন, গ্রাম্যসভা, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান ও আচার পদ্ধতি প্রভৃতি খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয়েরই বিষদ বর্ণনা দিয়েছেন, তাঁর রচনার মধ্যে। সে জন্য হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় জ্ঞাপক প্রামান্য গ্রন্থ হিসাবে ইহা সর্বত্র সমাদৃত হয়েছে।

ওয়ার্ড বাংলায় বেশ সুন্দর ভাবে কথা বলতে পারতেন। তাঁর গভীর ভগদ্ভক্তির জন্য নিজ সমাজে তিনি বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রীরামপুর ও কলিকাতার গীর্জার প্যাষ্টর নিযুক্ত হন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর শরীর ভগ্ন হওয়ায় চট্টগ্রামে বায়ু পরিবর্তনে যান এবং কেরীর পুত্র ফেলিক্সকে সংগে নিয়ে ফেরেন। ঐ বৎসর ১৩ই ডিসেম্বর স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন। শ্রীরামপুর মিশনারীদের মধ্যে তিনিই প্রথম দীর্ঘদিন ভারতবাসের পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সেজন্য ইংলণ্ডে তাঁর অভ্যর্থনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। তাছাড়া তরুণ ও প্রবীণ মিশনারীদের অন্তর্দ্বন্দ্বে ইংলণ্ডে কিছুটা ভুল বুঝাবুঝি হয়েছিল। তিনি তার অনেকটা অবসান ঘটান। শ্রীরামপুর মিশনের প্রচারের কাজ ও অর্থ সংগ্রহ তিনি বিশেষ সাফল্যের সংগে করেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকা সফর করে তিনি দুই বছরে ২৬০০০ ডলার সংগ্রহ করেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রীরামপুরে ফিরে আসেন এবং প্রেসের কাজ নতুন উদ্যমে সুরু

করেন। আর একটি মহৎ কাজে ওয়ার্ড অসীম সাহসের সংগে এগিয়ে যান। কাজটা হল দেশীয় মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় খোলা। সে যুগের সংরক্ষণশীল পল্লী সমাজের পর্দানশীল মেয়েদের শিক্ষার আলোয় আনার দুঃসাহসীক প্রয়াসের তিনি শুধু পথ প্রদর্শকই নন, উপরন্তু সফল প্রয়াসের দৃষ্টান্ত দিয়ে সে যুগের স্ত্রী শিক্ষা প্রবর্তনকারীদের বিশেষ অনুপ্রেরণাও দিয়েছিলেন। ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস লেখার উপকরণ সংগ্রহের সময় সবচেয়ে ব্যথিত হয়ে ছিলেন এদেশের মেয়েদের শৃঙ্খলাবদ্ধ অসহায় অবস্থা ও এদের প্রতি নিষ্করুণ সমাজের অমানুষিক নিপীড়ন দেখে। Captain Villersকে লিখিত তাঁর এক পত্রের মধ্যে এ দেশের মেয়েদের করুণ অবস্থার যে বিবরণ তিনি দিয়েছেন তাতে তাঁর গভীর দরদী ও সংবেদনশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। ইংলণ্ড হতে প্রত্যাগমনের পর মেয়েদের বিদ্যালয় স্থাপনের ভার নিজের হাতে গ্রহণ করেন। এ সম্বন্ধে জন মার্শম্যান বলেছেন, "They (Ward and his Colleagues) were also anxious to extend the blessings of knowledge to heathen families and Mr. Ward, after his return, took the department of female education in his own hands, and established numerous schools in and around Serampore which were vigorously maintained after his death."[৬]

এই কাজে সহযোগী হিসাবে পান বন্ধু মার্শম্যানের স্ত্রী হানা মার্শম্যানকে। তাঁর মৃত্যুর পর হানাই সব দায়িত্ব গ্রহণ করেন। খুব দুর্ভাগ্যের বিষয় স্ত্রী শিক্ষা প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েই তাঁকে ইহলোক ত্যাগ করে চলে যেতে হয়। আমাদের স্ত্রী শিক্ষার ইতিহাসে প্রবর্তক হিসাবে ওয়ার্ডের নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

ইংলণ্ড হতে ফিরে এসে ওয়ার্ড পূর্ণোদ্যমে যখন কাজ সুরু করেন তখন কেউই কল্পনা করেন নি তাঁর কর্মবহুল জীবনের শেষ এতো

নিকটবর্তী। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চ অভিন্নহৃদয় বন্ধু কেরী ও মার্শম্যানকে শোকাভিভূত করে এই অক্লান্ত কর্মী অকালে ইহলোক ত্যাগ করে যান। বাংলার মাটিকে ভালবেসে বাংলার মাটিতে নিজেকে লীন করে দিয়ে গেছেন নবীন বাংলা গঠনের পথিকৃৎদের শীর্ষ-স্থানীয় রেভারেণ্ড উইলিয়াম ওয়ার্ড। Samuel Stennet-এর ভাষায় শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে বলি,

"Shall shine as stars—then Ward, thy name
shall be,
A gem of ray seren in heaven's pure galaxy."[৭]

পাদটীকা

(১) Stennet Samuel : Memoirs of Rev. William Ward, 1825, p. 271
(২) Marshman J. C. : Life and Times of Carey, Marshman and Ward, Vol. I, 1859, p. 97
(৩) Smith George : William Carey, p. 183
(৪) Do Do p. 232
(৫) Ward William : Aview of History II 1818, p. 119
(৬) Marshman J. C. : Life and Times...1859 Vol. II p. 303
(৭) Stennet Samuel : William Ward, 1825 p. 305

ফেলিক্স কেরী

(১৭৮৬—১৮২২)

বাংলার নবজাগরণের অরুণোদয় কালে ফেলিক্স কেরী একটি ক্ষণস্থায়ী উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। সমকালীন একাধিক বিবরণীতে তাকে ভারত প্রবাসী ইউরোপীয়দের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বহুভাষাবিদ্ বলে অভিহিত করা হয়েছে।[১] বাংলা ভাষায় পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানের পুস্তক তিনিই প্রথম রচনা করেন। রোমাঞ্চকর উপন্যাসের নায়কের মত বৈচিত্র্যময় জীবনের অধিকারী ফেলিক্স কেরী।[২] উত্থান-পতন, ঘাত-প্রতিঘাতের বন্ধুর পথে দুঃখ, শোক, সংশয় প্রভৃতি সবকিছুর মধ্য দিয়ে তাঁর উদ্দাম গতিময় জীবনের রথ পরিচালিত হয়েছে। ধর্মপ্রচার, মুদ্রণ, চিকিৎসা, রাজদৌত, অনুবাদ, গ্রন্থসংকলন প্রভৃতি বহু বিচিত্র কাজের মধ্যে আছে তাঁর পরিচয়। কিন্তু ভাগ্যের এমন নিষ্ঠুর পরিহাস যে অস্থিরতা ছেড়ে যখন তিনি শান্ত, স্থির জীবন যাপন করতে সুরু করেছেন তখনই মৃত্যু এসে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। পিতা উইলিয়াম কেরীর মত ধীর, বিবেচক বা সহনশীল তিনি ছিলেন না। অনেক কিছুতেই তিনি নিজেকে জড়িত করেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কিছুটা সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি দিলেও শেষ পর্যন্ত কোন কিছুতেই সম্পূর্ণ সফল হওয়া তাঁর হয়ে ওঠে নি। তবে কোন ক্ষেত্রেই তাঁর অবদান অকিঞ্চিৎকর নয়। কোম্পানীর রাজত্বের প্রথম দিকে যে সমস্ত ইংরেজ পুরুষ এদেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের জন্য নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেন ফেলিক্স তাঁদের অন্যতম। বাংলা সব সময়েই ডানকান, এড্‌মনষ্টোন, ফষ্টার, মিলার, টমাস, কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড, এলারটন, হাফটন, ষ্টুয়ার্ট, হ্যালহেড, মে প্রভৃতির কাছে চিরঋণী। এঁদের উত্তরসাধক ফেলিক্সের নামও অল্প সময়ের মধ্যে অকল্পনীয় অবদানের জন্য অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সজনীকান্ত দাস বলেছেন, "তিনি লেখক হিসাবে মাত্র চারি বৎসর বঙ্গভাষার

সেবা করিয়াছিলেন, তাঁহার অধিকাংশ রচনাই অকাল-মৃত্যুর জন্য অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার রচনা আমি মুদ্রিত আকারে যতটুকু পাইয়াছি, তাহাতে নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, বাঁচিয়া থাকিলে তিনি বাংলা ভাষায় ইউরোপীয় লেখকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতেন। মাত্র ছত্রিশ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও তিনি যে পরিমাণ মুদ্রিত বাংলা লেখা রাখিয়া গিয়াছেন, আর কোন বৈদেশিকের লেখা তাহার সহিত ওজনে তুলনীয় নহে।...বস্তুতঃ সকল দিক বিচার করিয়া তাঁহাকে বাংলা ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় লেখক বলিলে অন্যায় বলা হইবে না।"[৩]

ফেলিক্স রেভারেণ্ড উইলিয়াম কেরী ও তাঁর স্ত্রী ডরোথীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর মৌলটনে ফেলিক্সের জন্ম হয়। জুতো সেলাই-এর কাজ ছেড়ে কেরী তখন মৌলটনে শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণ করেছেন। ব্যাপটিষ্ট মতালম্বন করায় কেরীর মধ্যে ধর্মভাব খুব প্রবল। কিন্তু পিতার ঔদার্য ও মানবিকতা বোধ পেলেও ফেলিক্স তাঁর ধর্মভাবে বিশেষ প্রভাবিত হন নি। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে মাত্র সাত বছর বয়সে ফেলিক্স পিতার সংগে ভারতে আসেন এবং বাংলার গ্রামের জল-হাওয়ায় তাঁর বাল্য ও কৈশোর গড়ে ওঠে। ভারতে আসার প্রথম কয়েক বছর কেরী-পরিবারের ভাগ্য নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে কাটে, ফলে উইলিয়াম কেরী পুত্র ফেলিক্স ও পিটারের প্রাথমিক শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে পারেন নি। তাঁর ইচ্ছা ছিল পুত্রদের প্রাচ্য ভাষা ও রীতিতে শিক্ষা দেন। জীবনীকার পিয়ার্স কেরী লিখেছেন, "তিনি (উইলিয়াম কেরী) তথাকথিত বাংলার অক্সফোর্ড নবদ্বীপে ফেলিক্সকে সংস্কৃত ও পিটারকে ফার্সী শেখাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।"[৪] অস্থিরচিত্ততাই প্রতিভাধর ফেলিক্সের জীবন-সংগ্রামে সবচেয়ে বড় অন্তরায় ছিল এবং এর প্রধান কারণ ছিল তাঁর মাতার মস্তিষ্ক-বিকৃতিজনিত রোগ ভোগ ও অকাল-মৃত্যু। নানা অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলিক্স মুন্সী রামরাম বসুর কাছে

বাংলা ভাষা এবং পিতার কাছে ধর্মশিক্ষা লাভ করেন। দেশীয় গ্রাম্য সমাজে মিশে তিনি এ দেশের রীতি নীতি আচার ব্যবহারে বিশেষ ওয়াকিবহাল হন। উত্তরবঙ্গে মদনাবতীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করার পর হতে ফেলিক্সের শরীর ও মন ভালো হতে থাকে, কিন্তু মাতার ক্রমবর্ধমান মানসিক রোগ ফেলিক্সের কিশোর মনের অনেকখানি জুড়ে থাকে। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই ফেলিক্স দেশীয় বালকদের মত অনর্গল বাংলায় কথা বলতে শেখেন। ওয়ার্ডের জার্নাল এবং পীয়ার্স ও জন মার্শম্যানের বই হতে জানা যায় ফেলিক্স বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দুস্থানী (উর্দু) প্রভৃতি প্রাচ্য ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন।[৫]

১৮০০ খৃষ্টাব্দে কেরী সপরিবারে শ্রীরামপুরে চলে আসেন। এখানে শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন হলে ফেলিক্স একজন সক্রিয় সহযোগী হিসাবে মিশনে গৃহীত হন। মিশনের দায়িত্ব ভার বণ্টন হলে মুদ্রণশালার অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড ওয়ার্ডকে সাহায্য করার ভার পড়ে ফেলিক্সের ওপর। তাঁর কাজ ছিল প্রুফ দেখা ও মুদ্রণের কপি তৈরী করা। তাঁর কর্মকুশলতা ওয়ার্ডকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। ফেলিক্সের কঠোর পরিশ্রমের জন্য ওয়ার্ডের পক্ষে দ্রুত মুদ্রণ করা সম্ভব হয়েছিল। পিতা নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় এবং মাতা মানসিক রোগগ্রস্ত হওয়ায় ফেলিক্স কিছুটা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠেন। কিন্তু ওয়ার্ডের শিক্ষা ও সাহচর্যে তাঁর সংযম অনেকটা ফিরে আসে। ওয়ার্ড শুধু তাঁর শিক্ষাগুরুই ছিলেন না, তাঁর বন্ধুও ছিলেন। প্রচণ্ড কর্ম-শক্তি দেখে ওয়ার্ড তাঁকে Tiger বলে ডাকতেন। ফেলিক্সের নৈতিক চেতনা ও ধর্মশক্তি ফিরে আসায় জশুয়া মার্শম্যান উৎফুল্ল হয়ে ওয়ার্ডকে বলেন, 'বাঘও মেষশাবকে রূপান্তরিত হল।' ওয়ার্ডের প্রতি কৃতজ্ঞ কেরীও পুত্রের উন্নতিতে প্রীত হন।

এবার ফেলিক্সের জীবনের ধারা কিছুটা পরিবর্তন হয়। ওয়ার্ডের সংগে তিনি নিয়মিতভাবে ধর্মপ্রচারে বাহির হতে থাকেন। ইংলণ্ডস্থিত

তাঁর এক বন্ধুকে তিনি লেখেন, 'শ্রীরামপুরে আসার পর থেকে ঈশ্বরের বাণী প্রচারের সাফল্যে আমরা অত্যন্ত আনন্দ বোধ করছি।'[৬] ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটি তাঁর কাজের প্রশংসা করলে তিনি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মিশনের কাজকে জীবনের ব্রত করবেন বলে জানান।[৭] শ্রীরামপুর মিশন তাঁর কাজের সাফল্য দেখে তাঁকে পুরোপুরি মিশনারীতে উন্নত করে এবং ধর্মপ্রচারের সঙ্গে তাঁকে রবিবাসরীয় বিদ্যালয় পরিচালনার ভার দেয়।

কিন্তু অস্থিরচিত্ত ফেলিক্সের জীবনের গতিপথ পরিবর্তন হতে বেশী সময় লাগে নি। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতার এক স্কুল-শিক্ষয়িত্রীর কন্যা মার্গারেট কিন্সিকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর তাঁর ডাক্তারী পড়ার দিকে বিশেষ ঝোঁক যায়। সৌভাগ্যক্রমে ডাঃ জেমস্ টেলর নামে একজন মিশনারী ডাক্তার তখন শ্রীরামপুরে ছিলেন। ডাঃ টেলরের কাছে ফেলিক্স চিকিৎসা বিদ্যা শেখেন এবং অধীত বিদ্যার ব্যবহারিক জ্ঞান লাভের জন্য কলিকাতা হাসপাতালের সংগে যুক্ত হন। এই সময় হতে তাঁর চরিত্রে অস্থিরতা আবার প্রকাশ পায়। শ্রীরামপুরের পরিবেশ থেকে মুক্তি লাভ করে রোমাঞ্চকর কিছু করবার উৎসাহে তিনি চঞ্চল হয়ে ওঠেন।

সে সময় ব্রহ্মদেশে মিশনের কেন্দ্র স্থাপনের কথাবার্তা হচ্ছিল। চেটার নামক একজন মিশনারী প্রাথমিক অনুসন্ধানের জন্য ব্রহ্মদেশে যান। বাইরে যাবার আশায় ফেলিক্স বর্মী পণ্ডিতের কাছে বর্মী ভাষা শিখতে থাকেন। ব্রহ্মে ব্যবহৃত পালির সংগে সংস্কৃতের অনেক মিল থাকায় ফেলিক্স সহজেই ভাষাটি আয়ত্ত করেন।

চেটারের প্রাথমিক উদ্যোগ সফল হওয়ায় ব্রহ্মদেশে মিশনের কেন্দ্র স্থাপনের জন্য তিনি প্রস্তুত হলেন। কিন্তু তাঁর একজন উপযুক্ত সঙ্গীর প্রয়োজন। সুযোগ বুঝে ফেলিক্স বার্মায় যাবার প্রস্তাব করেন। কেরী বা ওয়ার্ড কেউই এ প্রস্তাবে খুসী হলেন না। ফেলিক্সের মত সুদক্ষ কর্মী, চিকিৎসক ও ভাষাবিদ্ পণ্ডিতকে তাঁরা শ্রীরামপুর হতে

ছাড়তে মোটেই রাজী ছিলেন না। তাছাড়া অস্থিরচিত্ত ফেলিক্সকে চোখের আড়াল করতেও তাঁদের ভয় ছিল। কিন্তু খেয়ালী ফেলিক্সের জেদের কাছে তাঁদের হার মানতে হল। খুব ক্ষুণ্ণমনেই তাঁরা ফেলিক্সকে বার্মায় যাবার সম্মতি দিলেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ফেলিক্স সপরিবারে (কন্যা লুসী বাদে) চেটারের সংগে ব্রহ্মদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। উদ্বিগ্ন পিতা তাঁকে বললেন, "নিজের ও নিজের নীতির প্রতি লক্ষ্য রেখো।"

নতুন দেশে ফেলিক্সের জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। ধর্ম প্রচারে যতটা না হোক তার চেয়ে অনেক বেশী সফল হলেন চিকিৎসা বিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগে। বিশেষ করে তাঁর দেওয়া টিকা ওদেশে খুব সমাদর লাভ করে। নানা অসুবিধা ও পারিবারিক বিপর্যয়ের মধ্যেও ফেলিক্সের বর্মী ভাষা শিক্ষা অনেকটা অগ্রসর হয়। ওয়ার্ডকে তিনি জানান যে তিনি এখন সহজভাবে বর্মীভাষায় কথাবার্তা বলতে ও লিখতে পড়তে পারেন এবং ঐ দেশের জনসাধারণের ওপর তাঁর গভীর মমত্ববোধ জেগেছে। শল্য-চিকিৎসক হিসাবে সুনাম বাড়ায় রাজদরবারে ও উচ্চ সরকারী মহলে তাঁর প্রতিপত্তি বাড়ে। বার্মার বহু স্থানে পরিভ্রমণেরও সুযোগ হয়। তবে ধর্মপ্রচার কার্য বিশেষ অগ্রসর হয় নি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি ক্যাপ্টেন ক্যানিং বলেছেন, "বর্মীদের ধর্মান্তরিত হবার সম্ভাবনা খুব কম ছিল। সরকার মিশনারীদের বিষয় নিস্পৃহ, কিন্তু তাঁরা যদি রাজ্যের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে তবে বৃটিশদের চর বলে সন্দেহ করতে পারে।"[৮] ফেলিক্স বর্মী ও পালিভাষায় দুটি শব্দকোষ প্রণয়নের কাজ আরম্ভ করেন। রেঙ্গুনে একটি ছাপাখানা স্থাপনেরও উদ্যোগ হয়। স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায় ১৮১১ খৃষ্টাব্দে ফেলিক্স কুমারী ব্ল্যাকওয়েলকে বিবাহ করেন। এই সময় বর্মী সরকার ও বৃটিশ দূতের মধ্যে বিরোধ হওয়ায় বেশ কিছুদিন ফেলিক্সকে অসুবিধার মধ্যে কাটাতে হয়। তবে বিরোধ মেটবার পর বর্মীসরকারের সংগে ঘনিষ্ঠতা তাঁর

আরও বেড়ে যায়। বর্মার রাজধানী অমরাপুরে মিশনের শাখা কার্যালয় ও ছাপাখানা স্থাপনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিন্তু শ্রীরামপুরে অভিযোগ যায় যে ফেলিক্স ধর্মপ্রচারে অবহেলা করে অন্য কাজে লিপ্ত হয়েছেন।

এর পর ফেলিক্সের জীবনে আসে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের অধ্যায়। বর্মার রাজার আহ্বানে চিকিৎসক হিসাবে তিনি অমরাপুরায় যান এবং রাজাকে সন্তুষ্ট করে 'রাজসিপ্পে' (রাজচিকিৎসক) খেতাব নিয়ে সগৌরবে রেঙ্গুনে ফিরে আসেন। কেরী পুত্রের এই পরিবর্তনে খুসী হতে পারেন নি, তিনি বুঝতে পারেন ধর্মপ্রচারকের আদর্শ হতে তাঁর পুত্র দূরে সরে যাচ্ছে। ভাগ্যের বিড়ম্বনা ফেলিক্সকে অনুসরণ করে চলে। ঔষধপত্র নিয়ে তিনি নৌকাযোগে সপরিবারে রেঙ্গুন হতে অমরাপুরায় যাচ্ছিলেন। ঝড়ে নৌকা উল্টে যায়, স্ত্রীপুত্র হারিয়ে ফেলিক্স হলেন সর্বস্বান্ত। শোকে দুঃখে পাগলের মত হয়ে তিনি যখন অমরাপুরায় ফেরেন তখন সহৃদয় রাজা তাঁর প্রতি যথেষ্ট সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করেন। সান্ত্বনাস্বরূপ তিনি ফেলিক্সকে তাঁর ব্যক্তিগত কাজে কলিকাতায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে পাঠান। ফেলিক্স নিজেকে রাজদূত মনে করেন এবং সুরু করেন মহা আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাত্রা। ইতিমধ্যে তিনি আবার একটি বিয়ে করেন। কলিকাতায় তিনি রাজদূতের মর্যাদা দাবী করেন। প্রথমে যথোপযুক্ত মর্যাদা দেখালেও ফেলিক্সের কাজের গুরুত্ব না থাকায় তাঁকে দূতের পূর্ণ সম্মান দিতে অস্বীকার করা হয়। ফলে কোম্পানীর সংগে তাঁর গণ্ডগোল বাধে। আবার কয়েকটি কাজের জন্য বর্মার রাজাও তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হন। ভগ্নহৃদয়ে তিনি কলিকাতা ত্যাগ করার পর রেঙ্গুন না গিয়ে অজ্ঞাতবাসে চলে যান। ধর্মযাজক ফেলিক্সের রাজদূতে রূপান্তর বেশী দিন টিক্‌ল না। তবু ফেলিক্স নিজের ইচ্ছায় একাজ নেন নি, ভাগ্যক্রমে তাঁর ওপর এ কাজের দায়িত্ব পড়ে। এ সম্বন্ধে ডাঃ ইয়েট্‌সের জীবনীতে আছে,

"It should be mentioned, however, that the office of Ambassador was not his (Felix's) own seeking. It was, in a manner, thrust upon him."[৯]

পূর্ব বাংলা ও আসামের বনে-জঙ্গলে প্রায় সাড়ে তিন বছর বন্য যাযাবরের মত জীবন যাপন করতে হয় ফেলিক্সকে। শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাসে জন ক্লার্ক মার্শম্যান লিখেছেন, "He wandered among the independent provinces of East Bengal and passed through a series of adventures by land and by sea, which would appear incredible even a novel. At one time he repaired to the court of the Barbarous chief on the frontier and was constituted his prime minister and Generalissimo and led his forces to a conflict with Burmese, in which from his utter ignorance of even the rudiments of millitary science, he was ignominiously defeated and obliged to take refuge in the jungles. After three years of this wild and romantic life, he accidentally fell in with Mr. Ward at Chittagong and was persuaded to return to repose and usefulness at Serampore."[১০]

চট্টগ্রামে ওয়ার্ডের সংগে দেখা হওয়ায় ফেলিক্স শ্রীরামপুরে ফিরে আসেন এবং সুরু করেন শান্ত কর্মময় জীবন। ওদিকে রেঙ্গুনে তাঁর পরিত্যক্ত স্ত্রীকে তিন বছরের বেশী খুব আর্থিক দুরবস্থায় কাটাতে হয়। বার্মার আইনে নিষিদ্ধ হওয়ায় তাঁকে শ্রীরামপুরে আনা সম্ভব হয় নি। এই স্ত্রীর সর্ব শেষ খবর না জানা গেলেও অনুমান করা হয় তিনি অল্পকালের মধ্যে মারা যান। শ্রীরামপুরে আসার কিছুদিন পরে ফেলিক্স চতুর্থবার বিবাহ করেন। এখানে

আসার পূর্বে ফেলিক্স বর্মী ও পালিভাষায় কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং এখানে এসে বাংলা ভাষায় অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ রচনার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস, মৃত্যুর কঠোর হাত এই প্রভূত সম্ভাবনাময় জীবনকে অকালে কবলিত করে। মাত্র ৩৬ বছর বয়সে ১৮২২ খৃঃ, ১০ই নভেম্বর ফেলিক্সের বিচিত্র ঘটনাবহুল জীবনের অবসান হয়। Friend of India তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে লেখে, "The death of this individual will be considered as a great loss by those who are labouring in the intellectual and moral cultivation of India."[১১]

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ফেলিক্স যে যে ক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন সে সে ক্ষেত্রেই রেখে গেছেন তাঁর প্রতিভার সুস্পষ্ট ছাপ। যদিও কোন কিছুতেই স্থায়ী দাগ কাটার কোন সুযোগ পান নি। এম, এস, খান বলেছেন, "Felix Carey made several spectacular if rather infructuous tilts at life and got, ultimately, very little out of it. Restless and fickleminded, unlike his staunch aud conscientious father, he embarked on multitude of activities and after brief flashes of promise in each, his career fizzled out into nothing. Yet it would be inaccurate and unfair to say that he didnot leave his mark upon anything. He was termed in his own days, the completest Bengali linguist among India's Europeans."[১২]

পিতার ইচ্ছানুযায়ী কৈশোরেই তিনি ধর্মপ্রচারের কাজ গ্রহণ করেন। যদিও একাজে তিনি প্রাণের সংযোগ পান নি তবুও দক্ষতা ও একনিষ্ঠতায় তাঁর সমকক্ষ শ্রীরামপুরে অল্প কয়েকজনই ছিলেন। তাঁর প্রচার সম্বন্ধে ওয়ার্ড বলেছেন, "I never heard a message

better fitted for India." ছাপাখানার কাজে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ওয়ার্ডের স্থলাভিষিক্ত হবার দক্ষতা অর্জন করেন। বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী, পালি, বর্মী, চীনা—এই সব কয়টা ভাষাতেই তাঁর বিশেষ দখল জন্মায়। বাংলা তিনি এতো ভালোভাবে জানতেন যে বাংলাকে তাঁর দ্বিতীয় মাতৃভাষা বলা চলতো। বাল্য ও কৈশোরের দিনগুলি তাঁর মদনাবতীর গ্রাম্য পরিবেশে কাটে। গ্রামের ছেলেদের সংগে অবাধে মেলামেশা করেই বাংলাকে তিনি এতো গভীরভাবে আয়ত্তে আনতে পেরেছিলেন। চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শীতা ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানে পাণ্ডিত্যের জন্যই ব্রহ্মদেশে সর্বস্তরের মানুষের কাছে তিনি বিশেষ প্রিয় হয়ে ওঠেন। মানুষের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধ ও দরদ ছিল রোগ নিরাময়ের সবচেয়ে বড় উপকরণ—তাই ব্রহ্মের মানুষ তাঁকে এতো ভালোবেসেছিল। শুধু চিকিৎসকরূপেই তিনি যদি জীবন-যাপনে সচেষ্ট হতেন তবে হয়তো জীবনে এতো অশান্তি, দুঃখ, দুর্দ্দশা তাঁকে ভোগ করতে হোত না। সাংবাদিক ও অনুবাদক হিসাবেও তাঁর কৃতিত্ব অসামান্য।

কৃতী পিতার সমতুল্য না হলেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ফেলিক্সের অবদান বিস্ময়করভাবে ঐশ্বর্যমণ্ডিত। খুবই বেদনাদায়ক এই অতুলনীয় কীর্তি যথাযোগ্য মর্যাদা পায় নি। অবহেলিত ও উপেক্ষিত হয়ে এসেছেন এই হতভাগ্য মনীষী। এমন কি শ্রীরামপুর মিশনের বিবরণগুলিতে তাঁর কৃতিত্বের বিশেষ উল্লেখ নেই এবং তাঁর স্মৃতি রক্ষার কোন ব্যবস্থাই মিশন করে নি। শুধু Dr. Kalidas Nag, 'Story of Serampore and its College (৩য় সং) এ ফেলিক্সের নাম উল্লেখ করে বলেছেন, "Felix Carey (1786-1822), who wrote a Burmese Dictionary in Rangoon, also wrote with his Serampore colleagues some early Science manuals in Bengali, but he died prematurely in 1822."[১৩]

বিভিন্ন প্রাচ্যভাষা বিশেষ করে বাংলা, পালি ও বর্মীভাষায় গদ্যরীতি সংগঠনে ফেলিক্স অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর সমকালীন ও পরবর্তীকালের লেখক ও সমালোচকগণ সকলেই ফেলিক্সের অবদান শ্রদ্ধার সংগে স্বীকার করেছেন। সে যুগের বিশিষ্ট সমালোচক কাশীপ্রসাদ ঘোষ শ্রীরামপুর মিশনারীদের বাংলা রচনা সাধারণের বোধগম্য নয় বলে তীব্র সমালোচনা করেন এবং ব্যঙ্গ করে 'শ্রীরামপুরী বাংলা' বলে অভিহিত করেন। কিন্তু তিনিও ফেলিক্স কর্তৃক অনূদিত গোল্ডস্মিথের ইতিহাসের প্রশংসা করেন।[১৪] তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি ইংরাজী এনসাইক্লোপিডিয়ার অনুসরণে বাংলা বিশ্বকোষ প্রকাশের দুঃসাহসিক প্রয়াস। এই রচনাবলীর নাম দেন বিদ্যাহারাবলী। তিনি ইহা খণ্ডাকারে প্রকাশ করার এবং প্রতিখণ্ডে এক একটি বিষয়ের আলোচনার সিদ্ধান্ত করেন। এর প্রথম খণ্ড ফলিত-বিজ্ঞানের বই 'ব্যবচ্ছেদবিদ্যা'। ইহা বাংলা ভাষার প্রথম পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানগ্রন্থ। বইটি চিকিৎসা ও শারীর-বিজ্ঞানেরও প্রথম বাংলা গ্রন্থ। ইহা প্রতি মাসে একটি হিসাবে ১৪টি অধ্যায়ে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল অক্টোবর, ১৮১৯ খৃষ্টাব্দ। পিতা উইলিয়াম কেরী ও দুইজন দেশীয় পণ্ডিত শ্রীকান্ত বিদ্যালঙ্কার ও কবিচন্দ্র তর্কালঙ্কার তাঁকে প্রভূত সাহায্য করেন।

প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৩৮। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন সমাচার দর্পণে বিশ্বকোষ প্রকাশ সম্বন্ধে নিম্নের ঘোষণাটি বাহির হয়ঃ "নূতন পুস্তক।—শ্রীযুক্ত ফেলিক্স কেরী সাহেব ইংলণ্ডীয় পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়া বিদ্যাহারাবলী নামে একটি নূতন পুস্তক বাঙ্গালী ভাষায় করিয়া শ্রীরামপুরে ছাপা করিতেছেন ইহাতে নানা প্রকার বিদ্যার কথা আছে ঐ গ্রন্থের মধ্যে আটচল্লিশ কিম্বা ছাপান্ন ফর্দ্দে একাকার কাগজেতে এবং অক্ষরেতে মাস ২ ছাপা হইবেক। আটচল্লিশ কিম্বা ছাপান্ন ফর্দ্দেতে এক নম্বর দেওয়া যাইবেক ঐ এক ২ নম্বরের মূল্য দুই টাকা।[১৫]

বইটির আখ্যান পত্র ছিল নিম্নরূপ ঃ

"বিদ্যাহারাবলী অর্থাৎ বাংলা ভাষায় কৃত ইউরোপীয় সর্বগ্রাহ্য আয়ুর্ব্বেদ-শিল্পবিদ্যাদি মূল গ্রন্থাবলী। তৎ প্রথম গ্রন্থ। ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা। ফেলিক্স কেরী কর্ত্তৃক পঞ্চমবার ছাপাকৃত এনসাইক্লোপিদিয়া ব্রিটানিকা নামক গ্রন্থাবলী হইতে বাংলা ভাষায় কৃত। গরিষ্ঠ উইলিয়াম কেরী কর্ত্তৃক তর্জমা বিবেচিত এবং শ্রীকান্ত বিদ্যালঙ্কার কর্ত্তৃক ভাষা বিবেচিত ও শ্রীকবিচন্দ্র তর্কশিরোমণি সাহায্যকৃত। শ্রীরামপুর মিশন ছাপাখানাতে ছাপাকৃত। সন ১৮২০।[১৬]

ব্যবচ্ছেদবিদ্যাকে প্রথমতঃ দুটি কাণ্ডে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম কাণ্ড ব্যবচ্ছেদবিদ্যা এবং দ্বিতীয় কাণ্ড তুলনামূলক ব্যবচ্ছেদবিদ্যা। প্রতিটি কাণ্ড আবার কয়েকটি খণ্ডে, প্রতি খণ্ড কয়েকটি অধ্যায়ে এবং প্রতিটি অধ্যায় কয়েকটি প্রকরণে বিভক্ত। নিম্নে কয়েকটি নমুনা দেওয়া হল।

(ক) "ব্যবচ্ছেদ বিদ্যাভ্যাসকরণে সুগমার্থে চিকিৎসকেরা ব্যবচ্ছেদ বিদ্যাকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। প্রথমতঃ (আনাতোমি) অর্থাৎ শরীর কোন্ দ্রব্য দ্বারা নির্মিত এবং ঐ শরীরের প্রত্যেক অবয়ব কি প্রকার এবং কিসের দ্বারা সম্মিলিত। দ্বিতীয়তঃ (ফিসিওলজি) অর্থাৎ দৃশ্যা-দৃশ্য বস্তুর সংযোগ বিদ্যা।"

(খ) "শরীর ঘন এবং দ্রব বস্তুর দ্বারা নির্মিত প্রযুক্ত ব্যবচ্ছেদকেরা ব্যবচ্ছেদবিদ্যাকে দ্বিধা করিয়াছেন। (১) শরীর মধ্যে ঘন বস্তুর ব্যবচ্ছেদবিদ্যা। (২) দ্রব বস্তুর ব্যবচ্ছেদবিদ্যা।"

(গ) "ঐ ঘন বস্তুকে ব্যবচ্ছেদকেরা দ্বিধা করিয়াছেন। বিশেষতঃ (১) অতি ঘন অর্থাৎ অস্থি। ঐ অতি ঘন বস্তুর ব্যবচ্ছেদবিদ্যাকে (অস্থিওলজি) অর্থাৎ অস্থিবিদ্যা কহিয়াছেন ফলতঃ অস্থির নির্ণয়।

(২) ন্যূন ঘন বস্তু, ব্যবচ্ছেদকেরা ঐ ন্যূন ঘন বস্তুর (সার্কোলজি) সংজ্ঞা করিয়াছেন অর্থাৎ মাংস নির্ণয় বিদ্যা।"[১৭]

তথ্য-বাহুল্যই তাঁর গ্রন্থের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়। সমস্ত

জটিল তথ্যেরই আলোচনা করার চেষ্টা করেছেন গভীর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সংগে। একটি উদাহরণ এখানে তুলে দিলুম :—

"মাংসপেশীর ক্রীড়া বিষয়ে আমরা ইহা নিশ্চয়ই জানি যে মাংস-পেশীর ক্রীড়া সময়ে তন্তু সমস্ত খর্ব এবং স্ফীত হয়, কিন্তু ঐ সমস্ত কি প্রকারে হয় তাহা কথনে অক্ষম। তদ্ভিন্নও ইহা আমরা নিশ্চয় জানি যে মাংসপেশীর ক্রীড়া বিষয়ে শিরার প্রয়োজন আছে যেহেতু মাংসপেশীতে গমনকারিণী কোন এক শিরা রজ্জু দিয়া বদ্ধ করিলে কিম্বা ছিন্ন করিলে ঐ মাংসপেশীও ক্রীড়াকরণে অক্ষম হয়।[১৮] অস্থিবিদ্যার পর তিনি চর্ম, নখ, কেশ, উদর, প্লীহা, ফুস্‌ফুস্ নিঃশ্বাস প্রশ্বাস প্রভৃতির অলোচনা দিয়েছেন। দ্বিতীয় কাণ্ডে জীবের বর্গবিভাগ, গঠন-বৈচিত্র্য প্রভৃতি আছে। বইটি সম্বন্ধে সজনীকান্ত দাস বলেছেন, "বিষয়ের দুর্বোধ্যতা ও দুরূহতা বিবেচনা করিলে ফেলিক্স যে ভাষায় এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহার প্রশংসা না করিয়া উপায় নাই, পুস্তকের শেষে দীর্ঘ উনচল্লিশ পৃষ্ঠাব্যাপী 'ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যাভিধান' অর্থাৎ এই বিষয়ের বৈজ্ঞানিক পরিভাষা এই পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে।[১৯] ভাষার দুরূহতা সম্বন্ধে ফেলিক্স নিজেও সচেতন ছিলেন এবং পরবর্তী সংস্করণে ভাষার সংশোধন করবেন বলে স্থির করেছিলেন, কিন্তু অকাল-মৃত্যুর জন্য তিনি সে সুযোগ আর পান নি। পুস্তকটি প্রকাশের পর ফেলিক্স রসায়ন, অর্থনীতি, ভেষজবিদ্যা প্রভৃতি প্রণয়নেরও পরিকল্পনা করেন, যা রূপায়িত হবার সুযোগ পায় নি। ফেলিক্সের অন্যান্য বাংলা রচনা হ'ল ইংলণ্ডের ইতিহাস (গোল্ডস্মিথ লিখিত পুস্তকের অনুবাদ), মিল লিখিত বৃটিশ ভারতের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ, যাত্রি-দিগের অগ্রসরণের বিবরণ (পিলগ্রিম্‌স্ প্রগ্রেসের অনুবাদ) এবং ম্যাকের প্রিন্সিপিল্‌স অফ কেমেষ্ট্রীর অনুবাদ।[২০] জন ম্যাক তাঁর কেমিষ্ট্রী বই এর ভূমিকায় এই অনুবাদ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ না করলেও Friend of India, Bengal Obitnary ও Life and times of Carey, Marshman and Ward হতে জানতে পারা যায় যে,

"He translated a manual of Chemistry Compiled by Mr. Mack."[২১] বাংলা ভাষার প্রথম মাসিক পত্রিকা দিগদর্শনে প্রকাশিত বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাবলী ফেলিক্সের রচনা বলে অনেকে অনুমান করেন। মিশনারী-শ্রেষ্ঠ ডাঃ উইলিয়াম কেরীর এই অসমসাহসী পুত্র বাংলা দেশ ও বাঙ্গালীর কল্যাণ ও জ্ঞানোন্নতির জন্য যা করে গেছেন, তাঁর ঋণ কোনদিন শোধ হবার নয়। পরম শ্রদ্ধার সংগে এই ঋণের কথা বাঙ্গালী জাতি চিরদিন মনে রাখবে।

পাদটীকা

(১) সিদ্দিক খাঁ মুহম্মদ : ফেলিক্স কেরী, সাহিত্য-পত্রিকা, শীত সংখ্যা ১৩৭৩ ঢাকা পৃঃ ১১৭

(২) ভট্টাচার্য্য গৌরীশঙ্কর : 'রুদ্ধ যাযাবর' : ফেলিক্সের জীবনী অবলম্বনে উপন্যাস

(৩) দাস সজনীকান্ত : বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস, ১৩৬৯, পৃঃ ২২৭-২২৮

(৪) Carey, S. P. : Life of William Carey, P 114

(৫) Marshman J. C. : Life and times of Carey, Marshman and Word, Vol. I P. 149

(৬) B. M S. : Periodical Accounts, 1800 Vol. II P 801

(৭) Do Do Do P 449

(৮) সিদ্দিক খাঁ : 'ফেলিক্স কেরী', সাহিত্য-পত্রিকা, ১৩৭৩ পৃঃ

(৯) Hobby. J. : Life of Dr. Yates, P 66

(১০) Marsman J. C. : History of Serampure Mission Vol. II P. 54-55

(১১) Marshman J : Friend of India (Monthly Series), Vol. V Dec., 1822 P 350

(১২) Khan. M. S. : Felix Carey—A prisoner of hope, Libri Vol 16, No. 4, 1966

(১৩) Nag Kalidas : Carey's contribution to Bengali literature—The story of Serampore and its College, 1961 P 95

(১৪) মার্শম্যান, জে, সি : সমাচার দর্পণ, ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৩০

(১৫) ঐ ঐ ১২ই জুন, ১৮১৯

(১৬) De Sushil Kumar : Bengali literature in the nineteenth century, 1962, P 227

(১৭) দাস সজনীকান্ত : সাহিত্যসাধক চরিতমালা নং ৮৮ পৃঃ ৪০

(১৮) ঐ " নং ৮৮ পৃঃ ৪০

(১৯) দাস সজনীকান্ত : বাংলা গদ্যের-ইতিহাস পৃঃ ২৪২

(২০) Marshman J : Friend of India (Monthly) Vol. V Dec. 1822 P. 350

(২১) Do : Do Do

জন ক্লার্ক মার্শম্যান

(১৭৯৪—১৮৭৭)

ইতিহাসের পাতায় হারিয়ে যায় অনেক মহাজীবন, ভুলে যায় মানুষ তাঁদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের অনলস প্রয়াসের কথা। আধুনিক ভারতের অন্যতম রূপকার জন ক্লার্ক মার্শম্যান হচ্ছেন এরূপ একজন যিনি আমাদের ইতিহাসে ঠাঁই পান নি। উনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগরণের অরুণোদয়কালে আবির্ভূত বহু স্বদেশী ও বিদেশী মনীষীদের ভীড়ে হারিয়ে ফেলেছি নিঃশব্দে বিলিয়ে দেওয়া এই মহাপ্রাণকে। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার তাঁর কর্মজীবনের প্রাণকেন্দ্র শ্রীরামপুর কলেজও প্রকাশ করে নি কোন স্মারকগ্রন্থ। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ডাঃ হাওয়েল্‌স্ আক্ষেপ করে বলেছেন, "In 1855, Mr. Marshman, who was then leaving India for good, concluded arrangements with the society wherby they became responsible for the upkeep of the Institution. At the same time he contributed from his private purse several thousand pounds to help forward the new arrangements. It is estimated that on the college alone, he spent £ 30000. It is to be regretted that no adequate memoir of John Clark Marshman has ever been published."[১]

এ ত্রুটি আজও সংশোধিত হয় নি। মার্শম্যান স্মারক আজও শ্রীরামপুর কলেজে অনুপস্থিত। অথচ ঐতিহাসিক, সাংবাদিক, সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদরূপে তিনি সে যুগে একজন বিশিষ্ট মনীষীরূপে পরিচিত ছিলেন। জর্জ স্মিথ তাঁকে সে যুগের শ্রেষ্ঠ বারোজন ষ্টেট্‌স্‌ম্যানদের অন্যতম বলে অভিহিত করে বলেছেন, "John Clark Marshman is the only non-official of the twelve

statesmen of the country and as such he was the first to receive the order of the star of India. He was in some respects most remarkable of them For more than fifty years he lived in India, for nearly three quarter of century he sacrificed himself for the good of its people....No one has ever had, before or since, so profound a knowledge, or so just a judgement on Indian affairs, political, financial and administrative, as John Clark Marshman. Nor has any one ever used his powers with more self denial for so long a period for the good of India"[২]

১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে বৃষ্টলের বণ্ডমিডে ১৮ই আগষ্ট জন ক্লার্ক মার্শম্যানের জন্ম হয়। তাঁর পিতা শ্রীরামপুর মিশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জশুয়া মার্শম্যান তখন সেখানকার একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন পিতামাতার সংগে শ্রীরামপুরে আসেন তখন তাঁর বয়স মাত্র পাঁচ বছর। কৈশোরের দিনগুলি কাটে শ্রীরামপুর মিশনের স্থায়িত্বের জন্য সংগ্রামের অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে এবং সেজন্যই বোধহয় তাঁর চরিত্র গড়ে ওঠে দৃঢ়তা ও নির্ভীকতার প্রতিমূর্তিরূপে। পিতামাতাই নিয়েছিলেন তাঁর বাল্যশিক্ষার ভার—তাই শিক্ষার বুনিয়াদ হয় খুব পাকা। কৈশোরের শিক্ষা সমাপনের পর তিনি ইউরোপে যান এবং সেই সুযোগে কিছুকাল রোমে থেকে মোটামুটি শিক্ষা সমাপন করেন। ইউরোপ হতে ফিরে তিনি পুরোপুরিভাবে শ্রীরামপুর মিশনের কাজে যোগ দেন। পিতা জশুয়া মার্শম্যানের মত তিনি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার সংগে চীনা ভাষায়ও সুপণ্ডিত হন এবং বাংলা ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল প্রায় উইলিয়াম কেরীর মত।

মিশন তখন সংগ্রামের প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করে বহু বিভিন্ন দিকে কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারণের কাজে হাত দিয়েছে এবং এই

সময় যে যে বিষয় তাঁরা গ্রহণ করেন তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, উচ্চ শিক্ষা ও স্ত্রী-শিক্ষার প্রবর্তন এবং সাময়িক সাহিত্য ও সংবাদপত্রের সূচনা। বিশেষ করে এইগুলির জন্যই ভারতের নবজাগরণের ইতিহাসে শ্রীরামপুর মিশন চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। আবার এই কাজগুলির প্রধান হোতা মার্শম্যান পরিবার। প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা এবং ইংরাজী সংবাদপত্র ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়ার পরিচালনায় পিতা জশুয়া, স্ত্রী-শিক্ষায় মাতা হানা এবং বাংলা সাময়িক সাহিত্য ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে পুত্র জন প্রধান দায়িত্ব নিয়ে মিশনের গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী উদ্যোগী হবার অনেক আগেই মিশন একক ভাবে এদেশের শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে বিস্তৃত অনুসন্ধান করে এবং গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক ভাবে গণশিক্ষা প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়। এজন্য প্রথমেই প্রয়োজন হয় পাঠ্যপুস্তকের। বিদ্যালয়ের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক বাংলা ভাষায় রচনার প্রধান সহায়ক হন জন ক্লার্ক মার্শম্যান। ১৮২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ইতিহাস, অভিধান, বর্ণমালা, শব্দকোষ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের ২৭ খানি পুস্তক শ্রীরামপুর হতে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে অনেকগুলির রচয়িতা ছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পাঠ্যপুস্তক হল 'জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়' নামক ভূগোল ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি বই। এই বিষয়ে বাংলা ভাষায় এইটিই প্রথম বই। নামকরণ হতে আরম্ভ করে বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যার মধ্যে মার্শম্যান সশ্রদ্ধভাবে হিন্দু জ্যোতির্বিজ্ঞানের মতামত গ্রহণ করেছেন এবং সেই সংগে তুলনামূলক ভাবে পাশ্চাত্য ধারণার সহজ ও সংগতিপূর্ণ আলোচনা করেছেন। গ্রাম্য বালকদের উপযোগী করে দেশীয় ছাঁচে ঢালবার বিশেষ চেষ্টা বইটিতে দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে সামান্য একটু অংশ তুলে দিলুম, "কেহ বলেন যে পৃথিবী চতুষ্কোণা ও কেহ বলেন ত্রিকোণা কিন্তু সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তশিরোমণি প্রভৃতি গ্রন্থেতে কহেন যে পৃথিবী

কদম্ব পুষ্পের মত গোলাকৃতি। এই প্রকার জ্যোতির্বেত্তাদের কথা আমাদের কথার সহিত মিলে ও প্রমাণসিদ্ধও বটে।" বইটি ভূগোল বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক হিসাবে পরবর্তীকালেও আদৃত হয়েছে। পাঠ্য-পুস্তক প্রণেতা মার্শম্যানকে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা যায়। মিশন পল্লীঅঞ্চলে ব্যাপকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র প্রকাশের সংকল্প গ্রহণ করে। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের সনদ এবং লর্ড হেষ্টিংসের উদারনীতির জন্য যদিও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মিশনারীদের প্রতি কঠোরতা অনেক শিথিল করে দিয়েছিল, তবু কলিকাতার সংবাদপত্রগুলির ওপর নিষেধাজ্ঞার প্রাবল্য থাকায় মিশন এ ব্যাপারে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করে এবং এই পরিকল্পনা রূপায়ণের সমস্ত কৃতিত্বই পিতা জশুয়া ও পুত্র জন মার্শম্যানের।

সরকারি মনোভাবকে পর্যবেক্ষণ এবং দ্রুত বর্ধমান বিদ্যালয়গুলির পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা মেটানো এই দুই উদ্দেশ্য এক সংগে সফল করার জন্য মিশন প্রথমে 'দিগ্‌দর্শন' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে। পত্রিকাটি বাংলা তথা ভারতীয় ভাষায় প্রথম সাময়িক পত্রিকা। জন ক্লার্ক মার্শম্যান ছিলেন এর সম্পাদক। পত্রিকাটি প্রচারে কোন অসুবিধা না হওয়ায় মার্শম্যান 'সমাচার দর্পণ' নামে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশে উদ্যোগী হন। তবে এর জন্য রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার অঙ্গীকার করতে হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় বছর, কারণ এই বছরই দিগ্‌দর্শন ও সমাচার দর্পণ আত্মপ্রকাশ করে বাংলা সাময়িক সাহিত্যের শুভ সূচনা করে। জন ক্লার্ক মার্শম্যানও এই দুই পত্রিকার সম্পাদক হওয়ায় ভারতীয় ভাষার প্রথম সাংবাদিক হিসাবে বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। দিগ্‌দর্শন, স্বল্পায়ু হলেও ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে যে সকল রচনা এতে প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলি বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত

হয়ে বহুদিন পর্যন্ত বাংলার সর্বত্র বিশেষ জনপ্রিয়তার সংগে ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া রচনাগুলি বাংলা গদ্য সাহিত্যের সেই প্রাথমিক যুগে বিজ্ঞান প্রভৃতি দুরূহ বিষয়ের চিত্তাকর্ষক রচনা হিসাবেও দেশীয় সুধীসমাজে আদৃত হয়েছে। এই পত্রিকায় প্রকাশিত ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ক রচনাগুলি ছিল মার্শম্যানের নিজস্ব। সমাচার দর্পণই প্রকৃতপক্ষে মার্শম্যানের সাংবাদিক জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। পত্রিকাটির বলিষ্ঠ পরিচালনা গুণে প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও সুদীর্ঘ ২৪ বছর বিশেষ গৌরব ও মর্যাদার সংগে জীবিত থাকে। পত্রিকাটি শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতির পরিচালনায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে এবং নবজাগরণের সূচনার বার্তা বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়। এই সংগে দেশীয় শিক্ষিত সমাজকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাময়িক সাহিত্য অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করে। সমাচার দর্পণ ও ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া সে যুগে প্রাচ্যদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা বলে বিবেচিত হয়েছে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে জন মার্শম্যান সাপ্তাহিক ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়ার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করলে পত্রিকাটি এদেশে ও বিদেশে এতো জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে পত্রিকাটির কয়েকটি সংখ্যা লণ্ডনে পুনর্মুদ্রণ করতে হয়। এরজন্য প্রচারিত আবেদন পত্রে মার্শম্যান লিখেছিলেন, "The welfare of India, the country of our adoption, though not of our birth, is the grand aim of our labours. And the means by which that aim can alone be realised are the diffusion of correct information and just views respecting her interests and the encouragement of right feelings towards her ....The prosperity of a country is made up of many elements, but they will all be secured where the blessings of good Government are enjoyed, knowledge is diffused and true religion prevails. The true

function of public writers is to help on this march of general improvements."[৩] সে যুগের সাংবাদিকদের মধ্যে মার্শম্যান অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল সাংবাদিকরূপে আদৃত হয়েছেন এবং তাঁর গঠনমূলক সমালোচনা ও সুচিন্তিত অভিমত ভারত সরকার হতে আরম্ভ করে বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সুধীজন বিশেষ শ্রদ্ধা ও আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করতেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে সরকারি গেজেটের সম্পাদনার ভার গ্রহণ করার আহ্বান আসে মার্শম্যানের কাছে এবং ঐ দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য তাঁর পক্ষে আর দর্পণ পরিচালনা করা সম্ভব হয় নি। এর ফলে দর্পণের প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ক্যালক্যাটা রিভিয়ু প্রকাশিত হলে মার্শম্যান পত্রিকাটির পরিচালনায় বিশেষভাবে সাহায্য করেন। এই পত্রিকায় তাঁর অনেকগুলি সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক এবং গ্রন্থকার রূপে মার্শম্যান যে পরিচয় রেখে গেছেন তা হতেও তাঁকে সে যুগের অনন্য সাধারণ ব্যক্তিরূপে চিহ্নিত করা যায়। ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতির জনপ্রিয় পাঠ্যপুস্তক রচনায় একদিকে তিনি যেমন কৃতিত্ব দেখান তেমনি ইতিহাস, আইন প্রভৃতি বিষয়ের প্রামাণ্য পুস্তক রচনা করে সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল লেখক হিসাবেও বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। ইংরাজী ও বাংলায় লিখিত তাঁর 'বাংলা দেশের ইতিহাস' সে সময় এতো বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করে যে তার দশটির বেশী সংস্করণ প্রকাশ করতে হয়। মার্শম্যানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা 'ভারতবর্ষের ইতিহাস'। তিন খণ্ডে প্রকাশিত এই বইটিতে তিনি ভারতের সমস্ত যুগের ইতিহাসের তথ্যবহুল ও সুসংবদ্ধ আলোচনা করেন। বইটির সাধারণের উপযোগী একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণও প্রকাশিত হয়। এটি বহুদিন পর্যন্ত ভারত ইতিহাসের অন্যতম প্রধান প্রামাণ্য পুস্তক হিসাবে আদৃত হয়েছে এবং পরবর্তী যুগের ভারত ইতিহাস প্রণেতাদের রচনায় অনেক সাহায্যও করেছে। "Guide to the civil Law of the

Presidency of Fort William," নামে আইন পাঠের সহায়ক বইটি মার্শম্যান ১৮৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। বইটি সে সময় বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে শ্রীরামপুর মিশনের অভ্যুত্থানের ধারাবাহিক ইতিহাস History of Serampore Mission এবং উইলিয়াম কেরী, জশুয়া মার্শম্যান এবং উইলিয়াম ওয়ার্ডের জীবনী আশ্রয়ী সমসাময়িক যুগের ইতিহাস Life and times of Carry Marshman and Ward বই দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত বইটি দুই খণ্ডে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ভারতের নবজাগরণের ইতিহাসের বহু মূল্যবান উপকরণ বইটিতে থাকায় এখনও পর্যন্ত গবেষক ও ইতিহাস-প্রণেতাদের কাছে বইটি বিশেষভাবে সমাদৃত।

উইলিয়াম কেরী ও পিতা জশুয়া মার্শম্যানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি এদেশীয় সাধারণ গ্রামবাসীদের শিক্ষার জন্য সারা জীবন নিঃস্বার্থভাবে চেষ্টা করে গেছেন এবং তাঁর চিন্তাধারা মিশনের সীমিত কর্মক্ষেত্রের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, সারা ভারতে শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে সুবিস্তৃত ছিল। ভারতে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা হয় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের Education Despatch-এর মধ্যে দিয়ে। এই Despatch-এর প্রণেতা স্যার আলেকজাণ্ডার উড সে যুগের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ হিসাবে জন ক্লার্ক মার্শম্যান ও আলেকজাণ্ডার ডাফের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। এই সাক্ষ্য প্রদানকালে ডাফ ও মার্শম্যান উডের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন, যার ফলে Despatch এর ভাব ও ভাষা অনেকটা এঁদের মতানুযায়ী হয়। ভারতের শিক্ষার রূপ ও প্রসার সম্বন্ধে তাঁর সুনিশ্চিত অভিমত পরবর্তীকালের শিক্ষাব্যবস্থায় বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডে যদি ফিরে না যেতেন সরকার শিক্ষা পরিচালনার জন্য নিশ্চয়ই তাঁর সাহায্য গ্রহণে সচেষ্ট হতেন।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কার্যকরী প্রয়োগের ব্যাপারে মার্শম্যান সে

যুগে সবচেয়ে বেশী উদ্যোগী ছিলেন এবং তিনটি বিষয়ে তাঁর প্রচেষ্টা বিশেষভাবে সফল হয়। প্রথমটি বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে বনসংরক্ষণ। ভারত সরকারের অনুরোধে তিনি জার্মানী হতে অধ্যাপক ডি, ব্রাণ্ডিসকে নিয়ে আসেন এই কাজের জন্য। ইংলণ্ডের সংগে ভারতের টেলিগ্রাফিক যোগাযোগ স্থাপনের ব্যাপারেও তাঁর অনেকটা প্রভাব ছিল। এজন্য বহুদিন ধরে তাঁকে লেখালেখি করতে হয়েছিল। তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান দেখা যায় ভারতে রেলপথ স্থাপনের ব্যাপারেও। মার্শম্যান ও ম্যাক্‌ডোনাল্ডের চেষ্টাতেই ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে এদেশে রেল পথ স্থাপিত হয়। এর জন্য একদিকে স্বার্থান্বেষী সরকারী কর্মচারীদের অসহযোগিতা এবং অপর দিকে গোঁড়া দেশীয় সমাজের বাধা অতিক্রম করতে হয়। মার্শম্যান নিজে হিন্দুসমাজের মত গ্রহণ করেন যে রেলে চাপলে তীর্থযাত্রীদের পুণ্যের কিছুমাত্র লাঘব হবে না। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী দেশীয়দের রেলগাড়ী চাপায় উৎসাহিত করার জন্য ভাড়া খুব কম করা হয়। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের Quarterly Review-তে মার্শম্যান রেলওয়ের প্রথম যুগের একটি সুন্দর বিবরণ দেন।

ভারতের ইতিহাস, শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি, প্রশাসন, সামাজিক অবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁর মত গভীর জ্ঞান সে সময়ে অতি অল্প লোকের মধ্যেই ছিল। নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষভাবে তাঁর মত নিজের জ্ঞান ও কর্মপ্রচেষ্টাকে ভারত-কল্যাণে নিয়োজিত আর কেউ করেছেন বলে মনে হয় না। তাঁর ৮৩ বৎসর জীবনের ৭৭ বছর ভারতের জন্য নিয়োজিত হয়েছে। কিন্তু শেষ জীবনে মার্শম্যানের একটি আশা অপূর্ণ থেকে যায়। বৃটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য হিসাবে ভারত বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কাজে নিজেকে তিনি নিয়োজিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অল্প ব্যবধানের ভোটে পরাজিত হয়ে তিনি পার্লামেণ্টের সদস্য হতে পারেন নি। বৃটিশ সরকার তাঁকে ভারত বিষয়ক সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাঁর মত স্বাধীন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন সাংবাদিকের পক্ষে এরূপ চাকুরী গ্রহণ

করা সম্ভব ছিল না। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই ভারতদরদী এই মনীষী চির শান্তির ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করেন। নীরবে শেষ হয়ে যায় ভারত-কল্যাণে নিবেদিত এই মহাজীবন।

পাদটীকা

(১) Howels George : Story of Serampore and its College, 1918,

(২) Smith George : Twelve Indian Statesmen, London, 1894, P. 224

(৩) Marshman J. C. (Ed) : Friend of India (weekly) Vol. I No. 1st Jan 1835, P. 1

———

রেভারেণ্ড জন ম্যাক

(১৭৯৭—১৮৪৫)

মহাত্মা কেরী যে কয়েকজন ইউরোপীয় মনীষীর সহায়তায় এদেশে পাশ্চাত্যধারায় বিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত করেন রেভারেণ্ড জন ম্যাক তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। জ্ঞানের যে দীপশিখা কেরী শ্রীরামপুরে প্রজ্জ্বলিত করেন ম্যাক তাকে আরও ভাস্বর করে তোলেন। কেরীর মত খৃষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশে ম্যাক এদেশে আসেন এবং কেরীর মতই সার্থক শিক্ষাবিদ্ ও বিজ্ঞানসাধক রূপে রেখে যান শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়। কেরীর সুযোগ্য উত্তরসাধক জন ম্যাক।

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডের এডিনবরায় জন ম্যাক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন এডিনবরার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সলিসিটর। শৈশবেই ম্যাক বিজ্ঞানের প্রতি গভীর অনুরাগের পরিচয় দেন। ছাত্রাবস্থায় বন্ধুরা তাঁর সংগে পড়াশুনায় পেরে উঠতো না। প্রথমে স্থানীয় বিদ্যালয়ে এবং পরে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন। বিজ্ঞানানুরাগের জন্য তিনি অধ্যাপকদের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেন। বিজ্ঞানের সকল বিভাগে, যেমন গণিত রসায়ন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতিতে তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা জন্মায়। আবার গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি ক্ল্যাসিক সাহিত্যে তাঁর ব্যুৎপত্তি কম হয় না। গণিত ও রসায়নের প্রতি ছিল তাঁর সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ এবং এই দুটি বিষয়ে তিনি পৃথকভাবে শিক্ষা লাভ করেন। ডাঃ কেরী তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, "He was a well read classic, and an able mathematician, and there were few branches of science in which he was not at home and in which he did not succeed in keeping himself upto the level of modern discoveries."[১]

E. S. Wenger, Missinary Biography-তে বলেছেন,

রেভারেণ্ড জন ম্যাক
(১৭৯৭—১৮৪৫)

"He (Mack) was thoroughly versed in different branches of Natural Science, though Chemistry was his favourite subject."[২]

ধর্মের প্রতি বরাবর ঝোঁক থাকায় ম্যাক ধর্মযাজক বৃত্তি গ্রহণ করার সংকল্প নেন। প্রথমে তিনি চার্চ অফ্ স্কটল্যাণ্ডে যোগ দেন। কিন্তু সেখানকার কয়েকটি বিধিনিষেধ তাঁর মনঃপূত না হওয়ায় তিনি ঐ চার্চ ত্যাগ করেন এবং ব্রিষ্টলে এসে ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটিতে যোগ দেন। এই সময় শ্রীরামপুর মিশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ওয়ার্ড ইংলণ্ডে ছিলেন। তিনি ম্যাককে বিজ্ঞানের অধ্যাপকরূপে শ্রীরামপুর কলেজে যোগদান করার আমন্ত্রণ জানান। ম্যাক সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ১৮২১ খৃষ্টাব্দে ওয়ার্ডের সংগে শ্রীরামপুরে চলে আসেন। তিনি বিজ্ঞান অধ্যাপকরূপে শ্রীরামপুরে যাচ্ছেন শুনে জেমস ডগলাস নামক এক ব্যক্তি বিজ্ঞানের বীক্ষণাগার গড়ে তোলার জন্য পাঁচশত পাউণ্ড দান করেন। (ডগলাস কর্তৃক প্রদত্ত বিজ্ঞানের যন্ত্রাদির তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হল)।

জন ম্যাকের আন্তরিক প্রচেষ্টায় শ্রীরামপুর কলেজে রসায়নের বীক্ষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জেমস ডগলাসের সাহায্যে সংগৃহীত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও উপকরণে তিনি এটিকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলেন। শ্রীরামপুর কলেজের বীক্ষণাগারটি সম্ভবতঃ ভারতে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে গঠিত প্রথম বীক্ষণাগার। বহুবিধ কর্মসূচীর ফাঁকে ম্যাক নিয়মিতভাবে রসায়নের গবেষণা চালিয়ে যান। তবে মৌলিক গবেষণার চেয়ে বিজ্ঞানের প্রাথমিক তত্ত্বসমূহ সহজ ও চিত্তাকর্ষক পরীক্ষা দ্বারা বুঝিয়ে দেবার আগ্রহ ছিল তাঁর বেশী। তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে এদেশীয়দের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলা। সেজন্য তিনি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সাহায্যে পরীক্ষা দ্বারা বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। এইরূপ শিক্ষাদানের তিনিই বোধহয় এদেশে প্রবর্তক। ম্যাকের রচিত ভিত্তির ওপর পরবর্তী যুগে

বিজ্ঞান সাধনার সৌধ গড়ে ওঠে এবং তাঁর প্রয়াস শ্রীরামপুর কলেজকে বিজ্ঞান শিক্ষাদানের আদি পীঠস্থান রূপে গৌরবমণ্ডিত করেছে।

শিক্ষকরূপে ম্যাকের কৃতিত্ব তাঁর অন্য সকল কৃতিত্বকে ম্লান করে দেয়। ছাত্রদের কাছে তিনি ছিলেন একদিকে স্নেহশীল পিতা আর অপরদিকে দরদী বন্ধু। কঠিন শাসন দিয়ে নয়, ভালবাসা দিয়ে তাদের হৃদয় জয় করে তিনি সেখানে রোপণ করতেন জ্ঞানের বীজ। কিন্তু সে সময়ে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া খুব সহজ ছিল না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এদেশে একেবারে অজ্ঞাত, তাছাড়া তারও তখন সব অস্পষ্টতা দূর হয় নি। তাপ তখনও পদার্থ মধ্যে গণ্য হোতো, আলোক কণিকা-বৃষ্টি হতে উৎপন্ন এ বিশ্বাস তখনও যায় নি, তড়িতের অধিকাংশ ধর্মই ছিল অজ্ঞাত, ডালটনের পরমাণুবাদ আঁধারে আলো দিতে গিয়ে আঁধারকে আরও ঘনিয়ে তুলেছিল। এই যুগের শিক্ষা নিয়ে ম্যাক এদেশে এসেছিলেন ঘুমন্ত মানুষকে জাগাতে। নিজের ওপর গভীর বিশ্বাস, কুশলী শিক্ষকতা এবং অনলস প্রচেষ্টার জন্যই ম্যাক এদেশের প্রতিকূল পরিবেশেও সাফল্য লাভ করেন। ম্যাকের শিক্ষকতার যশ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন স্থান হতে বহু ছাত্র তাঁর আকর্ষণে শ্রীরামপুর কলেজে পড়তে আসতো। এমন কি কলেজের বিজ্ঞাপনও তাঁর নাম দিয়ে বেরুতো। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই জুলাই-এর সমাচার দর্পণে কলেজের বিজ্ঞাপনের অংশটি ছিল, "এই বিদ্যালয়ে যে যে ইউরোপীয় বিদ্যা প্রচার আছে তাহার মধ্যে যিনি যাহা শিক্ষা করিতে বাসনা করেন তিনি এই কলেজের শিক্ষাদাতা শ্রীযুক্ত রিবরেণ্ড জন ম্যাক সাহেবের দ্বারা শিক্ষা পাইবেন। এই কলেজের ইউরোপীয় বিদ্যা শিক্ষা করিলে যত লাভ হয় ততো লাভ ভারতবর্ষের কোন স্থানে হয় না। যেহেতুক এই কলেজে কেবল সাধারণ ইংরাজী বিদ্যা যে পাইবেন এমত নয়, কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্র দর্শনে ভূগোল বিদ্যা ও খগোল বিদ্যা ও রসায়ন বিদ্যা ও শিল্প বিদ্যা ও পূর্ববৃত্তান্ত বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা পাইবেন।"[৩]

বিজ্ঞানীরূপে ম্যাকের যশ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে কলকাতার বিদ্বৎমণ্ডলী ম্যাক সম্বন্ধে খুব উৎসুক হয়ে পড়েন। এমন কি বড়লাট হেস্টিংসও বাদ যান নি। তাঁর প্রস্তাবক্রমে এশিয়াটিক সোসাইটির সভায় রসায়নের ওপর ম্যাকের বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। ম্যাক সোসাইটির হলে রসায়নের ওপর এক প্রস্থ বক্তৃতা দেন। প্রথম দিনের বক্তৃতার পর লর্ড হেষ্টিংস এতো মুগ্ধ হন যে ম্যাকের ব্যবহারের জন্য সোসাইটির একটি ঘর ছেড়ে দেবার নির্দেশ দেন। বহু সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় ও ভারতীয় মনীষী এই সভায় উপস্থিত থাকতেন। বক্তৃতার দক্ষিণাস্বরূপ ম্যাক একশ' পাঁচ পাউণ্ড পান। তিনি সব টাকাটাই মিশন ভাণ্ডারে দান করেন। বাগ্মীরূপে ম্যাকের জনপ্রিয়তা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাঁর বক্তৃতা এদেশে বিজ্ঞান চর্চার সূচনায় অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে।

ম্যাক শ্রীরামপুরে আসার কিছুকাল পরে রেভারেণ্ড ওয়ার্ড মারা যান। ফলে ম্যাকের দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়। কলেজ ও মিশনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার তিনি গ্রহণ করেন। মিশনের যাবতীয় সুখ-দুঃখে তিনি কেরী ও মার্শম্যানের নির্ভরশীল সঙ্গী হন। কেরীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি প্রথম হতেই বাংলা ভাষার চর্চা সুরু করেন। কলেজে ইংরাজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই তিনি অধ্যাপনা করতেন। বাংলা ভাষায় বিদ্যালয়-পাঠ্য বিজ্ঞানের পুস্তক তখনও বিশেষ রচিত হয় নি। এই অভাব দূর করার জন্য তিনি এবং জন ক্লার্ক মার্শম্যান বাংলায় বিভিন্ন বিষয়ের একটি গ্রন্থমালা প্রকাশের মনস্থ করেন। মার্শম্যান ইতিহাসাদি রচনার ভার গ্রহণ করেন এবং ম্যাক এগিয়ে আসেন বিজ্ঞানের বই লিখতে। কিন্তু তিনি একটির বেশী বই লিখতে পারেন নি, কারণ কলেজ ও মিশনের অন্যান্য কাজে তাঁকে খুব বেশী ব্যস্ত থাকতে হোতো। তাঁর বইটির নাম 'কিমিয়া বিদ্যার সার'। বাংলা ভাষায় রসায়নের এইটিই প্রথম বই এবং এই একটি বই লিখেই ম্যাক বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যের অগ্রণীতের মর্যাদা

লাভ করেছেন। বইটি দ্বিভাষিক অর্থাৎ ইংরাজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই লিখিত এবং তাঁর রসায়নের ওপর বক্তৃতার সংকলন। বইটি রচনায় ম্যাকের দুটি উদ্দেশ্য ছিল, প্রথম এদেশীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রচার করা এবং দ্বিতীয় বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবর্তন করা। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন "In composing this volume, my primary object has been to introduce Chemistry into the range of Bengali literature and domesticate its terms and ideas in this language."[৪] বইটির বাংলা অনুবাদ ফেলিক্সের বলে অনেকে অনুমান করেন। এই দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন শিক্ষাবিদ্ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা না হলে শিক্ষা সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণ হতে পারে না। তাই তিনি বলেছেন, "Be it inderstood, the native youth of India are those for whom we chiefly labour and their own tongue is the great instrument by which we hope to enlighten them."[৫] বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সেই শৈশবে ম্যাক পরিভাষা সম্বন্ধে যে সুচিন্তিত পন্থা অবলম্বন করেন পরবর্তী যুগে তা অনুসৃত হলে বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের আরও দ্রুত উন্নতি হোতো এবং বাংলা ভাষা আরও শব্দসমৃদ্ধ হতে পারতো। ম্যাক কোন নতুন পরিভাষা চয়ন না করে ইংরাজী নামকেই বাংলায় রূপায়িত করেন। এ সম্বন্ধে ভূমিকায় তিনি বলেছেন, "I have preferred expressing European terms in Bengali characters and merely changing the perfixes and termology so as decently to incorporate the new words into the language."[৬] বইটির প্রথম ভাগে কিমিয়া প্রভাব এবং দ্বিতীয় ভাগে কিমিয়া বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা আছে। প্রথম ভাগের চারিটি অধ্যায়ে আকর্ষণ, তাপ, আলো ও বিদ্যুতের বিষয়ের আলোচনা আছে এবং দ্বিতীয় ভাগে বিদ্যুৎ সম্পর্কীয় অভাব-

রূপ (Electronegative) বস্তু এবং বিদ্যুৎ সম্পর্কীয় স্বভাবরূপ (Electropositive) বস্তুর বিষয় বলা হয়েছে। সকলের বোঝার সুবিধার জন্য কোন রাসায়নিক ফর্মুলা ব্যবহার করা হয় নি। বইটিকে তথ্যবহুল করার আগ্রহে গ্রন্থকার ইহাকে খুব বেশী সহজ ও সরল করতে পারেন নি। রচনার একটি নমুনা এখানে দেওয়া হোলো, "কিন্তু অতি নিভাঁজ অক্সিজান যদি চাহা যায় তবে কাঁচের রিটোর্টের মধ্যে পতাসের ক্লোরাইড উত্তপ্তকরণে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এবং সেই কার্যেতে পতাস এবং ক্লোরিক অম্লের মধ্যে যত অক্সিজান লীন হইয়া থাকে তাহা সকল পৃথক হইয়া রিটোর্টে মধ্যে কেবল পতাষিয়ামের ক্লোরিদ অবশিষ্ট থাকে।"[৭] এই বিদেশী মনীষীর আশা ছিল আমাদের বাংলা ভাষাকে, আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষাকে উন্নত করা। কিন্তু সে আশা-আকাঙ্ক্ষা কোন মর্যাদা পায় নি পরবর্তীকালে। ফলে বিজ্ঞান শিক্ষা এবং বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্য দুইই রইলো অনগ্রসর। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ম্যাকের বইটির আলোচনা প্রসঙ্গে ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন, "গ্রন্থের ভাষা সত্তর বৎসরের পূর্বতন বাংলা, গ্রন্থের বিষয় বিজ্ঞান, গ্রন্থকার ইংরাজ। সুতরাং গ্রন্থের ভাষায় যে বৈশিষ্ট্য আছে তা প্রচুর আমোদের সঞ্চার করে। বাংলা ভাষা আজকাল সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে, কিন্তু তথাপি বিজ্ঞানের তাৎপর্য প্রচারে এখনও সাহসী হয় নাই। এখনও এই অবস্থা। সত্তর বছর পূর্বে একজন বিদেশী কিরূপে এই ভাষায় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব লিখিতে সাহসী হইয়াছিলেন তাহা চিন্তনীয়। বিদেশীর যে সাহস ছিল, আমাদের সে সাহস আছে কি? থাকিলে বাংলায় বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের অদ্যাপি এরূপ দুরবস্থা থাকিত না।"[৮] আচার্য রামেন্দ্র সুন্দর একথা বলার পর আরও বহু বছর কেটে গেছে। স্বাধীনতা পেয়ে সমস্ত ক্ষমতা এখন আমাদের মধ্যে। কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় ম্যাকের স্বপ্ন বাংলা ভাষায় উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষা দান আজও সফল হয় নি।

ম্যাকের বহুমুখী প্রতিভার আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস হল

মানচিত্র প্রণয়ন করা। ছাত্রদের সুবিধার জন্য প্রায় একহাজার শহর ও নদনদীর বাংলা ও ইংরাজী নাম সম্বলিত ভারতবর্ষের মানচিত্রের খসড়া তিনি প্রস্তুত করেন এবং লণ্ডনের শিল্পী ওয়াকারের নিকট উহা মুদ্রণের জন্য পাঠান। ম্যাপটি প্রস্তুত হয়ে এলে বড়লাট হেস্টিংসের নামে উহা উৎসর্গ করেন। ভারতীয় ভাষায় এইটিই প্রথম ম্যাপ। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ম্যাপটির কোন সন্ধান এখন পাওয়া যায় না।

জন ক্লার্ক মার্শম্যানকে ম্যাক আর একটি বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করেন যা দ্বারা সাংবাদিক ও সাময়িক সাহিত্য সংগঠকরূপে ম্যাককে দেখি। এ বিষয়ে তিনি কৃতিত্ব কম দেখান নি। শ্রীরামপুর মিশন তখন এদেশে সংবাদপত্র ও সাময়িক সাহিত্যের স্রষ্টার আসনে অধিষ্ঠিত। Friend of India, সমাচার দর্পণ, ও দিগ্‌দর্শন পত্রিকা-গুলি তখন শিক্ষাক্ষেত্রে ও শিক্ষিত জনগণের মধ্যে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। পত্রিকাগুলির সাফল্যের মূলে ম্যাকের সহায়তা বড় কম ছিল না। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে সাপ্তাহিক Friend of India প্রকাশিত হলে ম্যাক সম্পাদনার কিছুটা দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং বহু রচনার দ্বারা পত্রিকাটির গুরুত্ব বৃদ্ধি করেন। ম্যাকের রচনা একদিকে যেমন স্বচ্ছ ও অনাড়ম্বর ছিল, অপরদিকে তেমনি ছিল নির্দোষ ও তেজোপূর্ণ। এ সম্বন্ধে মার্শম্যান লিখেছেন "As a public writer he had few equals among us. His Composition bore the exact impression of his mind, and were remarkable for their purity, clearness and vigour. In all he wrote, however, his great object was to discover and exhibt the truth without any undue partiality, either for his own preconcieved notions or for the authority of others."*

ম্যাকের কর্মস্থল বরাবরই ছিল শ্রীরামপুর। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কেরীর মৃত্যু এবং মার্শম্যানের ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য ম্যাককে প্রতিদিন

পরিশ্রম করতে হোতো যথেষ্ট। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ভারতের পূর্বাঞ্চলে এসে তিনি কঠিন অসুখে পড়েন। ব্যাধিমুক্তির পর স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে এদেশে ফিরে তিনি কলেজের অধ্যক্ষতা এবং মিশন পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর পরিচালনাধীনে শ্রীরামপুর কলেজ বেসরকারী শিক্ষায়তন-গুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠে। মিশনের উন্নতিকল্পে ম্যাক তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন। কিন্তু তাঁর বহু সম্ভাবনাময় কর্মজীবন বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল তিনি চির শান্তির ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে সকলেই বিশেষ দুঃখিত ও মর্মাহত হয়। Calcutta Christian Observer লেখে, "We have only time in our present issue to announce the death of our oldest and valued missionary friend and fellow labourer, the Rev J. Mack of Serampore. ....As a man of talent, a minister, leader of youth and adviser and friend, few equalled our good honest cheerful and devoted friend John Mack of Serampore He rests from his labours."[১০]

পাদটীকা

(১) Carey, W. H. : Oriental Christian Biography, p. 284
(২) Wenger E. S. : Missionary Biography Vol. I (MSS)
(৩) মার্শম্যান, জে. সি : 'সমাচার দর্পণ' ১৩ই জুলাই, ১৮২২।
(৪) Mack, John : Principle of Chemistry, 1834, preface
(৫) Do Do Do
(৬) Do Do Do
(৭) ভট্টাচার্য বুদ্ধদেব : বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান পৃঃ ২৮
(৮) ত্রিবেদী আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর : 'শব্দকথা' পৃঃ ২৩৭
(৯) Marshman J. C. : Life and times of Carey, Marshman and Ward Vol. II
(১০) B. M. S. Calcutta : Calcutta Christian Observer, May, 1845

পরিশিষ্ট

(১) Hints relative to Native Schools (Serampore, 1816) এর একটি অংশ।

SECTION II (p. 10-19)

ON THE KIND OF KNOWLEDGE PROPER TO BE COMMUNICATED TO THE NATIVES OF INDIA

HAVING thus, in some degree, ascertained the nature and extent of that state of ignorance in which our Indian fellow subjects now are, it will be less difficult to point out a remedy. It may not, however, be improper previously to remark, that whatever instruction it may be desirable to communicate to them, must be imparted in their own language. Whatever ends besides might be answered by introducing among them the Englieh language, the hope of imparting efficient instruction to them, or indeed to any nation in a language not their own, is completely fallacious. Of this the present state of Ireland may serve as a proof, where, after attempts have been made for more than two centuries to render the English language the medium of imparting knowledge, the necessity of recurring to their own language is daily more and more acknowledged.

The advantages for communicating instruction with ease and efficiency which the one method possesses above the other, are such as will appear evident from the slightest comparison. For ideas to be acquired with effect in a foreign language, opportunity, leisure, inclination, and ability must combine in the case of every individual; and even then scarcely one in ten would so thoroughly acquire the English language as to derive due instruction from the mass of knowledge contained therein. These advantages too must be renewed to every successive generation, and the same advantages of opportunity, inclination, and sufficient ability must unite in the case of each individual. Moreover instruction, to answer its proper design, should be such as

to render the inhabitants of a country happy in their own sphere, but never to take them out of it. Those individuals however in whom such ability for acquiring the English language united with due opportunity of improvement, would scarcely remain to till the ground, as to labor at any manual occupation ; they would therefore by their education be unfitted for the ordinary callings of life. On the other hand, the successful exertions of one European in acquiring the languages of the country, or of a native in acquiring the Englsih language, might, through the medium of the native languages, not only deffuse light throughout a whole country, (and at onetenth of the expense,) but enlighten successive generations to the end of time : while knowledge thus imbibed by the common people would serve to expand their minds and enrich their language, and at the same time render them happy in the humble sphere wherein providence has placed them.

It will however occur to those who duly weigh the subject, that one grand step towards imparting instruction to our Indian neighbours with due effect, will be that improving them in the knowledge of their own language. To secure this, two or three things are necessary. The various Characters of the language, with their numerous combinations, should be given them printed with utmost accuracy, that by frequently reading and copying them, they may become fully acquainted with the powers of their own language.—To improve them in Orthography, in which they are so wretchedly deficient, a selection of useful words accurately spelled, might be given them printed on Tables in the manner of Lancaster's English tables, which they might both spell and copy till perfect in them.—It might also be helpful, as all the provincial languages are derived from the Sungṣkrit, and contain a great number of compound words, if a few of the most useful rules for uniting these compounds were added, which would greatly assist them in gaining an accurate knowledge of their own

language.—A sketch of Grammar too, including at least correct paradigms of the nouns and the verbs, might be given them, which might be soon familiarized by being usen as Reading Exercises.

But above all their acquaintance with the meaning of the words in their own language requires to be enlarged. In every country the vocabulary of the poor is extremely limited; but in India, where there is scarcely a prose work in circulation, it must be limited indeed; and their facilities for receiving ideas must of course be equally narrow. A vocabulary therefore, which shall accurately define the meaning of three or four thousand of their best words, in those most commonly used in the language, would enlarge their stock, and operate in the most happy manner toward the diffusion of knowledge among them; as those words, by being daily read and written from dictation with their meaning, would soon be impressed on the memory. This vocabulary should, above all, include every word used to convey any idea of natural science in the various compendiums hereafter mentioned.

It is also desirable that their system of Arithmetic should be improved, and that they should be made acquainted with the simplest and easiest method of solving those practical questions in arithmetic which are now so abstruse to them. This would be useful beyond merely enabling them to manage an account; the precision of thought and the habit of reasoning which a thorough acquaintance with the fundamental principles of numbers, tends to produce, are not useless in strengthening the mind and in fitting it for further advances in knowledge.

It is true, that when these helps are provided, namely, a correct system of Orthography—a sketch of Grammar, a simplified system of Arithmetic,—and an extended Vocabulary, little is done beyond laying the foundation. Still however this foundation must be laid, if any superstructure of knowledge and virtue be attempted relative to the

inhabitants of India. Yet, were the plan to stop here, something would have been done, a peasant, or an artificer, thus rendered capable of writing as well as reading his own language with propriety, and made acquainted with the principles of arithmetic, would be less liable to become a prey to fraud among his own countrymen, and far better able to claim for himself that protection from oppression, which it is the desire of every enlightened government to grant. But the chief advantage derivable from this plan is, its facilitating the reception of ideas which may enlarge and bless the mind in a high degree; ideas for which India must be indebted to the west, at present the seat of science, and for the communication of which, generations yet unborn will pour benedictions on the British name.

1. To this then might be added a concise but perspicuous account of the Solar System, preceded by so much of the laws of motion, of attraction and gravity, as might be necessary to render the solar system plain and intelligible. These ideas however, should not be communicated in the form of a treatise, but in that of simple axioms delivered in short and perspicuous sentences. This method comes recommended by several considerations: it agrees with the mode in which doctrines are communicated in the Hindoo Shastras, and is therefore congenial with the ideas of even the learned among them; it would admit of these sentences being written from dictation, and even committed to memory with advantage, as well as of their being easily retained; and finally the conciseness of this method would allow of a multitude of truths and facts relative to astronomy, geography, and the principal phenomena of nature, being brought before youth within a very small compass.

2. This abstract of the solar system might be followed by a compendious View of Geography on the same plan, that of comprising every particular in concise but luminous sentences. In this part it would be proper to describe

Europe particularly, because of its importance in the present state of the world ; and Britain might with propriety be allowed to occupy, in the compendium, that pre-eminenc among the nations which the God or providence has given her.

3. To these might be added a number of popular truths and facts relative to Natural Philosophy. In the present improved state of knowledge a thousand things have been ascertained relative to light, heat, air, water, to meteorology, mineralogy, chemistry, and natural history, of which the ancients had but a partial knowledge, and of which the natives of the east have as yet scarcely the faintest idea. These facts, now so clearly ascertained, could be conveyed in a very short compass of language, although the process of reasoning which enables the mind to account for them, occupies many volumes. A knowledge of the facts themselves however, would be almost invaluable to the Hindoos, as these facts would rectify and enlarge their ideas of the various objects of nature around them, and while they, in general, delighted as well as informed those who read them, they might inflame a few minds of a superior order with an unquenchable desire to know why these things are so, and thus urge them to those studies which in Europe have led to the discovery of these important facts.

4. To this view of the solar system, of the earth, and the various objects it contains, might with great advantage be added such a compendium of History and Chronology united, as should bring them acquainted with the state of the world in past ages, and with the principal events which have occurred since the creation of the world. With the creation it should commence, describe the primitive state of man, the entrance of evil, the corruption of the antediluvian age, the flood, and the peopling of the earth anew from one family, in which the compiler should avail himself of all the light thrown on this subject by modern research and in-

vestigation : he should particulary notice the nations of the east, incorporating in their proper place the best accounts we now have both of India and China. He should go on to notice the call of Abraham, the giving of the decalogue, the gradual revelation of the Scriptures of truth, the settlement of Greece, its mythology, the Trojan war, the four great monarchies, the advent of the Saviour of men, the persecutions of the Christian church, the rise of Mahometanism, the origin of the papacy, the invention of printing, of gunpowder, and the mariner's compass ; the reformation, the discovery of the passage to India by sea, and the various discoveries of modern science. Such a Synopsis of History and Chronology, composed on the same plan, that of comprising each event in a concise but perspicuous sentence, would exceedingly enlarge their ideas relative to the state of the world, certainly not to the disadvantage of Britain, whom God has now so exalted as to render her almost the arbitress of nations.

5. Lastly, it would be highly proper to impart to them just ideas of themselves, realtive both to body and mind, and to a future state of existence, by what may be termed a Compendium of Ethics and Morality. The complete absense of all just ideas of this kind, is the chief cause of that degradation of public morals so evident in this country. The system of ethics,(if it deserve the name) which pervades India, and indeed nearly the whole of the east, is far less friendly to public and private virtue than even that which prevailed in Greece and Rome when idolatry was at its highest pitch. The doctrine of the metempsychosis carried to the extent in which it is in India, while it seems to exalt man to the state of a god by terming him an identical part of the deity, in reality sinks his ideas of the deity to the level of every thing immoral and degrading ; while men's maintaining that God does every thing within them, takes away all reverence for him, and sets them free from every tie of moral obligation. Further, the idea of the soul's

passing from body to body, strips death of every thing awful, and humanity of every thing tender ; and instead of the minds of the Hindoos above terrene objects, it renders them insensible to the finest feelings of humanity, and causes to set scarcely any value on human life, even though it be the life of those who gave them existence. Thus these two grand principles, piety and humanity, which are the foundation of all virtue, both public and private, and which enter into the essence of both natural and revealed religion, are almost extinguished in the mind of a Hindoo by the natural operation of the system he holds : and when to this we add that disregard of justice and all good faith, and that proneness to knavery, falshood, and deceit, which instantly follow the absence of piety, justice, and humanity, we have before us all the great features of depravity visible in their general character.

If we would therefore wish to improve the public morals of our Indian fellow subjects, this must be attempted by the introduction of a remedy suited to the nature of the disease, by imparting to them that knowledge relative to themselves, to their responsiblity for their actions, their state both here and hereafter, and the grand principles of piety, justice and humanity, which may leaven their minds from their earliest youth. Should any one say : "effect this by at once introducing the Holy Scriptures into these Schools," the measure is not so much objected to on account of any danger attending it, as from its not appearing to be the most efficient method which can be adopted. That the Scriptures contain every degree of information relative to the nature of man, his relation to God, a future state, &c. &c. no one can deny ; they are indeed that to the moral world, which the sun is to the world of nature, the source of light and illumination. But from that vast mass of divine truth interwoven in htstory, narrative, ecclesiastical polity, prophecy, doctrine, precept, which forms the delightful study of a whole life in Britain, is

it to be expected that an Indian youth, totally unacquainted with the nature of the book, and the reading of whose parents and comtemporaries has never been equal to a twentieth part of its contents, should be able, under the direction too of a heathen teacher, to select precisely those truth, which would meet the deficiency of his own ideas? It seems necessary that these important facts relative to the nature of man, a future state, our responsibility to God, &c. with which we in Europe are familiarized from our earliest infancy, should be laid down in a way no less clear and definite, than those which relate to the solar system, natural philosophy, geography, and history. The compendium containing these ideas might be drawn up in the words of scripture, or otherwise. The information needed by a Hindoo youth is of such a nature as to require many things to be defined, not expressly included in the words of scripture; a freedom therefore might be used, and the plainest and easiest language adopted in conveying these important truths, the language of scripture being preferred when peculiarly suited to express the idea to a child, which will be found to be the case iu a multitude of instances—. Although this compendium of Ethics is mentioned last, it is not absolutely necessary that the communication of ideas so important in their nature, should be deferred till the rest be familiarized; it might be better to intersperse them among those already mentioned, that they might take deep root in the mind, and become as it were a second nature.

These various compendiums, after being written from dictation in the manner described in the next section, might also furnish matter for reading and when it is considered that, in addition to the sketch of Grammar, the Vocabulary, and the system of Arithmetic, they include a view of the Solar system, a synopsis of Geography, a collection of facts relative to Natural objects, an abstract of general History, a compendium of Ehtics and Morality, they will be found to furnish sufficient matter for reading while youth are at

school ; as the whole cannot be brought into much less than 500 octave pages, making five small volumes of nearly a hundred pages each. These in addition to being read and written at school, might however be given neatly printed, as rewards ; and in this case books once read at school would probably be recurred to with pleasure even to the end of life.

It may not be improper to add, that, as there is nothing in these compendiums which is strictly local, they might be made to suit the state of the people not only in the various provinces of India, but of those in the Burman Empire, and indeed throughout the East ; as it would be easy to get them translated into the various languages into which we are translating the Scriptures, and in most of these languages, to give the Alphabetic tables, the sketch of Grammar, the Vocabulary, and the system of Arithmetic. By these means just ideas of the heavenly bodies, the earth, the past state of the world, of the nature and high destination of man, of God as the Creator, the Saviour, and the Judge of mankind ; of virtue and vice, and of a future state, fixed and eternal, might in a certain degree be diffused throughout the east ; which with the facility of reading which this would create, would be an admirable preparation for the effectual dissemination of the Sacred Scriptures, the best gift, next to his dear son, which God has ever given to men.

(২) The various schools under the superintendence of the Institution for the encouragement of Native Schools in India founded by Serampore Mission in 1816 *

(The list is prepared according to the years of foundation with the names of places. The figures in the brackets indicate the average number of students. Books and courses of studies were as follows: Dig-darshana, the letters, the astronomical compendium, tables of the Alphabet and its combinations, Arithmetical Table, Spelling lessons, etc).

1816, Vullubha-poora (45), Nabob-Gunj (90), Chatura (50), Ruhura (95), Ramu-krishna-poora (40), Kam-deva-poora (60), Mahesha (70), Ichcha-poora(60), Chinamora (47), Bukksha (50), Nuvu-grama (120), Sookka-chura (53), Kaoogachee (70), Noa-para (46), Bighetee (45), Khurusurai (92), Bali (94).

1817, Khurudu (96), Kona-nugura (65), Vegum-poora (37), Bura (49), Nihatee (36), Anunda-nugura (60), Kulachura (65), Gungadhura-poora (45), Agura-para (47), Domjooree (52), Shiva-poora (63), Nata-guree (60), Govinda-poora (52), Shiakhala (90), Huripala (50) Bulurama-poora (65), Pandura (31), Nusiba-poora (60), Nimite (42), Somu-nugura (60), Mudhoo-vatee (57), Jhapuruduh (70), Kikala (9), Gopal-nugura (43), Vera-varee (70), Vuna-hooghly (45), Mushat (55), Krishna-rama-poora (65), Vandi-poora (100), Kamara-koonda (65), Meliya (32), Pulutagere (45), Jugut-nugura (60), Dhana-hana (60), Gopala-poora (110), Dukshena-dee (50), Rogoonatha-poora (50), Vashai-na-para (47), Sara (95), Phoora-phoora (45), Paoonana (75), Vuna-nopara (60), Mandura (62) Datora (90), Adum-poora (90), Prisada-poora (52),

---

* 1st and 2nd report of Native Schools, 1816-1818,

Gopinatha-poora (85), Bamuna-ari (30), Singoora (60), Vaduva-vatee (120), Mundulika (80), Tara-jugut-nugura (58), Krishna-nugura (50), At-poora (50), Kakooriya (45), Jhikira (75), Brahmuna-para (100), Juya-nugura (71), Para-abo (130), Shyama-poora (60), Koolakasha (43), Juyakrishna-poora (30), Biagachee (55), Amgachee (80), Rama-nugura (85), Baliya (60), Nubab-poora (90), Vasoodeva-poora (60), Sola-hurisha-poora (65), Nanna (60), Duphur-poora (38), Dukshineshwura (45), Mitra-para (30), Kulinga, Dwara-hata, Cutwa (30), Dyhaut (200), Dewangunje (80), Kaghatee (60), Kanai (160), Maga-grama (60), Churparnee (66), Dacca (278), (5 schools), Moorshudabad, Kalikapoora, Berhampore,

The following schools, after having been some little time opened, have been discontinued for various reasons :—

Shivalaya, Suntosh-poora, Satughura, Shimila, Rishira, Valiyadanga, Rungu-poora, Veleghuriya, Nalikoola, Kuturanga, Kinkura-vatee, Vurahu-nugura, Bulotee, Penetee, Sookha-chara and Ariyaduh.

1818, Atpoora No. 2 (159), Kikela No. 2 (47), Borai (47), Areadaw (68), Moneeram-poora (60), Bishorpara (39), Digeraw (40), Baganda (82), Romonath-poora (77), Ahooea (58), Dewanbhurry (36),

(schools reopened after closer).—

Rishira (85), Belghareea (48), Naleekoola (52), Kinkurvatee (60), Kadati (40), Bullotee (54), Kulinga (120), Dwara-hatta (120).

Cutwa schools—Magarama (70), Chandal (107), Karay (119), Saugtara (59), Dewangaj (35), Dighaut (170), Ramakrisna-poora (70), Churpurnee (44), Auger-deep (119), Cutwa (30), Kaghatee (25) ..... (854).

Dacca schools—Tattery-Bazar (43), Bongow-(65), Taty-Bazar (110), Deig Bazer (77), Suthrapore (67), Dthiagunje (75), Narendiah (30),

(৩) Books in Bengali printed for the Schools under the Superintendence of Serampore Mission.

1818

1. Various elementary tables which include Alphabetic combinations, the spelling tables the combinations by familier reading lessons, Arithmetic tables etc.
2. Introductory treatise on Arithmetic—The first edition published in 1817 has been exhausted in the course of a year. 2nd. edn. published in 1818, 100 octave pages; it included simple and compound rules, simple and double rules of three, practice, rules for interest etc.
3. Small treatise intended as an introduction to the knowledge of the solar system. It has been enlarged after it had gone through two editions by 1818. In adition to its circulation in the schools, it has been read by many among the natives in general.
4. A compendium of Geography. Hundred and twenty eight octave pages, The first edition was exhausted by one year and enlarged editlon comprising 200 pages was published in 1818. The cost was partly borne by the School Book Society who subscribed for two hundred copies.
5. A brief view of General History by thd Asst. Secretary (Mr. J. C. Marshman).
6. Digdurshuna-A monthly magazine. It contains articles on elementary science, history, geography etc. Two editions of this work have been exhausted by 1818. A third edition has been printed in 1818. 2000 copies have been printed for each edition. Not only the youths in the schools, but many grown up persons have expressed a strong desire to obtain the number. The School Book Society has been subscribing thousand copies monthly.

---

* 2nd Report of Native Schools, 1818 pages 16-18.

(8) Contents of Dig Durshuna

No. I.—1. Account of the discovery of America. 2. The Geographical limits of Hindoosthan. 3. A view of the chief articles of Trade raised in Hindoosthan; cotton, indigo, &c. 4. Mr. Sadler's aerial journey from Dublin to Holy-head. 5. Particulars relative to the court of Ràja Krishnachandra Ray.

No. II. -1. Discovery of the passage to India by way of the Cape of Good Hope. 2. Trees and plants found in Bengal, but not indigenous to Britain, as the Sugar-cane, &c. 3. Death of Her Royal Highness the princess Charlotte. 4. Account of Steam Boats. 5. Subscriptions of Natives in the district of Comillah to the Native Schools. 6. Death of Mohum Bachusputi, a famous pundit, lately, at the water-side, calling on the one God alone. 7. Account of Bengalee works lately published. 8. Various acts of beneficence recently done by the natives.

No. III. 1. A view of Ancient History from the flood, and of the Western world to the birth of Christ, in which the rise of the four great monarchies is distinctly traced, and those circumstances mentioned which bear in any degree on India.—2. The natural history of the Elephant. —3. An account of the ancient city of Gour.

No. IV. The division of the Roman Empire into Eastern and Western—the fall of the Western part—some account of Mahommed—the rise of the Musulman Empire in Asia—in Spain—in Africa and Egypt.—The Five later Musulman Empires—that of the Seljuks at Bagdad—of Ghizni—of Jinghis-khan—of Timur-beg—of the Turks, with reflections on the fall of the four first of these. A Dialogue between a Teacher and his Disciple respecting Newton's discovery of the doctrine of Gravitation;—Apologue of the Earth and her Children complaining to her of their various miseries.

No. V.—1. Continuation of the General View of History, containing the History of the western World from the division of the Empire to the present time.—2. A concise view of the present state and population of the world and the various Religions professed, with an average of the number of persons attached to each—3. On the cause of Thunder and Lightning—4. An account of the manner of taking Whales—5. Brief History of the chief cities in Bengal—6. Anecdotes from History, illustrative of particular virtues.

No. VI.—Of lightning and Thunder; of the fixed stars; Destruction of the Alexandrian Library; Natural History of the Camel; of the city of Babylon; of the divisibility of Matter; Obidah, or the vanity of Riches, an allegory; of the division of Time; of the Cataract of Niagara in Canada.

No. VII.—Of the origin of Printing; of the Echo; of the Barbarism and Manners of the Ancient Britons; of the City of London; of the Beaver; of the Trial by Jury; on the force of Habit.

No. VIII.—On Metals; of Platina; of Gold; of Silver; of Quicksilver; of Copper; of Iron; of Lead; of Tin; on the laws of Sparta; the Expedition of Xerxes into Greece.

No. IX.—Of the Magnet; of the coal Mines in England; of the Pearl Fishery in Ceylon; of the Salt Mine near Cracow in Poland; Manners of the Laplanders.

No. X.—Of Mahmood the great, king of Gujni. Natural History of the Whale.

No. XI.—Of the Mahmood the great, king of Gujni; of Mahmood, the second king of Gujni; of Masood, the Third king of Gujni; of Madud, the Fourth king of Gujni. The necessity of considering both sides of a question; on Intemperance; anecdote of a King and a Dervise; of the Druids.

No. XII.—Of Massod II, Fifth king of Gujni, of Abdul-

Husen, Sixth king of Gujni ; of Abdul-Rashid, Seventh king of Gujni ; of Ferok-zad, and Ibrahim ; of Masood III, Tenth king of Gujni ; of Arsilla, Eleventh king of Gujni ; of Bhuy-ram, Twelfth king of Gujni ; of Kusro, and Kusro II. Gouride—, Dynasty-Mahmood, King of Gour and India, of Mahmood, second king of Gour, of Mahmood of Khurasn, Example of filial Piety ; Perseverance Rewarded.

No. XIII—Of the reign of Jenghis-khan. The treatment of the Dead among different nations ; of the great wall at China ; of the Egyptian Sphinx.

No. XIV—Of the Dynasty of Kuttub, king of Delhi ; of Aram ; of Altumush ; of Feroze ; of Sultana Rizia ; of Byram II ; of Nasood IV. History of the Air Balloon ; of the clouds.

No, XV—Of Mahmood II ; of Balin. Of the handsome and deformed Leg ; of the care of Animals during winter.

No. XVI—Of Kei Kobad. Of the Great Famine in Bengal ; of the Comets ; of the manner of Bird-catching in the Fero Isles.

(৫) Contents Of The First Scientific Copy-Book

1. The earth has been created nearly six thousand years. God has created all things out of nothing.
   The earth is twenty-one thousand eight hundred and seventy-five miles in circumference.
2. The earth in twenty-four hours turns round on its own axis like a wheel; this motion causes day and night.
   The length and the shortness of the days are caused by the annual motion of the earth.
3. The eye of God is in every place beholding both the evil and the good,
   The clouds are never more than three miles above the earth. The highest mountains on the earth are little more than five miles above the level of the sea.
4. God hath created ot one blood all the nations of the earth; India has been known to the European part of the world above two thousand years.
   It is said that Menu the first sovereign of India, reigned about three thousand years ago
5. God has appointed all men once to die, and after that to receive judgment.
   The earth and the other planets move round the sun.
   From the exhalations of the earth the clouds are formed, from which proceeds rain.
   The soul of man is of more value than the sun, the moon, and all the stars.
6. The two most powerful nations on earth are England and Russia, and these are in alliance with each other,
   All the misery of man is occasioned by sin.
   There is but one God; he is righteous and holy; he will punish every wicked person.
7. God hath appointed a day wherein he will judge the whole world in righteousness.

---

* 2nd Reporf of Native Schools, 1818

The rays of the sun falling on a cloud, create the rainbow ; if the sun shine not, there can be no rainbow.

8. The moon is distant from the earth a hundred and thousand kross.

The flowing and ebbing of the tide are occasioned by the moon. The earth and all things therein will at last be consumed by fire.

9. God gives rain and fruitful seasons, by which the various fruits of the earth are produced.

Tne sun is distant from the earth ninety-five millions of miles.

Of the three parts of the globe, nearly two are covered with water, and one alone is dry land.

10. God tempts no man to sin. Every man sins according to the wish of his own mind.

God has commanded that all should love their neighbours as themselves.

11. Children, regard the word of yours parents ; for this is right. With those children who regard not their father and mother, God is angry.

Europe, Asia, Africa, and America are the four quarters of the earth.

12. God on account of the wickedness of men once destroyed the inhabitants of the earth with a flood, and preserved only Noah and his family. This happend about four thousand years ago.

From Noah all the nations of the earth have descended.

13. England is distant from Bengal by sea above fourteen thousand miles.

When it is midnight in England, it is morning in Bengal.

On the whole earth it is supposed that there are about eight hundread milions of persons.

14. The sun never moves. The moon moves round the earth.

The earth is globular in size, somewhat like the kudumba fruit. In England the public revenue amounts annually to forty Crores of Rupees.

15. Gold is the heaviest of all metals ; one rutee* of gold will form a leaf a cubit and a half square. And if one ruttee of gold be drawn out into wire, it will extend three hundred cubits in length.

16. All kinds of metals are obtained from the bowels of the earth. England possesses a thousand ships of war.

Water is seven hundred times as heavy as the air.

17. Light travels in one moment nearly two hundred thousand miles.

God alone is self-existent ; he forms the spirit or soul and the bodies of men. The spirit of a man can never inhabit the body of a beast ;—every spirit is created for its own body.

18. In certain places within the bowels of the earth, there are combustible substances ; hence the water which springs up from them is hot, as that at Seetakoond ; like that well there are many other places in the world.

---

* A rutee is Bengalee weight something less than penny weight,

(৬) Questions and answers on the First Scientific copy-book.

Q. How long is it since the earth was created ?

A. Nearly six thousand years.

Q. Out of what was the earth created ?

A. God created the earth and all things out of nothing.

Q. What is the form or figure of the earth ?

A. The earsh is in form like a ball.

Q. What is its circumference ?

A. Twenty-one thousand eight hundred miles.

Q. Does the earth move ?

A. The earth moves round the sun once in the course of a year.

Q. How are days and nights caused ?

A. By the earth's turning round on its own axis.

Q. What renders the days and the nights of unequal length ?

A. The earth's moving round the sun once in the year, hence the days are unequal in length.

Q. In what state was the language of man at first.

A. The language of all men was at first the same.

Q. Who observes good and evil actions ?

A. The eye of God is everywhere beholding the evil and the good.

Q. How high are the clouds above the earth ?

A. Seldom above three miles.

Q. How high is the highest mountains above the level of the sea ?

A. Little more than fiye miles.

Q. How were men created ?

A. God created all men of one blood.

Q. How long has India been known to Europeans ?

A. Full two thousand years.

Q. Who was the first king of Hindoosthan ?

A. Menu was the first king, who lived about three thousand years ago.

Q. How many times does a man die ?

A. A man dies only once.

Q. When does the judgement take place ?

A. After death is the judgement.

Q. What do the earth and other planets encompass ?

A. The earth and the other planets move round the sun.

Q. How are vapors and clouds formed ?

A. They are formed from exhalations.

Q. Whence is the rain ?

A. The rain proceeds form the clouds.

Q. What is of more value than the sun, moon, and stars ?

A. The soul of man.

Q. Who are the two mightest powers on earth ?

A. England and Russia.

Q. What occasions man's misery ?

A, Sin.

Q. Who will punish sinners ?

A. The righteous and holy God.

Q. When will be the general judgment ?

A. God hath appointed a day in which he will judge the world in righteousness.

Q. How is the rainbow formed ;

A. It is formed by the rays of the sun falling on the clouds, and when the sun shines not there can be no rainbow.

Q. Whence arise the ebbing and flowing of the tide ?

A. From the motion of the moon.

Q. How far is the moon from the earth ?

A. Two hundred and forty thousand miles.

Q. What will become of the earth at last and all things there in ?

A. At last the earth and all there in will be burnt up.

Q. Whence arise the rain and fruitful seasons ?

A. God creates them.

Q. How far distant is the sun from the earth ?

A. Ninety-five millons of miles.

Q. What proportion do the land and the water bear to each other ?

A. Two parts of the globe are water, and one part is dry land.

Q. From whence arises man's sin ?

A. God tempts no man to sin ; every man sins after the wish of his own mind.

Q. What will happen to those who regard not father and mother ?

A. With those who regard not father ann mother God will be angry.

Q. What is a chief command of God ?

A. That every man loves his neighbour as himself.

Q. Into how many parts is the earth divided ?

A. Into four : Europe, Asia, Africa, and America.

Q. Why was the world formerly drowned ?

A. God, for the sin of men, destroyed the world by a flood.

Q. Who were saved at the time of this deluge ?

A. Only Noah and his family.

Q. When the earth was destroyed by a deluge, whence sprang mankind ?

A. From Noah all men have since descended.

Q. By sea how far is England distant from Bengal ?

A. About seven thousand kross.

Q. When it is midnight in England what time is it at Calcutta ?

A. It is morning.

Q. How many people are there on the earth ?

A. It is supposed that there are about eight hundred millions.

Q. Of what form is the earth ?

A. Globular, like the kudumba flower.*

Q. What is the annual revenue of England ?

A. About fifty millions of pounds sterling.

Q. Which is the heaviest of metals ?

A. Gold is the heaviest of metals.

Q. To What extent can gold be beaten out ?

A. One ruttee of gold can be beaten out till it become a cubit and a half square.

Q. If drawn to a thread how far will one ruttee extend ?

A. To the distance of three hundred cubits.

Q. Whence do all the metals come ?

A. They are dug out of the earth.

Q. How much is water heavier than the air ?

A. Nearly nine hundred times heavier.

Q. How far does light travel in a moment ?

A. Nearly two/hundred thousand miles.

Q. Who created the soul and the body of man ?

A. The self-existent God created man both soul and body.

Q. Can the spirit or soul of man enter a beast's body.

A. No it is impossible.

Q. Does God create a spirit to each human body ?

A. Every man's body has its own sparate spirit.

Q. Why is the water hot in the well at Seetakoond ?

A. Because in different parts of the earth, and particularly there, there are combustible substances in the earth, which communicate heat to the water.

Q. On what is the earth supported ?

A. God has established the earth upon nothing.

---

* The flower of the Nauclea orientalis

(৭) Specimen of The Copy Book

Containing the contents of four pages of the Jyotish, or the introduction to the Solar System.

1st page.—God has so ordained things that all bodies attract each other according to their size.

Through this law all large bodies draw to themselves all smaller ones within their sphere of attraction.

Hence the sun attracts the earth and the other planets ; and the earth attracts the moon.

2d. page—All bodies on the earth are, through the power of attraction, drawn towards the centre of the earth. By the operation of this law cities, towns, villages, and houses remain firmly on the surface of the earth and are not affected by its diurnal motion.

3d page—The weight which is perceived in different bodies, is produced by the power of attraction.

The earth draws all things to its centre ; when a body is lifted up, it is moved in opposition to the earth's attraction, and the body appears heavy.

When a stone is thrown into the air, as long as the effect of the motion by which it was thrown, remains, it ascends ; when that power is expended, it is attracted again to the earth.

4th page—The earth is ninty-six millions of miles from the sun ; and the rays of light are eight minutes in passing from the sun to the earth.

The planets are those bodies, which revolve regularly round the sun, and receive light and heat from him. They are, Mercury, Venus, the earth, Mars, Jupiter, Saturn and the Georgium.

---

* Though it is a fact that the earth and the other plannets attract according to their size ; it was thought best here to mention only the attraction of the superior bodies, which is essential understanding the Solar System. For the same reason Ceres and Pallas are omitted, and the asterids lately discovered.

Questions on the foregoing axioms

Q. How are all bodies constituted? A. So as mutually to attract one another according to their size

Q. Do large bodies attract smaller ones? A. Yes, they sensibily attract all the smaller ones within their reach.

Q. Does the sun attract other bodies? A. It sensibly attracts the earth and the other planets, because it is larger than them all.

Q. Does the earth attract in any way? A. It attracts the moon which is smaller than itself.

Q. To what point of the earth are bodies drawn? A. To the centre of the earth.

Q. Since the earth turns round daily, why do not all things fall off? A. They are kept firm by this law of attraction.

Q. Why does a stone ascend when it is thrown up? A. Because the power which throws it is stronger than the attraction of the earth.

Q. Why does it fall again? A. When the power of its motion is expended, it is drawn downwords by the attraction of the earth.

Q. How far is the sun from the earth? A. Ninety-six millions of miles.

Q. How long is light in coming from the sun to the earth? A. Eight minutes.

Q. What bodies revole round the sun regularly? A. The planets.

Q. What do they receive from the sun? A. Light and heat.

Q. Name the planets? A. Mercury, Venus, the Earth, Mars, Jupiter, Saturn, and the Georgium.*

---

* These questions, from the nature of the subject, are more extended than the questions in general.

(৮) Subscriptions and Donations

Indian Donors

1817

Anunda-Chundra-Ghosha	(Annually)	Rs.	16
Bula-Rama-Pala,	„	„	16
Doorga-Prisada-Ghosha	...	„	10
Gudadhura-Acharya.	(Annually)	„	25
Gooroo-Prusada-Vusoo	—	„	100
Gopee-Mohunu-Deva	—	„	100
Gunga-Narayuna-Dasa		„	50
Kalee-Shunkura-Ghoshala	(Annually)	„	50
Kashee-Natha-Varoojya	—	„	50
Kalee-Shnnkura-Ghoshala	—	„	150
Muduna-Mohuna-Datta	—	„	50
Nunda-Koomara-Vusoo	(Annually)	„	50
Ooma-Churana Varoojya, & Tarinee-Churuna Varoojya	(Annually)	„	50
Pran-Krishana-Vishwasa		„	25
Radha-Kanta Deva,	(Annually)	„	25
Radha-Madhuva-Varoojya	(Annually)	„	50
Rama-Dhuna-Sena	...	„	20
Roopa-Tarayuna-Ghoshala			16
Rusumuya-Dutta	...	„	32
Tri-Lochuna-Chathoorjya	...	„	25
Visheshwara-Dutta	(Annually)	„	25

1818

Anunda-Chandra Ghosha,	(Annually)	Rs.	16
Bula-Rama-Pala	„	„	16
Kalee-Shunkura-Ghoshala	„	„	50
Kashee-Natha-Varoojya	„	„	50
Nunda.Koomara-Vusoo	„	„	50
Ooma-Churuna-Varoojya,			

Tarinee-Churuna-Varoojya	(Annually)	Rs.	50
Radha-Kanta-Deva	„	„	25
Radha-Madhu-Varoojya	„	„	50
Vishweshwura-Dutta	„	„	25

SUBSCRIBERS AT COMILLH

		Don.	Ann.
Abdullah ...	Rs.	5	Rs. 5
Abul Fuzul ...	„	5	„ 7
Abul Hosein ...	„	5	„ 5
Bhola-natha-Das Choudhooree	„	3	„ 5
Bhiruv-anunda-Raya Choudhooree	„	3	„ 5
Bhiruv-chundar-Pala ...	„	50	„ 25
Bhiruv-chundra Turkubhooshuna Pandit	„	20	„ 25
Dhununjaya Kaha ...	„	20	„ 25
Gokoola-chundra-bhosha ...	„	4	„ 4
Golam Alee ...	„	15	„ 15
Golam Hosein Alee ...	„	50	„ 40
Golok-chundra Sen ...	„	3	„ 5
Goura-kishora ...	„	2	„ 3
Govurdhue-Mitya Thuseeldar	„	20	„ 20
Guardian of Hosein Alee, ...	„	15	„ 25
Hilal Gazee Choudhooree ...	„	2	„ 3
Hosein Alee Choudhooree ...	„	20	„ 25
Jamal-eoddeen Wukeel ...	„	5	„ 5
Jaya-dhundra Ghosha ...	„	5	„ 3
Jaswunt Moonshee	„	10	„ 25
Kalee-churun Nag Wukeel,	„	3	„ 5
Kalee-churuna Sen,	„	2	„ 3
Kalee-dasa, Baboo	„	25	„ 25
Kalee-kinkur Sen	„	2	„ 4
Kalee-Krishna Lubha	„	55	„ 50
Kalee-prisada Muzoomdar	„	3	„ 1
Kalee-prisada Wukeel	„	3	„ 3
Kalee-Shunkura Sen	„	2	„ 4
Keerti-chundra-Dut	„	2	„ 5

	Don.	Ann.
Kebul-Krishna Nag	Rs. 20	Rs. 24
Kebul-Rama-Das	,, 10	,, 24
Krishna-Lochuna Choudhooree	,, 50	,, 25
Krishna-Mohun-pal	,, 3	,, 3
Lukshmee-kantha	,, 4	,, 5
Mahomed Afzul Choudhooree	,, 5	,, 10
Mahomed Ainooddeen	,, 10	,, 5
Mahomed ammah Sirrestadar	,, 10	,, 25
Mahomed Anees	,, 2	,, 3
Mahomed Anish	,, 1	,, 5
Mahomed Ashruff Mouluvee	,, 30	,, 30
Mahomed Aumee	,, 4	,, 5
Mahomed Ittuham Wukeel	,, 10	,, 15
Mahomed Fiz	,, 12	,, 25
Mahomed Kamdar Sirrestadar	,, 15	,, 25
Mahomed Kuveer-eodden	,, 15	,, 24
Mahomed Koresh Mohrur	,, 3	,, 5
Mahomed Mukeem	,, 2	,, 5
Mahomed Munoowur	,, 3	,, 5
Mahomed Mootsooddee	,, 2	,, 5
Mahomed Rufee	,, 2	,, 3
Mahomed Rumjan	,, 2	,, 3
Mehunut Alee Wukeel	,, 5	,, 5
Mirza-Mahomed Kazum Alee-khan	,, 100	,, 25
Moonshee Giasooddeen	,, 8	,, 16
Mrityoonjuya-Singha	,, 2	,, 3
Mudun Mohun-Das	,, 3	,, 5
Mullik Chand	,, 3	,, 5
Musnud Alee	,, 10	,, 20
Nadur Zumah	,, 3	,, 5
Narayun-Das Moonshee	,, 8	,, 5
Neelmuni Goopta	,, 5	,, 5
Nura-Huree Das	,, 3	,, 5
Nuseer-Ooddeen Mahomed	,, 5	,, 10
Ooduya-chundra	,, 2	,, 3

		Don.		Ann.
Peetumbura Moonshee	Rs.	5	Rs.	10
Pudma-Lochuna Shurma	,,	5	,,	3
Radha-Krishna	,,	5	,,	10
Radha-Natha Moonshee	,,	4	,,	4
Raj-chundra	,,	2	,,	3
Raj-Krishna-Dut	,,	3	,,	3
Raj-Krishna-Raya	,,	10	,,	10
Ramanund-Sirrestadar	,,	10	,,	25
Rama-das Choudhooree	,,	1	,,	3
Rama-Doolal	,,	3	,,	3
Ramjuha	,,	3	,,	5
Rama-kanie	,,	3	,,	2
Rama-kantha-Dut	,,	6	,,	10
Rama-lochana	,,	4	,,	8
Rama-mohun	,,	13	,,	7
Rama-mohuna Chuckruvurttee	,,	5	,,	5
Ram-raja Sen	,,	2	,,	3
Rama-rutun Sirkar	,,	15	,,	20
Reeazooddeen Ahmud Moonshee	,,	10	,,	25
Rojinder	,,	3	,,	5
Sama-Soondura	,,	5	,,	10
Seva-rama-Ruya	,,	3	,,	3
Shree Dhur	,,	3	,,	5
Sookhulal-Das	,,	7	,,	5
Sumbhoo-natha	,,	2	,,	3
Sambhoo-natha Chuckruvurtee	,,	6	,,	2
Vrindavuna-dhundra-Ruya	,,	50	,,	25

SUBSCRIPTIONS AT HURIPAL

	Rs. A. P.
Anunda-dhundra Ghosha	0—3—0
Anunda-chundoa-Mookhopadhyay	2—0—0
Anunda-rama-Dhoba	0—4—0
Anunturan Samunt	1—0—0
Bancharam Mitra	0—4—0

	R. A. P.
Chundee-churuna-Vusoo	0—8—0
Chitunya-churna-Dutta	1—8—0
Devee-churuna Sirkar	1—0—0
Dhuryneedhura-Singha	2—0—0
Doolal-Nundee	2—0—0
Doorga-churuna Mitra	1—0—0
Doorga-prisada Mirrta	1—9—0
Durpunarayuna Haldar	1—0—0
Goluk-chundra Dalal	1—0—0
Gopeematha-Mitra	3—0—0
Gooroo-churuna vusoo	1—0—0
Gooroo-churuna-ghosha	0—9—0
Gour-Huree-Roodra	0—3—0
Gour-mohun Mookhopadhyaya	2—0—0
Guyaram-Vusoo	0—8—0
Hura-chundra Vundyopadhyaya	1—0—0
Hura-chundra Mookhopadhaya	0—8—0
Hira-rama Mookhopadhaya	0—8—0
Huree-narayana Mittra	1—8—0
Huree-rama Pundit	2—0—0
Hurish-chundra Bhuttacharya	0—4—0
Juya deva	0—8—0
Juya-huree Ghosha	0—8—0
Jugunantha Chukrevurttee	0—8—0
Jugut-rama Mittra	0—4—0
Kalachand-Nundi	0—8—0
Kalee-churuna Ghosha	0—8—0
Kanie Poddar	0—8—0
Kanchun Raya	0—8—0
Khiroo	1—8—0
Komul-kanta Mookhopadhyaya	1—1—0
Krishna-chundra Chuttopadhyaya	3—0—0
Krishna-mohum Singha	5—0—0
Lukshmee-narayan Haldar	1—0—0
Mooktaram Mookhopadhyaya	0—8—0

	R. A. P.
Mudun	0—4—0
Nakhur Mahomed	0—4—0
Nimai-churuna-raya Choudhooree	1—8—0
Nitai-ach	1—4—0
Nuva-koomar Moukhophdhyaya	1—8—0
Nura-huree-aryr	2—0—0
Naya-chundra Mookhopadhyaya	1—0—0
Pelaram-Das	1—0—0
Peetumbur Mittra	0—8—0
Pudma-Lochnna Muzoomdar	2—0—0
Radha-churna Sirkar	1—8—0
Radha-natha Mittra	6—0—0
Raj-chundra Bhuttacnarya	0—8—0
Raj-chundra Ghutuk	1—0—0
Rambhur Ghutuk	1—0—0
Ramchund-Dhur	2—0—0
Ramchund-Dutta	3—0—0
Ram-chund Pal	1—0—0
Ramdhun Vusoo	1—0—0
Ramdhun Pal	2—0—0
Ramdhun Sirkar	1—0—0
Ramjuya Chukruvarttee	0—4—0
Ram-kanta	0—4—0
Ram-Lochuna Sirkar	1—0—0
Ram-narayan-Dasa	3—0—0
Ramnidhee Kur	11—2—0
Ram-ooduya Mookhopadhyaya	0—4—0
Ram-shunkar Chukruvurttee	0—8—0
Satcouree Mookhopadhyaya	0—8—0
Shivo-chundra Chuttopadhyaya	1—0—0
Shree-dhur Bundopadhyaya	1—0—0
Shree-ram Mookhopadhyaya	1—0—0
Shumbhoo-chundra Kar	1—0—0
Sudanunda-Raya	1—0—0
Sichund Mittra	1—8—0

	R. A. P.
Tarachund Bhuttacharyya	0—4—0
Tarachund Chukruvurttee	3—0—0
Thakoordas-Dutta	0—8—0
Thakoordas-Raya	0—4—0
Tunoo Sirdar	1—4—0
Vishnuv-das Sirdar	1—0—0
Vrindavuna-Raya	2—4—0

1819 & 1820

Anunda-chundra Ghosla	Rs.	1600
Bula-Rama Pala	,,	1600
Gudhadura-acharya	,,	2500
Kalee-Shunkura Ghoshala	,,	5000
Kashee-Natha Varoojya	,,	5000

* Native Schools-এর ১ম, ২য় ও ৩য় রিপোর্ট হতে সংগৃহীত।

(৯) Chemical and other Philosophical Apparatus

(Purchased for Serampore College in 1821)

30 Retorts, plain and stoppered
12 Receivers, plain and quilled
4 Proofs and Tubes
8 Florence Flasks
25 Air Jars, of various kinds
12 Precipitate Jars
12 Thumb glasses
30 Stoppered Bottles, of sizes
4 Safety Tubes
7 Graduated Measures, of sizes
6 Fnnnels
6 Glass Evaporating Dishes
10 Eudiometer Tubes, plain
10 Woolff's Bottles, two sizes
2 Dropping Tubes
3 Spirit lamps, with caps
1 Pepy's Eudiometeter
1 Volta's do
6 Thermometers Stock of Glass tubes, Nooth's Apparatus, Apparatus for the production of water (Brande's Chemistry, vol. i, p, 334)

A large assortment of Air Pump Receivers, Jars & c. containing 4 tail Receivers
1 Silver Crucible
4 Silver spoons
2 Platina Spoons
Wedgewood's Evaporating Dishes, Procelain Tubes and Retorts, Hessian, Blacklead, and Wedgewood's Crucibles
1 Electrical Machine
1 Battery of 6 large Jars
A very considerable variety of Jars and Apparatus for illustrating the doctrines of electricity.
1 Air pump with a large assortment of apparatus connected with it.
1 Complete set of the Mechanical powers
Friction wheels for an Atwood's machine.
Apparatus to illustrate the principles of optics
4 Prisms
1 Compound Microscope
1 Solar Microscope
1 Portable Camera obscura

1 Set of Magnets
6 Cases of Mathematical instruments
1 Pair of Elliptcal Compasses
1 Black's Furnace
1 Knight's Table Furnace
2 Aikin's Black Lead Furnace
1 Still and Worm
2 Japanned Pneumatic Troughs
1 Newman's Mercurial trough
2 Gas Holders
2 Stands and Rings
1 Iron Bottle and Tube for Oxygen
2 Large tinned Copper Mirrors for showing the Radiation of Heat.
Apparatus for shewing the different expansions of different metals by heat. An elegant working model of Watt's Steam Engine with apparatus to illustrate its theory.
3 Boxes of models of Chrystals
1 Wollaston's Goniometer
1 Common do
1 Newman's Blowpipe for the mixed gasses
1 Self-acting Spirit Blowpipe
3 Common Blowpipes
1 Cutting Diamond
2 Sets of Scales and Weights
1 Nicholson's Hydrometer
1 Bottle for the specific gravity of Fluids
Apparatus for the production of Potassium
5 Wollaston's Galvanic Troughs
100 plates of Zinc, 4 inches square
100 plates of copper ; these to form two common troughs.
1 Case of Dissecting Knives

For the Observatory

1 Transit Instrument, by Troughton
1 Sextant (Troughton)
1 Mountain Barometer
1 Daniell's Hygrometer
1 Registering Thermometer
1 Rain Gauge
1 Clock made to order

From Mr. W. Milen, London.—A large assortment of Chemical Tests cost about £ 40.

From Mr. Sowerby, Jun. London.

A Cabinet of minerals and a selection of Rocks ; an excellent mineralogist declared the other day, that there was not a collection equal to it in this part of India. They cost £ 45. Other apparatus particularly in the department of mechanical Philosophy have been ordered, but have not been yet received. Newman of Lisle Street, Licester Square, London, is the maker principally employed. The College is also possessed of a considerable quantity of Dr. Dinwiddie's apparatus who formerly gave lectures in Calcutta among which are several Electrical Mechanics with apparatus, a Planetarium in pretty good order, an excellent Telescope, its highest power about 190 &c. &c. The College also has a pair of 18-inch Globes presented to it by Col. Jas. Young.

(১০) Books Collected for the College Library in 1821

Bibles and Testaments

Sungskrita Hagiographa, Sungskrita Historical Books, Sungskrita Poetical Books, Sungskrita Prophetical Books, Sungskrita New Testament, Hindee Pentateuch, Hindee Historical Books, Hindee Poetical Books, Hindee Prophetical Books, Hindee New Testament, Serampore edition. Hindee New Testament, Calcutta edition. Hindee Gospels, Calcutta edition. Martyn's Hindoosthanee New Testament, Hunter's Hindoosthanee New Testament, Martyn's Persian New Testament, Persian New Testament, Petersburgh, 1815, Bengalee Pentateuch, 1st edition. And 2nd edition. Bengalee Historical Books, Bengalee Hagiographa, 1804, Bengalee Prophetical Books, Bengalee New Testament, 1st edition, 1800, Bengalee New Testament, 5th edn. Bengalee New Testament, folio edition, Ellerton's Bengalee New Testament, Calcutta edition. Orissa Pentateuch, Orissa Historical Books, Orissa Poetical Books, Orissa Prophets, Mahratta Pentateuch, Mahratta Historical Books, Mahratta Poetical Books, Mahratta Prophetical Books, Mahratta New Testament, Mathew in Mahratta, quarto edition, Pushtoo New Testament, Punjabee Pentateuch, Punjabee New Testament, Assam New Testament, Mooltan New Testament, Kunkuna New Testament, Chinese Pentateuch, Hagiographa, and Historical Books, 3 vols, Telinga New Testament, Tamul New Testament, Serampore edition. Mathew in Malay, Arabic character, by the Rev. W. Robinson, Malabarian New Testament, Malabar New Testament, Columbo, 1795, Malabar New Testament, Vepery, 1806 Malabar New Testament, Tranquebar, 1714, Roman Malay Bible, Roman Malay New Testament, Armenian Bible, Armenian New Testament, Petersburgh, Arabic Bible, Portuguese Bible. Portuguese

New Testament, French Bible, Slavonian Bible, Slavonian New Testament, Dutch Bible, Dutch New Testament, Bohemian Bible, Irish Bible, Gaelic Bible, Welsh Bible, Polish Bible, Tartar New Testament, Dorpatian Esthonian New Testament, Russian New Testament, Manks New Testament, Turkish New Testament, by Professor Keiffer, Italian New Testament, Syriac New Testament, German New Testament, Bos's Septuagint, 3 vols., Mill's Greek New Testament, White's Greek New Testament, 2 vols. Hebraw New Testament, Novum Testamentum ; Vulgatoe editions sixti V ; Pont. Max. Jussu recognitum, et Clementis VIII auctoritate editum.

Genesis in the Tartar language, The Gospel of Matthew in Kalmuc Mongolian. Dr. Mant's Holy Bible, 3 vols., English New Testament.

Grammars, Dictionaries, & c.

Sungskrita Grammar, Manuscript, 1819, Sungskrita Grammar, Printed at Rome in 1790, Grammar of the Vedas in Sungskrita, Carey's Bengalee Grammar, Halhed's Bengalee Grammar,printed at Hooghlv, 1779, Carey's Bengalee Dictionary I Vol., Mahratta Grammar, Kurnata Grammar, Punjabee Grammar, Burman Grammar, by F. Carey, Leyden's Burman Vocabulary, Chater's Cingalese Grammar, Morrison's Chinese Grammar I vol., Chinese Dialogues, by Dr. Morrison, Marshman's Clavis Sinica. I vol ; Dictionary—Chinese, French and Latin, Paris, I vol. ; Ouseley's Persian Miscellanies, I vol., Yates's Sungskrita Vocabulary, Jones's Persian Grammar, Gilchrist on Persian Words, Gladwin's Dissertation on the Rhetoric of the Persians, Malabar Grammar, Vepery, 1781, Rudiments of Greek Grammar, Westminister Greek Grammar, Bell's Greek Grammar, Frey's Hebrew Grammar, Walker's Rhetorical Grammar, Clarke's Introduction to the making of Latin, Ainsworth's English and Latin Dictionary, Afgan dictionary, M. S., Nugent's French Dictionary, Howison's

Malay Dictionary, English and Bengalee Vocabulary, Murray's English Grammar, Lancaster's Spelling Book, Cornellii Schrevellii Lexicon Manuale, Marshman's Disertation on the Chinese Language, I vol.

Miseellaneous :—

A General collection of Voyages and Travels, 3 vols, Lonon, 1745, Colebrooke's Algebra of the Hindoos, 1 vol Ward on the Hindoos, 2 vols, College of Fort William, 1 vol. Franklin's history of Shaw Allum, 1 vol., Ferishta's History of the Deccan, 1 vol., Franklin's History of Geoege Thomas, 1 vol, Hamilton's Descriptiou of Hindoosthon, 2 vols., Roebuck's Annals of the College of Fort William 1 vol. Origin of the Pindarees, 1 vol, Tennant on India, 1 vol. Law on the Revenues of Bengal, 1 vol., Pamphlets on India, 1 vol. Wilford's Essay on the Origin and Decline of the Christian Religion in India, 1 vol. Ockley's History of the Saracens, 2 vols. Pitts's Account of the Mahomedans I vol., Raynal's History of the Indies, 4 vols., Magaillain's China, I vol. Abbot's Journal from Aleppo to Buesorah, I vol. Blagdon's History of India, I vol., Amherst's Embassy to China, vols., Marigny's History of the Arrbians, 4 vols., British India Analysed, 3 vols., Flora Indica, Ist vol..., Milne's Sacred Edict I vol., History of Jenghis-khan I vol., Asiatic Journals, 4 vols, Starchey's Bija Guneeta, I vol., East India papers I vol., Essay of Female Immolation, I vol., Description bu Royume de sain dar M. de la, Loubere I vol., Agricola's Letters on the land Tax on Bengal, I vol., Gelowdin's Japan, 2 vols., Buchanan's Apology for Christian Mission in India, Maurice's History of Hindoosthan. 2 vols., Pottinger's Travels in Bullochisthan, I vol., Hodgees's Travels in India, Verelst's View in Bengal., Grant's History of the Mauritius, Proceedings of the Agricultural Society of Sumatra, Mill's British India. 6 volumes, The Ramayana of Valmekee translated by Drs. Carey and Marshman, 3 vols., Sir William Jones's Transla-

tion of Menu. I vol., Newtoni Opera, 5 vols, Philosophical Transactions, 19 volumes., Monumentum Pacis, Vratislavioe, I vol in 77 languages., Joyce's Scientific Dialogues, I vol. Calcntta edittion., Publications of Rammohuna Raya, 2 vols., Happy Deaths, I vol. Serampore, Jenks' Devotions; Indian edition., Ryland's Memoirs of Fuller, Analecta Greeca Minoaa, Reports of the British and Foreign Bible Society, Circular letters from their commencement to 1819., Selection of Psalms and Hymns, Calcutta., Argument of the Hon. Sor F. Macnaghten, Knt., Friend of India, Monthly series, 3 vols., History of England, I vol, History of Rome, I vol., History of Greece, I vol., Joye's Scientific Dialogues., Report of the Benevolent Institution, I vol., Enquerer's letter, I vol., Practical view of Christian Education 1 vol. Serampore edition., Memoirs of Four Christian Hindoos, 1 vol., Report of the Russian Bible Society in Russia, 1 vol., Quinti Horatii Flacci Opera., Hebrew Catechism, by Tremellius, 1 vols, Wilkin's Bhagvut Geeta, 1 vol., Dig-Durshun, I vol., Tracts on Missions, I vol., Jamieson on the Cholera Morbus, I vol., Prideaux's life of Mahomet, 1 vol., Monumental Register : Calcutta, Second report of the Calcutta School Book-Society, Quinctiliani Opera, 2 vols., Hortus Bengalensis, 1 vol., Nelus, Carmen Sanscritum, 1 vol., Schultz's Telinga Tracts, 1 vol., Common, prayer Book in Tamul, 1 vol., Robinson's Malay Hymns, 1 vol., Voyage de M. de Guignes, 3 vols, Longinus Toupii, Bell on the Madras school, 1 vol., Strabo's Geography, 1 vol., P. Virgilli Maronis Opera., Jones's Arithmetic, 1 vol., Bell's instructsons in Bengalee, Xenophon De Cyri Expeditione., Warnlaw's Discourses, Hutton's Mathematical Tables, 1 vol. Hutton's Mathematics, 3 vols Moore's Practical navigator., Plans for British India., Brief view of the Baptist Mission, London, Memoir of Dr. Vanderkemp, Exercises of the Hindoo College., Ward's Sermon on the death of Mrs. Waliich, Original Memoir of Translations., Judson's Baptismal Sermon.,

Proceeding of the Sumatra Agricultural Society, Sir. T. S. Raffles's Discourse on Java, Bengal Register and Directory, 1790', Rules of the Persain Grammar, Ram-mohun Roy's second appeal to the Christian Public., Ricketts on the Irregular English verbs, Festum Pentcostale by Professor Vater., notice des travanx literaires des Missionaires Anglais dans l Inde, par L. Langles., ninety-seven Pamphlets, Four Chingalese MSS, A Newar MS.

Bengalee Manuscripts

Munusa Bhasana, Geeta Chintamuni, Bhuktodashuna, Prema Sindhoomuni, Sukti Brumhepakhyana, Premaluhuree, Sutyanarayana, six different copies, Nunda Vidya, Sunyasa Khunda, Juyamini Bharuta, Kalika mungula, Chundee, Bidugdha Madhuva, Pashunda Duluna, Nama Tutwa, Data Kuruna, 2 copies, Teerthaswami-krita Ramayana.,

Huri-bhukti Turunguvilasa, Sukti Leelamrita, Prema Chooramuni, Dana Khunda, Shyamananda Prukasha, Chitunya mungula, Ooshahuiuna, Kriyayoga Sara, 2 copies, Gouranga Mungula, Rusa Runginee, Mutatureeya Sungruhu bhasha, Vishnuva bunduna, Naruda Sumbuda, Gokul Khunda, Nurottuma Prarthuna, Swurgarohuna, Soobhuchundee, Lukshmee Churita, Kulunka Bhunjuna, Rookmnee Huruna, Soodama Churitra, Ungudarayabara, Chitunyabhaguvuta, Bhuktyurnuva, Leviticus, translated in 1795, Geeta Bhasha, Bengalee Dictionary, Chitunya Churitamrita, Yuma Kuli Sumbada, Prema Shintamuni, Govindadasa krita Puda, Unoobhuva Chundrika, Moha Moodgura, Jnana Kulputuroo, Soorutha medhusa, Sumbada, Krishna Leelamrita.

Bengalee printed works

Rusa Munjuree, Raja Krishna Chundra Raya, London ; Putru Koumoodee, Ununda Mnngula, Raja Vulee, Geeta, Serampore, Butrisha Singhasuna, Virgil's Aeneid, 1st Book ;

Naya-bhaga, Dig-durshuna, 1st part, Geeta Govonda, Bengalee and Sungskrita, Goidsmith's Hisrory of England Goladhyaya, May's Gunita, Gunga Bhukti Turunginee, Ushoucha Panchali, Keith's Bengalee Grammar, Pearson's English Grammar, in Bengalee, Harle's Gunitanka, Moogdhubodha, translated into Bengalee, Ubhidhana, Ubhidhana by Rama-chundra Bhattyacharyya, Subca Sindhoo Ubhidhana, Bell's instructions, Vilwu mungula, Bengalee and Sungskrita. Betala Puchisee, Murkemdeya Poorana, 2 copies, Boodha Poorana.

Sungskrita Manuscripts

Rig veda, 5 vols ; Sama veda, 4 vols ; Yujoor Veda, 2 Vedanta Sara ; Sama Veda Gunga, Chundus, or Grammar of the Veda ; Linga Poorana, Koorma Poorana, 3 vols ; Nura-singha Poorana ; Kalika Poorana ; Pudma Poorana, 5 vols ; Ugni Poorana ; Brihunnaruderya Poorana ; Shiva Poorana Oottura khunda ; Vishnoo Poorana ; Kulki Poorana ; Skunda Poorana ; Brumha Poorana ; Brumna Vivurta Poorana, 2 vols ; Vuraha Poorana ; Vedartha Pruksha ; Norookta Shusthadhyaya ; Bhrigoo Sootra ; Nama Mala ; Tuntra Sara ; Vrihudarunyukopunishat ; Chundogopunishuda ; Eesa Basya &c. Eight Oopunishudas ; Saruswutha Vyakuruna ; Mishadu ; Unekartha Munjuree ;

Rik sunghtta Meemangsa ; Jutadhurkosha ; Umurakosha Koumoodee ; Umurakosha ; Jyotistutwa ; Kriya yoga sara ; Lughaoodeepika ; Itihasa Sumoochuya ; Madhyundineeyshkha Sutuputha Bramhuna ; Chuttoorthstuka ; Sankhyasara ; Muntrumuhodudhi ; Sutkuma-deepika ; Gunga Vakyavulee, 2 copies ; Udhoota Ramyana, Ootura kanda ; Yooddhukanda Ramayuna ; Ooturakanda : Ramayuna Teeka ; Brumha Sootra ; Ustubyasta Sunghita ; Hitopudesha ; Gayutree Tuntra, 4 copies ; Leelavutee, with its commentary ; Unkopasu ; Beejgoneeta ; Soorya Siddhanta ; Muha Bhaguvuta ; 1st dart ; Muha Bhaguvuta ; Meemangsa

Bhashya ; Soddhanta Koumoodee ; Moogdhubodha Teeka, Doorga-dasa krita Geeta Govinda ; Yookti Kulputuroo ; Sooktikurnarita ;

Sungskrit Printed Works

Prankishna Kriyamboodhi ; Umarakosha ; Geeta Govinda ; Bhaguvuta Geeta ; Chundee ; Umuroosutuka ; Ghutukurpura ; Hemuchundru ; Roumoodee Vyakuruna ; Bharuvi ; Munoo ; Daya-bhagawitncommentary ; Hitopudesha, Dushakoomara-kutha-sara, Bhutrihuri.

Hindi

Rowe's Hindee Spelling book ; Kuvitwa Ramayana ; Toolusee dasa krita Ramayana ; Nua Rusa Varnnna ;

Persian

Mathew's Gospel, 2 copies ; Boorhani Qatin ; Mathew and Mark ; Gilchrist's Oordoo Risluh ; Afghan Dictionary ; Kamoos, 1st part ; Gladwin's Ithetoric of the Persians ; Yoosuf and Jelihan ; A Summary index to the Bengal Civil Court ; Roebuck's Persian Primer.

(১১) Specific Objects of the College (Serampore College) for Asiatic Christian and Other Youth

1. The College shall secure the instruction in the Sungskritu language of all the Native Christian youth admitted, and of a certain number in Arabic and Persian, for which purpose, the ablest native teachers shall be retained in these languages, at adequate salaries.

2. It shall secure their being farther instructed in the various shastrus of the Hindoos; and in the doctrines which form the basis of the Pouranic and the Boudhist systems. They shall also be instructed in those which relate to Hindoo Law.

3. They shall also be instructed in the sacred scripturtes, which they shall regularly study and in lucidation of which, Lectures shall be constantly delivered.

4. They shall be farther instructed in general history, chronology, geography, astronomy and the various branches of natural science.

5. The Institution shall secure their practical instruction in the nature and management of schools, as adapted to the various countries of India and Eastern Asia.

6. It shall farther secure the instruction of a certain number in the English Language;—and of a number of selected for that purpose in Latin and Greek.

7. As many of these youths as shall give decided evidence of piety, and of possessing a fitness for the ministry, shall be placed on a course of studies preparatory to the ministry of the Gospel.

8. The College shall admit such Hindoo and Mussulman Youth as wish to enlarge their minds, to its various lectures without any restriction; and at the direction of the Committee, admit as many from all parts of India as may support themselves or be supported by some friend, to study under the various teachers in the College.

9. It shall finally carry forward by means of the officers and students of the College, the translation into Sangskritu of the best works in the English language, till the Sangskritu with its dialects shall be enriched with the most valuable works on Science, morality and religion which the English Language possesses.

---

* Prospectus of Serampore College, Serampore, 1818, p. 9-10.

(১২) উইলিয়াম কেরীর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী

(ক) সম্পূর্ণ বাইবেল

আসামী

নিউটেষ্টামেণ্ট ১৮১৩, ১৮১৯ A. 5. 38
ম্যাথু, মার্ক ও লিউক ১৮১৫
পেণ্টাটিউচ ১৮১২
ওল্ড টেষ্টামেণ্ট ১৮২৩, ১৮৩৩
A. 2. 14

বাংলা

মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত, ১৮০০
A. 5.5
নিউটেষ্টামেণ্ট, ১৮০১, ১৮০৬, ১৮১১
১৮১৩, ১৮১৬, ১৮৩৩
A. 5. 2, 3, 8, x. 1416
পেণ্টাটিউচ···১৮০১, ১৮১৪, ১৮১৮,
১৮২২, A. 5. 1 0, A.2.11
পোয়েটিক্যাল বুক্স্ ১৮০৩ A. 5. 6
প্রফেটিক বুক্স্ ১৮০৫ A. 5. 7
লিউক, এ্যাক্টস্ ও রোমান ১৮০৭
হিষ্টরিক্যাল বুক্স্ ১৮১৯, ১৮২৪
A. 5. 5. A. 2. 11
ম্যাথু ও মার্ক ১৮১৯, ১৮২৪
গসপেল অফ্ ম্যাথু ১৮২৬ A. 6. 1.
বাইবেল (একত্রে) ১৮৩২ A. 2. 1.

হিন্দী

গসপেল ১৮১১, ১৮১৪, ১৮১৯, ১৮২৩
নিউটেষ্টামেণ্ট ১৮১১, ১৮১৪, ১৮১৮
১৮৩৫, A. 5. 1, A. 10. 37.
পেণ্টাটিউচ ১৮১২ A. 5. 14.
হিস্টরিক্যাল বুক্স্ ১৮১৫ A. 5. 15
পোয়েটিক্যাল বুক্স্ ১৮১৬ A. 5. 15
প্রফেটিক্যাল বুক্স্ ১৮১৮ A. 5. 17.

মারাঠী

ম্যাথু ১৮০৫ A. 2. 6.
নিউটেষ্টামেণ্ট ১৮০৭, ১৮২৩ A. 6. 13
A. 10. 38.
পেণ্টাটিউচ ১৮১২, A. 4. 9.
পোয়েটিক্যাল বুক্স ১৮১৬, A. 5. 11
হিস্টরিক্যাল বুক্স্ ১৮১৮, A. 5. 10
প্রফেটিক্যাল বুক্স্ ১৮১৯, ১৮২১
A. 5. 12.
গস্পেল্স্ ১৮২৪, x. 625

ওড়িয়া

নিউটেস্টামেণ্ট ১৮০৯, ১৮২২
A. 5. 27
হিস্টরিক্যাল বুক্স্ ১৮১১, ১৮১৪,
১৮১৮, A. 5. 25
প্রফেটিক্যাল বুক্স্ ১৮১১
পোয়েটিক্যাল বুক্স্ ১৪১১
পেণ্টাটিউচ ১৮১৪ A. 5. 21

পাঞ্জাবী

নিউটেষ্টামেণ্ট ১৮১১, A. 5. 23
পেণ্টাটিউচ ১৮১৪, ১৮১৬, A. 5. 21
হিস্টরিক্যাল বুক্স্ ১৮১৮, A. 5. 20

পোয়েটিক্যাল বুকস ১৮২১ A. 5. 19
প্রফেটিক্যাল বুক্স ১৮২৬ A. 5. 22

সংস্কৃত

নিউটেষ্টামেণ্ট ১৮০৮ A. 2. 99
পেণ্টাটিউচ ১৮১১, ১৮২৭
হিস্টরিক্যাল বুক্স ১৮১৮ A. 2. 7.
পোয়েটিক্যাল বুক্স্ ১৮১৮, A. 5. 30
প্রফেটিক্যাল বুক্স ১৮১৮ ১৮২২
A. 5. 31

(খ) বাইবেলের অংশ

বালুচী : গসপেল্স্ ১৮১৪ A. 9. 16
ম্যাথু ১৮১৩
ভাটনারী : নিউটেষ্টামেণ্ট ১৮২৪
A. 6. 12
ভূখেলখন্দ ঐ ১৮২১ A. 6 13
বিকানীর : ঐ ১৮২০ A. 6. 5
ব্রীজভাষা : ম্যাথু ও মার্ক ১৮১৪
গস্পেল ও এ্যাক্ট ১৮১৬
নিউটেষ্টামেণ্ট ১৮২৬
ডোগ্‌রা : নিউটেষ্টামেণ্ট ১৮১৮
A. 6. 18.
গুজরাটী : ঐ ১৮২০ A. 6 4.
হারাতী : ঐ ১৮২১ A. 6. 6
কানারিজ : ঐ ১৮২৩ A. 5. 39
কনৌজ : ঐ ১৮২১ A. 6. 7.
কাশ্মিরী : ঐ ১৮২১ A. 6. 9
ম্যাথু ১৮১৬
খাসী : ঐ ১৮১৬ A. 5 35.
নিউটেষ্টামেণ্ট ১৮৩১ A. 5. 36
কঙ্কনী : ঐ ১৮১৮ A. 5. 37
পেণ্টাটিউচ ১৮২১ A. 5. 36
কোশল : ম্যাথু ও মার্ক ১৮১৮
A. 6 15.
মগধী : নিউটেষ্টামেণ্ট ১৮১৮ A. 6. 8
মুলতানী : ঐ ১৮১৯ A. 6. 2
মারাবারী : ঐ ১৮২১ A. 6. 3
মেবারী : ম্যাথু ১৮১৬
নেপালী : নিউটেষ্টামেণ্ট ১৮২১
A. 6. 14
পুস্ত : ঐ ১৮১৮, ১৮২১
A. 5. 34
পেণ্টাটিউচ ১৮২১, A. 5. 32
হিস্টরিক্যাল বুক্স্ ১৮৩২
A. 5. 33
ম্যাথু ১৮১৫
তেলেগু : পেণ্টাটিউচ ১৮২১ A, 5, 28
নিউটেষ্টামেণ্ট ১৮১৮ A. 5. 29
উজ্জয়িনী : ঐ ১৮২৪ A. 6. 11
গসপেল ১৮২২

(গ) ভাষা সংক্রান্ত রচনাবলী

বাংলা ব্যাকরণ, (১ম সং) ১৮০১, (২য় সং) ১৮০৫, (৩য় সং) ১৮১৫, (৪র্থ,সং) ১৮১৮ (৫ম সং) ১৮৪৩ x. 1236, G. 9. 19

মারাঠা ব্যাকরণ- (১ম সং) ১৮০৫, (২য় সং) ১৮১০, 9. 6. 23, BR. 3. 47

সংস্কৃত ব্যাকরণ, (১ম সং) ৪৮০স্ক-৬, (২য় সং) ১৮০৮, G. 4. 13, BR. 3. 47

পাঞ্জাবী ব্যাকরণ, ১৮১২ G. 6. 21

তেলেগু ব্যাকরণ, ১৮১৪

কর্ণাটক ব্যাকরণ, ১৮১৭ G. 6. 22

মারাঠা অভিধান, ১৮১০

বাংলা অভিধান, (১ম ও ২য় খণ্ড), (১ম সং) ১৮১৪-১৫, (২য় সং- ১ম খঃ) ১৮১৮, (২য় সং ২য় খঃ) ১৮২৫।

বাংলা অভিধান ৩য় খণ্ড ১৮২৪, G. 4. 25-27, BR. 3. 40-41, BR. 84

বাংলা অভিধান সংক্ষিপ্ত সং ১৮৫৬ G. 5. 18.

সংস্কৃত অভিধান ৫ম খণ্ড (অপ্রকাশিত) G. 1. 2-16

বহুভাষিক শব্দকোষ (অসম্পূর্ণ) ১৩টি ভারতীয় ভাষার শব্দার্থ (অপ্রকাশিত)

(ঘ) বাংলা সাহিত্যের পুস্তক

কথোপকথন, (১ম সং) ১৮০১, (২য় সং) ১৮০৬, (৩য় সং) ১৮১৫, (৪র্থ সং) ১৮১৮ G. 6. 20

কাশীরামদাসের মহাভারত, ৪ খণ্ড, ১৮০১

কীর্তিবাসের রামায়ণ (৫ খণ্ড) (১ম সং) ১৮০১, (২য় সং) ১৮২৯

ইতিহাস মালা ১৮১২

(ঙ) বিবিধ

An Enquiry ১৭৯২ BR. 1. 124, BR. 71

পীয়ার্সের Letters to Lascars-এর বঙ্গানুবাদ ১৮০০

ঐ হিন্দুস্থানী অনুবাদ ১৮০৩

Roxburgh's Hortus Bengalensis ১৮১৪

Collection of original letters in Marathi language, ১৮১৬

Correspondence between Dr. Carey and Mr W. H. Pearce, ১৮৯২ K. 2. 47

Letters from the Rev. Dr. Carey……relative to three pamphlets published by John Dyer ১৮২৮, Br. 49

(চ) অন্যান্যের সহযোগিতায়

(i) কেরী ও মার্শম্যান

ভুটানী ব্যাকরণ ও অভিধান ১৮২৬

বাল্মীকি রামায়ণ ৩য় খণ্ড ১৮০৬-১০ G. 7. 2-4

(ii) কেরী ও ওয়ালিচ

Roxburgh's Flora Indica vol. 1-I (১ম সং) ১৮২০-২৪

(২য় সং) ১৮৩২

(iii) কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড

Hints Relative to Native Education, ১৮১৬ BR, 62

Ist, 2nd and 3rd Reports of Native schools ১৮১৭-১৮২০ BR. 62

Manual of Direction of Superintandence of Native schools ১৮১৭

Memoirs relative to progress of translations of the Sacred Scriptures ১৮১৬-১৮২২ BR. 56

Statement ralative to funds of the Mission, ১৮২০ BR. 48

Reply to the attack made on the missionaries in the Oriental Magazine (Nc III) ১৮২৫ BR. 48

Thoughts on Mission to India ১৮২৫

Letters to the B. M. S. vol. XI-XII ১৮১৮ ১৮১৯ BR. 53

Monthly Circular letters vol. I-X ১৮০৭-১৮১৭ BR. 54-55 x. 341, 650, 1074

Periodical Accounts new Series No. 1-XVIII ১৮২০-১৮২৬ X1072-73, 1287

Do Do ১৮২৭-১৮৩৪ BR. 29-30, BR. 3. 33

Do Do 3rd+4th series ১৮৩০-১৮৩৭ K. 2. 47.

Reply to the Pamphlet of John Bowen ১৮২২ BR. 1, 128

Thoughts on propagating Christianity ১৮২৭ BR. 77.

(১৩) জশুয়া মার্শম্যানের উল্লেখযোগ্য রচনাবলী

Dissertation on the Character and sound of the Chinese language, ১৮০৮ BR. 78

Works of Confucius, Chinese Text with English translation, ১৮০৮

English Grammar, Part I and II, ১৮১১, (৫ম সং) ১৮৩৪

Introduction of Reading in English ১৮১১, (৬ষ্ঠ সং) ১৮৩৪

Juvenile Dialogue, ১৮১১ (৫ম সং), ১৮৩৪

Happy Deaths in English, ১৮১১

Mathew and Mark in Chinese language, ১৮১১

John in Chinese language, ১৮১৩

Clavis Sinica (chinese), ১৮১৪ R. 5. 21

New Testament in Chinese language, ১৮১৮

Old Testament, Genesis " " ১৮১৮

" Exodus " " ১৮১৮

" Job " " ১৮১৮

Friend of India (monthly series), edited, ১৮১৮

Sreerampore copy books, ১৮১৯

Friend of India (quarterly Series), edited, ১৮২১

Old Testament in 4 vols., ১৮২২

Divine grace—The source of all human excellence, ১৮২৪ BR. 61

Reply to Raja Rammohan Roy's appeal, ১৮২৪ D. 2. 19

Report of Benevolent Institution, ১৮২৯ K. 2. 47

Reply to John Dyre's letter, ১৮৩০ BR. 57

The efficiency of divine grace, a funeral sermon for Dr. Carey, ১৮৩৫

(১৪) উইলিয়াম ওয়ার্ডের উল্লেখযোগ্য রচনাবলী

The blessedness of the righteons dead (sermon), 1806 X. 1291

Accounts of writings, religion and manners of Hindoos in 4 vols. 1811 BR. 1-4

Sermon on the occasion of erecting memorial of Mrs. N. Wallich, 1813 BR. 61

A view of the history, literature and mythology of Hindoos in 2 vols, 1818 BR. 5-6

The design of the death of Christ explained, London, 1820 BR. 129

Letter to Rt. Honourable Villars on Education, 1820

Farewell letters, 1821 BR. 14

Reflection on the word of God in 2 vols, 1822 C. 10. 46-47

Account of the joyful deaths of several young British Christians, 1822

Memoir of Krishna Pal, 1822

Journal of Ward

(১৫) ফেলিক্স কেরীর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী

Sermons to the Hindus in the Baptist Annual Register, ১৮০০ ; colleted by John Ribon.

Letters from Felix Carey in the Monthly Circular Letters. Serampore, ১৮০৭

A grammar of the Burma Language to which is added a list of the simple roots from which the Language is derived, Serampore, ১৮১৪

New Testament Mathew in the Burma language (jointly with Chater, and James), Serampore, 1815

New Testament, Ltuke in the Burma language (jointly with Chater and James), Serampore, ১৮১৫

New Testament : John, in the Burma language (jointly with Chater and James), Serampore, ১৮১৫

ব্রিটিন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়, শ্রীরামপুর, ১৮১৯। (গোল্ডস্মিথ লিখিত ইংলণ্ডের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের অনুবাদ)

বিদ্যাহারাবলী (১ম খণ্ড, ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা), শ্রীরামপুর, ১৮২০

বিদ্যাহারাবলী (২য় খণ্ড, স্মৃতি শাস্ত্র), অসম্পূর্ণ মাত্র দুই সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর বন্ধ হয়ে যায়। শ্রীরামপুর ১৮২১।

যাত্রীদের অগ্রেসরণ বিবরণ, ১ম খণ্ড, জন বুনিয়ানের পিলগ্রিমস্ প্রগ্রেসের বঙ্গানুবাদ শ্রীরামপুর, ১৮২১।

যাত্রীদের অগ্রেসরণ বিবরণ, ২য় খণ্ড, শ্রীরামপুর, ১৮২২

বাংলা অভিধান (রামকমল সেনের সংগে ইহা আরম্ভ করেন কিন্তু সম্পূর্ণ করবার পূর্বেই মারা যান)

ব্রিটিশ ভারতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, জন মিল লিখিত ইতিহাসের বঙ্গানুবাদ, কলিকাতা।

বাংলায় জমিবিষয়ক একটি বই তাঁর রচনাধীন বলে উল্লিখিত হয়েছে।

A Dictionary of the Burma Language with explanation in English……compiled from the manuscript of A. Judson. (ফেলিক্সের পাণ্ডুলিপি বইটিতে ব্যবহার করা হয়) কলিকাতা ১৮২৬।

সংস্কৃত অনুবাদ সহ পালি ভাষার ব্যাকরণ।

কিমিয়া বিদ্যার সার, জন ম্যাকের Principle of Chemistry-র বঙ্গানুবাদ, শ্রীরামপুর, ১৮৩৪।

দিগ্‌দর্শনে প্রকাশিত বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ে রচিত নিবন্ধসমূহ।

বাংলা ও বর্মী বাইবেল সম্বন্ধে বিবিধ অনুবাদ।

(১৬) জন ক্লার্ক মার্শম্যানের উল্লেখযোগ্য রচনাবলী

দিগ্‌দর্শন (মাসিক পত্রিকা)—সম্পাদনা, ১৮১৮-১৮২০ X. 1335

সমাচার দর্পন (সাপ্তাহিক সংবাদপত্র)—সম্পাদনা, ১৮১৮-১৮৪১ G. 4. 36

জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়, ১৮১৯

Reply to the attack of Mr. Buckingham, ১৮২৬ BR. 48

বাংলা অভিধান (কেরীর অভিধানের সংক্ষিপ্ত) (১ম সং) ১৮২৭-২৮, (৪র্থ সং) ১৮৪৭, (৮ম সং) ১৮৬৯ G. 6. 39

সদগুণ ও বীর্য্য (Anecdotes of Virtue and Valour), ১৮২৯

Review of two pamphlets, ১৮৩০ BR. 48

ভারতবর্ষের ইতিহাস, ১৮৩১-৩২

ক্ষেত্রবাগান বিবরণ ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড, ১৮৩১, ১৮৩৬, ১৮৩৭

মারের ইংরাজী ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ, ১৮৩৩

ঈশপের গল্প ১ম ও ২য় খণ্ড (১ম সং), ১৮৩৪, (২য় সং) ১৮৫৪

Friend of India (weekly series) ১৮৩৫-১৮৫১

আগ্রা ও বঙ্গরাজধানীর রাজসভা সম্পর্কীয় আইন ১ম ও ২য় খণ্ড, ১৮৩৬

Guide book of Revenue Regulations in 2 vols, ১৮৩৫-৩৬ ১৮৪৭ BR. 81-82

পুরাবৃত্ত সংক্ষেপ (Brief survey of History), (১ম সং) ১৮৩৩-৩৬, (৪র্থ সং) ১৮৫৮ BR. 73

History of India (one vol.) (১ম সং) ১৮৩৬-১৮৩৭ BR. 72

বাংলার ইতিহাস ১৮৪০ G. 8. 3

Bengal Govt. Gazetter (Eng-Beng) ১৮৪০-১৮৫৩

Guide book to civil law of the Presidency of Fort William (১ম সং) ১৮৪১, (২য় সং) ১৮৪৮ X. 1273

দেওয়ানী আইন সার (১ম সং) ১৮৪২, (২য় সং) ১৮৪৯

Guide of Munsiffs ১৮৪৭

Darogah's Manual (Eng) ১৮৫০

দারোগাদের কর্ম প্রদর্শক গ্রন্থ ১৮৫১

History of Serampore Mission ১৮৫২ BR. 47

How war arises in India ১৮৪৩ BR. 1. 47

Outlines of History of Bengal (১ম সং) ১৮৫৬, (১৬শ সং) ১৮৬৮ BR. 74

Life and Times of Carey, Marshman and Ward in 2 vols, ১৮৫৯ BR. 8-9

Memcir of Maj Gen. Sir Henry Havelock, ১৮৬০ L. 2. 27

Biographical sketch of Joshua Marshman, ১৮৬৩ BR. 131

The story of Carey, Marshman and Ward, ১৮৬৪ BR. 12

Hlstory of India in 3 vols, ১৮৬৪-৬৭ BR. 1100-112

গ্রন্থপঞ্জী

অপ্রকাশিত

Carey William : Polyglot Vocabulary

Marshman Hannah : Household Accounts book

Wenger E. : Missionary Biography in 4 vols.

প্রকাশিত

Adam J. : Report on Vernacular Education, 1835

B. M. S. : Brief Memoir relative to the operation of the Serampur Mission, 1827

Basu A. N : Report on Education by Adam, 1941

Bell Andrew : An analysis of experiment in education in Egmore, 1807

Bose N. S. : Indian awakening and Bengal

Carey, Marshman and Ward : Hints relative to Native Education 1816, Ist, 2nd and 3rd report on Native Schools 1817-18

Carey E : William Carey

Carey S. P. : William Carey

Carey W. H. : Oriental Christian Biographies

De S. K. : Bengali literature in the nineteenth century, 1962

Diehl K. S. : Early Indian Imprints, 1964

Hobby J : Life of Yates

Howels George : Story of Serampore and its College, 1918

Kesaban B. S. : Carey Exhibition on Early printing, 1955

Khan M. S. : Felix Carey—a prisnor of hope, 1966

Laird Michael : Missionaries and Education in Bengal, 1972

Lancaster J : Improvements in Edncation, 1806

Law N. N. : Promotion of learning in India

Long James : Handbook of Bengal Mission

Majumdar R. C. : History of Freedom movement in India ; Glimpses of Bengal in the 19th century, 1862

Marshman J. C : Life and Times of Carey, Marshman and Ward vols. I—II 1859

Mitra L. M. : Danes in Bengal, 1952

Mohar Ali M : Bengali Reaction to Christian Missionary activities 1965

Nurullah and Naik : History of Education, 1964

Potts E. D : British Baptist Missionaries in India, 1967
Serampore Mission : Reports of Serampore College. 1818-1835
Smith George : William Carey, 1935
Stennet Samuel : Memoirs of Rev. William Ward, 1825
Stewart Wilma : Story of Serampore and its College 1961
Sykes W. H. : Thoughts on Missions in India 1825
Trevelyan : On the education of the people of India 1838
Walker P. D : William Carey, 1926

গঙ্গোপাধ্যায় মনোমোহন : বাংলা নবজাগরণের সাক্ষর, ১৯৬৩
ত্রিবেদী রামেন্দ্রসুন্দর : শব্দকথা, ১৯১৮
দাস সজনীকান্ত : বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম যুগ, সাহিত্য সাধক চরিতমালা—১৫নং —উইলিয়াম কেরী—৮৮নং ফেলিক্স কেরী —৯৭নং জন ম্যাক
দ্যুতিয়েন, ফাদার : কেরী সাহেবের ইতিহাসমালা, ১৯৭৩
বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার : ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য, ১৯৬৫
বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ : সংবাদপত্রে সেকালের কথা
বাগল যোগেশচন্দ্র : বাংলার নবজাগরণের কথা, ১৯৬৩ বাংলার স্ত্রীশিক্ষা
ভট্টাচার্য্য বুদ্ধদেব : বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান, ১৯৬০
ভট্টাচার্য্য গৌরীশঙ্কর : রুদ্ধ যাযাবর, ১৯৭০
মজুমদার রমেশচন্দ্র : বাংলাদেশের ইতিহাস আধুনিক যুগ
মিত্র, সুধীরকুমার : হুগলীজেলার ইতিহাস ১ম-৩য় খণ্ড, ১৯৬৮
সিদ্দিক খান : বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনে কেরীযুগ, ১৯৬২ ফেলিক্স কেরী, ১৯৬৭

পত্র পত্রিকা, রিপোর্ট ইত্যাদি

দিগ্‌দর্শন
সমাচার দর্পণ
Friend of India (Qarterly series)
Friend of India (Monthly series)
Friend of India (Weekly series)
Calcutta Christian Observer
Calcutta Review
Edinburgh Review
Baptist Quarterly Review
Periodical Accounts, Serampore Mission
Monthly Circular letters, etc.

নির্দেশিকা

অমর সিং ৫০
আইটন ২৯
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ৮
ইসলাম ধর্ম ৩
ইয়েট্‌স্, উইলিয়াম ৫৫, ৬০, ১০৩
ঈষ্ট, স্যর হাইড ১৯
উইল্‌কিন্স, চার্লস্ ৪০, ৮৯
উইলবার ফোর্স ৬৪, ৮৭
উইল্‌সন ৪৯
উইলিস্, এলিজাবেথ ৩৪
উড, আলেকজাণ্ডার ১১৭
উডনী, জর্জ ৩৯, ৪২; ৬২
এড্‌মন্‌ষ্টোন ১৯, ৯৮
এন্‌ড্রুস্ ৪০
এলারটন, জন ১৯ ৯৮
এশিয়াটিক জার্নাল ৯
এ্যাডাম, জন ২, ৪৭
ওরিয়েণ্টাল ম্যাগাজীন ৯
ওল্ড, টি ৩৫
ওয়েলেস্‌লী, লর্ড ৪২, ৬২, ৬৪
ওয়্যার, জন ৩৫
কনগ্রীভ ৮৬
কনফুসিয়স্ ৮১
কর্মকার, পঞ্চানন ৮৯
„ মনোহর ৯০
কিন্সি, মার্গারেট ১০১
কুক, টমাস ৩৬
কেটার ৭৮
কেটারিং ৩৭
কেরী, এডমণ্ড ৩৪
„ ডরোথী ৪৪
কোলব্রুক ৯৩
ক্যানিং, ক্যপ্টেন ১০২
ক্রেটন, হেনরী ১৯
ক্রেফ্‌টিং, কর্নেল ২১, ৪৩
ক্লার্ক, জন ৬৮
ক্লেগহর্ন ৫৮
গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র ৫৫
গোল্ডস্মিথ ১০৭
গ্রাণ্ট জন ৭৯
গ্রাহাম, জন ৫৮
গ্র্যাফ টন ডিউক ৭৮
ঘোষ কাশীপ্রসাদ ১০৭
ঘোষাল কালীশঙ্কর ১৯
চার্চ মিশন ১৯, ২২
চেটার ১০১
জোন্স উইলিয়াম ৯১
„ টমাস ৩৫
টমসন্ ১০
টমাস জন ৩৭, ৪৬, ৫২
টিড্, মিসেস্ ৭৯
টেলর, ডাঃ ১০১
ডগ্‌লাস, জেমস্ ১২১
ডেলেসার্ট, বেঞ্জামিন ৫৮
ড্রিউরি ৮৬
তর্কালঙ্কার, কবিচন্দ্র ১০৭
ত্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর ১২৫
দত্ত, অক্ষয়কুমার ৫৫
„ রসময় ১৯
দেব, রাধাকান্ত ১৯, ২৩
নর্ম্যাল স্কুল ১৫
নিকল্‌স্ ফ্লার্ক ৩৫
পলাস পিউরি ৩৪
পীয়ার্স ৬০

প্রবোধচন্দ্রিকা ৯
ফষ্টার ৯১
ফসেট ৮৭

ফাউন্টেন, জন ২৮, ৪০ ৫২
ফিফার ২৯
ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি ২২
ফিস্‌উইক ৮৭
ফুলার ৫৬
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ৯, ৪৩, ৫১
ফ্রেডারিক, পঞ্চম ৩
„ ষষ্ঠ ২৭
বসু রামরাম ৩৮, ৪৬, ৫২ ৯৯
বার্লো, স্যর জর্জ ৪৩
বিদ্যালঙ্কার, গৌরমোহন ২৩
„ মৃত্যুঞ্জয় ৫৩
„ শ্রীকান্ত ১০৭
বিদ্যাসাগর ৫৫
বী, কর্নেল ৭, ৪২
বীটসন ৮৭
বুকানন, ক্লডিয়াস ৪২, ৪৮
বেণ্টিঙ্ক, লর্ড ৬৪
বেল ও ল্যাঙ্কাষ্টার ১২
ব্যাপাটিষ্ট ১১
ব্যাপটিষ্ট মিশন ৩০
ব্রাউন, ডেভিড্‌ ৪২
ব্রাণ্ডিস ৫৮, ১১৮
ব্রান্সডন ৭৯
ব্রিয়ারী ৮৬
ব্ল্যাকওয়েল, মিস্‌ ১০২
ভিল্যর্স ৯৬
ভেটর ২৯
মদনাবতী ৭, ১২ ৩৯
মাইকেল, রেভা : ২৯
মিত্র, দীনবন্ধু ৬
মিণ্টো, লর্ড ৬৪, ৮২
মিল ১০৯
মে, রবার্ট ১৮, ১৯, ২০
রক্সবার্গ ৩৯, ৪২, ৫৭, ৫৮
রাইল্যাণ্ড ৩৮, ৫৬, ৭৯
রায়, রামমোহন ২৩, ২৯, ৩০, ৪৮, ৬৪, ৮৪
রুমার, চার্লোটি ৪৪
লণ্ডন মিশন ১৯, ২৩
লিডেন, জন ৮১
লেডিজ এ্যাসোসিয়েসন ২২
„ সোসাইটি ২২
শেফার্ড, জন ৭৮
শ্রীরামপুর ৬
ষ্টুয়ার্ট, ক্যাপ্টেন ১৯
এস, পি, সি, কে ২০
সিদ্ধান্ত শিরোমণি ১১৩
সুফী সম্প্রদায় ৩
সূর্য সিদ্ধান্ত ১১৩
স্কট, টমাস ৩৬
স্টেট্‌স্‌ম্যান ৮৪
হিন্দু কলেজ ২৪
হেষ্টিংস, লর্ড ২৬, ৫৯
হ্যালহেড ৪০, ৮, ৯৮